চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 178 Wednesday, 29 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৭৮ সংখ্যা ❋ ১৫ জ্যৈষ্ঠ , ১৪৩১ বুধবার, ২৯ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

জনকল্যাণ অর্থাৎ পরোপকার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। নতুন দিল্লিতে ব্রহ্মা কুমারীদের অনুষ্ঠানে...বিস্তারিত পাতা ২

লিলুয়ায় লাইনচ্যুত খালি ইএমইউ। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা। এর জেরে মঙ্গলবার সকালে পূর্ব রেলের হাওড়া মেন লাইনে ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা। ..বিস্তারিত পাতা ৩

রেস্তরাঁয় বিরিয়ানি খেয়ে মৃত্যু মহিলার, হাসপাতালে আশঙ্কাজনক ১৭৮ জন, পুলিস তদন্ত করে কেন রেকম হল। রেস্তরাঁটা শিল করা হয়েছে।..বিস্তারিত পাতা ৬

আল নাসরকে এই মরসুমে শিরোপা এনে দিতে না পারলেও ব্যক্তিগত অর্জনে সকলকে পিছনে ফেললেন রোনাল্ডো। আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে দলকে বড় জয় এনে দিলেন।...বিস্তারিত পাতা ৮

উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় জোড়া রোড শো করে বেহালায় বললেন...

আর মাত্র সাত-আটদিন, মোদীকে নিয়ে বিরাট মন্তব্য তৃণমূল নেত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বিরাট মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, মঙ্গলবার বেহালার সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো দাবি করেন, আর মাত্র সাত-আটদিন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন নরেন্দ্র মোদী। তারপরেই কেন্দ্রের সরকার পরিবর্তন হবে। ক্ষমতায় আসবে বিরোধী দলগুলির নেতৃত্বাধীন ইন্ডি জোট। বেহালার সভা থেকে মমতা বলেন, আর সাত-আটদিন প্রধানমন্ত্রী বলতে পারবেন। তার পর আর থাকবেন না। উনি বলেছেন, দিল্লি থেকে বসে সাইক্লোনের দিকে নজর রেখেছেন। এত মিথ্যা বলা শোভা পায়? এনডিআরএফ ইস্যুতে মোদীকে নিশানা করে মমতা বলেন, এনডিআরএফ দেখাচ্ছে। ওদেরকে তো টাকা দিতে হয়।রেলমন্ত্রী থাকাকালীন তিনিই এনডিআরএফ নিয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে চুক্তি করিয়েছিলেন বলে জানান মমতা।টেলিপ্রম্পটার ইস্যুতেও মোদীকে একহাত নেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতার কথায়, একজন প্রধানমন্ত্রীকে টেলিপ্রম্পটারের মাধ্যমে বক্তৃতা করতে হয়। আমি নিজে দেখেছি ওনাকে টেলিপ্রম্পটার দেখে বক্তৃতা দিতে। শেখ হাসিনার সঙ্গে উনি ছিলেন। টেলিপ্রম্পটার লাগানো, সেখান থেকে পড়ছেন।প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তৃতার সময় পোডিয়ামের পাশে বেশির ভাগ সময় টেলিপ্রম্পটার রাখা থাকে। এই টেলিপ্রম্পটার নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে সংবাদমাধ্যমে। এছাড়া কোনও রাজ্যে সভা করতে গেলে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় বেশ কয়েকটি বাক্য বলে থাকেন। টেলিপ্রম্পটার নিয়ে এর আগেও মোদীকে আক্রমণ করেছেন মমতা। তিনি বলেছিলেন, টেলিপ্রম্পটার দেখে বক্তৃতা করার প্রয়োজন পড়ে না আমার। গুজরাতি হরফে বাংলা লিখে টেলিপ্রম্পটার দেখে বললেই বাঙালি হওয়া যায় না। আমি অন্তত ১৫টি ভাষা জানি। আমি হিন্দি জানি, আমি উর্দু জানি, আমি গোর্খা জানি, আমি নেপালি জানি। তাই বলে এটা নিয়ে আমি কখনও গর্ব করি না।২০২৪-র লোকসভা ভোট শেষ হতে আর মাত্র কয়েকদিন। আগামী ১ জুন, শনিবার সপ্তম তথা শেষদফার ভোট। ওইদিন কলকাতা দক্ষিণ-সহ রাজ্যের মোট ৯ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। তার আগে শেষদফার প্রচারে ঝাঁপিয়েছে সব রাজনৈতিক দলই। মঙ্গলবার শহরে ছিল হাই ভোল্টেজ প্রচার। একদিকে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় জোড়া রোড শো করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধেবেলা বেহালায় জনসভা। অন্যদিকে, একই সময়ে উত্তর কলকাতায় মোদির রোড শো। তার আগে দুই জেলায় দুটি জনসভা। সবমিলিয়ে মোদি-মমতার নির্বাচনী প্রচারে আজ নজর রেখেছিল সব মহল। মঙ্গলবার সন্ধেবেলা কলকাতা দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়ের সমর্থনে বেহালা চৌরাস্তায় জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে তিনি এন্টালি থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। বেহালার সভা থেকে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার পাশাপাশি নাম না করে প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান তৃণমূল নেত্রী। জোকা-তারাতলা মেট্রোরুট নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আরেক জনকে ধন্যবাদ দেব। হতে পারে তিনি আজ সরাসরি তৃণমূল করেন না। সেটা অন্য বিষয়। তখন তিনি মেয়র ছিলেন। কোন কোন স্পটে স্টেশন হবে, জমি মিলছিল না। নিজেদের পকেটের টাকা দিয়ে জমি কিনে স্টেশন তৈরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।''

বারাসতের সভায়

ওবিসিদের ধোঁকা দিয়েছে তৃণমূল, তোপ মোদীর

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ মে ঃ এখানকার ওবিসিদের ধোঁকা দিয়েছে তৃণমূল। আদালতে তা প্রকাশ্যে এসেছে। কলকাতা হাই কোর্ট বলেছে, ৭৭ মুসলিম সম্প্রদায়কে ওবিসি ঘোষণা করা অসাংবিধানিক। মঙ্গলবার বারাসত লোকসভা আসনের অন্তর্গত অশোকনগরের সভায় এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, তৃণমূল লক্ষ ওবিসি যুবদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে জিহাদিদের মদত জোগানোর জন্য। আদালতের এই সিদ্ধান্তের পর মুখ্যমন্ত্রীর রূপ দেখে আমি স্তম্ভিত। বিচারকদের উপর প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। আমি তৃণমূলীদের প্রশ্ন করতে চাই, এ বার কি বিচারকদের পিছনেও গুন্ডা পাঠাবে। মোদী বলেন, ন্যায়পালিকার গলা টিপছে তৃণমূল। তৃণমূল সত্যি সহ্য করতে পারছে না। যারা তৃণমূলের সত্য সামনে আনবে, তাদেরই টার্গেট করে ওরা।'' মোদী বলেন, 'তৃণমূল এবং জোট ' আপনাদের উন্নয়নের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এরা শুধু নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে তুষ্ট করতে চাই। সংবিধান বলে চিৎকার করতে থাকা মানুষদের পশ্চিমবঙ্গে এসে দেখে যেতে বলুন। মোদী আরও বলেন, 'আমি কেন্দ্রীয় স্তরে ১০ বছরে একটাও দুর্নীতি হতে দিইনি। এখন মোদী দেশকে এবং পশ্চিমবঙ্গকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, যে দুর্নীতি করেছে, তাকে বাইরে বার করব। যাদের থেকে টাকা লুট হয়েছে, তাদের টাকা ফেরত দেব। এক এক টাকার হিসাব হবে। আমি আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি। লুট হওয়া ১৭ হাজার কোটি টাকা মানুষকে ফেরত দিয়ে দিয়েছি। বাংলাতেও আপনাদের লুট হওয়া টাকা আপনাদের ফেরত পেতে সাহায্য করব। এমন ব্যবস্থা নেব যে, এদের আগামী প্রজন্মও দুর্নীতি করার আগে ১০০ বার ভাববে।'' রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, ইসকনের সন্ন্যাসীদের অপমান করা হয়েছে। ভোটব্যাঙ্ককে খুশি করতে এবং ভোট জিহাদদের এগিয়ে নিয়ে যেতে এমনটা করা হয়েছে।'' মঙ্গলবার বারাসত লোকসভা আসনের অন্তর্গত অশোকনগরের সভায় এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূলকে আক্রমণ করে মোদী সভায় বলেন, 'তৃণমূল বিধায়ক হিন্দুদের ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে। এখানের সন্তরা সেই ভুল শুধরে নেওয়ার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তৃণমূল সেই সন্তদেরই গালিগালাজ করেছে। মোদী বলেন, ' কুর্নিশ জানাই। আপনাদের নাগরিকত্ব পেতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সংবিধান এ অধিকার দিয়েছে। তৃণমূল কেন কোনও শক্তিই মোদীর সংকল্পকে নড়াতে পারবে না।''প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে আমি গ্যারান্টি দিয়ে যাচ্ছি, যারা দুর্নীতি করেছে, তাদের খুঁজে বার করব। গরিবের টাকা যারা লুট করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লুট হওয়া ১৭ হাজার কোটি টাকা মানুষকে ফেরত দিয়ে দিয়েছি। আপনাদের লুট হওয়া টাকাও ফেরত দেব। এটাই মোদী গ্যারান্টি। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বারংবার পিএম কেয়ার ফান্ডে দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়। তবে এদিন প্রধানমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর আমলে কেন্দ্রীয় স্তরে কোনও দুর্নীতি হয়নি। মোদী বলেন, আমি কেন্দ্রীয় স্তরে ১০ বছরে একটাও দুর্নীতি হতে দিইনি। যারা দুর্নীতি করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব। এনডিএ সরকারের আমলে কী কী কাজ হয়েছে, সেই খতিয়ানও এদিন তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

সংক্ষিপ্ত খবর

শীঘ্রই বর্ষা প্রবেশ করছে দেশে

কানপুর, ২৮ মে ঃ আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী কেরলে বর্ষা শুরু হতে পারে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। পাশাপাশি আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, লাক্ষাদ্বীপ, বঙ্গোপসাগর এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কিছু জায়গায় আগাম বর্ষার অনুকুল পরিবেশ রয়েছে। উল্লেখ্য, সাধারণত কেরলে বর্ষা শুরু হয় জুন মাসের পয়লা তারিখ নাগাদ। এবছর তা কিছুটা এগিয়ে আসতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়া দফতরের। বর্ষা শুরু হতে পারে ৩০-৩১ মে-র মধ্যে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী কেরলের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেই শুরু হতে চলেছে বর্ষা। তাদের অনুমান দিল্লি-উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থানে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বর্ষা শুরু হতে পারে ৮-১০ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ কেরলে বর্ষা আসার কিছুদিনের মধ্যে বর্ষা শুরু হতে পারে এই অঞ্চল গুলিতে। অন্যদিকে উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ ভাবে বর্ষা পৌঁছাতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারে কিছু অংশে ১৫ জুনের মধ্যে বর্ষা প্রবেশ করলেও গুজরাট এবং মধ্যপ্রদেশের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলিতে বর্ষা শুরু হবে ২০ জুন নাগাদ।

মানহানি মামলায় অতিশীকে সমন

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ আম আদমি পার্টির বিধায়কদের 'কেনার চেষ্টা' করা হচ্ছে, কয়েকমাস আগে বিজেপির বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দলের নেত্রী অতিশী। সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা প্রবীণশঙ্কর কাপুর। সেই মামলাতেই অতিশীকে সমন পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। বুধবারই তাঁকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাসকয়েক আগে অতিশী অভিযোগ করেছিলেন, দিল্লিতে ' আদমি পার্টির বিধায়কদের ' চেষ্টা' করছে বিজেপি। কেজরিওয়াল এবং অতিশীর এই অভিযোগের পরই তাঁদের বিরুদ্ধে বিজেপি নেতা প্রবীণশঙ্কর কাপুর মানহানির মামলা করেছিলেন। অতিশীর পাশাপাশি এই মানহানি মামলায় কেজরিওয়ালের নামও উল্লেখ করেছিলেন ওই বিজেপি নেতা। তবে আদালত শুধু অতিশীকেই সমন পাঠিয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবিলায় 'যোদ্ধাদের' কৃতজ্ঞতা মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ গত দুদিন ধরে দাপট দেখিয়েছে ঘুর্নঝড় রেমাল। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপকূলবর্তী এলাকা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উদ্ধারকারী দল। মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে রেমাল যোদ্ধাদের কৃতজ্ঞতা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখলেন, ' করব জয়'। মৃতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন তিনি। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস মতোই রবিবার গভীর রাতে বাংলাদেশ ও এরাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটা অংশে আছড়ে পড়েছিল রেমাল। যার জেরে রবিবার দিনভর বৃষ্টি চলছে রাজ্যজুড়ে। ঘূর্ণিঝড় যত ক্যানিংয়ের দিকে এগিয়েছে ততই বেড়েছে বৃষ্টি ও ঝড়ের গতিবেগ। উপকূলবর্তী এলাকায় আগেই বহু মানুষকে আগেই ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এদিকে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু ঘরবাড়ি। বহুমানুষ ছাদ হারিয়েছেন। সকলেরই আশ্রয় বলতে ত্রাণ শিবির। প্রতিমুহূর্তে দুর্গতদের পাশে ছিল উদ্ধারকারী দল। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে সেই রেমাল যোদ্ধাদের কৃতজ্ঞতা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, আমি ত্রাণের কাজ খুব কাছ থেকে দেখেছি। যারা এই বিপদে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমার তরফে কৃতজ্ঞতা। মৃতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সোমবার নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মসূচি বাতিল করে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছ'দফাতে তৃণমূলের ঝুলিতে ক'টা আসন? বড় ঘোষণা অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৮ মে ঃ নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে প্রচারে গিয়ে মঙ্গলবার বড় দাবি করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঘোষণা, লোকসভা ভোটের প্রথম ছ'দফাতেই জোড়-ফুল ২৩টি আসন পেয়ে গিয়েছে। বিজেপির ' অমিত শাহ দাবি করেছেন বাংলা থেকে এবার পদ্ম শিবিরের ৩০টি আসন পাকা। প্রধানমন্ত্রী মোদীরও দাবি বাংলা এবার বড় লাভ করবে বিজেপি। সেই প্রসঙ্গ টেনে এ দিন বিজেপিকে চ্যালেঞ্জও ছুঁড়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর দাবি, '৪ জুন আমার দাবি মিলিয়ে নেবেন।'। মঙ্গলবার অভিষেক বলেন, 'সংবাদমাধ্যমের বন্ধুরা এবং আরও অনেকে আমাকে ভোটের ফল সম্পর্কে আমার আনুমান জানতে চেয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন, আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূল ক'টা আসনে জিতবে। আমি বলেছিলাম, সঠিক সময়ে প্রকাশ করব।' এরপরই রাজ্যের শাসক দলের 'সেনাপতির সংযোজন, ' আমি বলতে চাই, পশ্চিমবঙ্গে গত ছ'দফায় ৩৩টি লোকসভা আসনের মধ্যে ভোট হয়েছে। ৯টি আসন এখনও বাকি আছে। তৃণমূল গত ছ'পর্বেই ২৩টি আসন অতিক্রম করে গিয়েছে। এটা আমার চ্যালেঞ্জ। ৪ জুন আমার দাবি মিলিয়ে নেবেন।'ভোটে ভরাডুবি নিশ্চিত জেনেই বিজেপি নেতারা এখন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দোষারোপ করতে শুরু করেছে বলে দাবি করেছেন অভিষেক। বলেছেন, ' কারণ, কেন্দ্রীয় বাহিনীও জানে যে ৪ জুন গণতান্ত্রিক জোট ইন্ডিয়ঞ্চ কেন্দ্রে সরকার গঠন করবে।' বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে অভিষেকের মন্তব্য, ' এখন- অফ দি এজেন্সি, বাই দি এজেন্সি অ্যান্ড ফর দি এজেন্সি। কিন্তু আমরা জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য।'

বিশেষ নজরে বসিরহাট, সপ্তম দফা ভোটের আগে ফের পুলিশে রদবদল কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ সানেই সপ্তম দফা নির্বাচন। তাই সেই সপ্তম দফা লোকসভা ভোটের আগে ফের রাজ্যের পুলিশ মহলে রদবদল হতে চলেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, তিন পুলিশ আধিকারিককে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই তথ্য জানানো হয়েছে। তাতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের দিকে। সেখানকার দুই পুলিশ আধিকারিককে সরানো হল ভোটের কাজ থেকে। তাঁদের বদলি হিসেবে বিকল্প নাম চেয়ে পাঠানো হয়েছে রাজ্যের কাছে। বুধবারের মধ্যে তা জানাতে হবে কমিশনকে। শনিবার, সপ্তম দফা ভোটে নতুন অফিসারদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জানা গিয়েছে, যে ৯টি কেন্দ্রে আগামী শনিবার, শেষ দফায় ভোট, তার মধ্যে দুই লোকসভা আসনের অন্তর্গত পুলিশ অফিসারদের বদলি করা হয়েছে। সুন্দরবনের পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও নলবথ, বসিরহাট পুলিশ জেলার অন্তর্গত

মিনাখাঁর এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খান এবং রহড়া থানার আইসি দেবাশিস সরকারকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর আগে প্রত্যেক দফা ভোটের আগেই কমিশনের তরফে কোনও না কোনও পুলিশ অফিসারকে ভোটের কাজ থেকে সরানো হয়েছিল। তা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপত্তিও জানিয়েছিলেন। একাধিক সভায় এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণ বলে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সপ্তম তথা শেষ দফাতেও সেই একইভাবে পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করল কমিশন। আর এ বিষয়ে তাদের বিশেষ নজরে বসিরহাট কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্র এমনিতেই স্পর্শকাতর। সন্দেশখালি ইস্যুতে এখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ উঠেছিল। তাই ১ জুন, এখনে ভোটের আগে মিনাখাঁর এসডিপিও এবং সুন্দরবনের এসপি-কে ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এখন কি হয় সেই দিকেইতাকিয়ে জনগণ।

ভোটপ্রচারে আদানি গোষ্ঠীর বদনাম, রাহুল-মোদির বিরুদ্ধে মামলা দিল্লি হাই কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ দিল্লি হাই কোর্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে একযোগে মামলা। বিরল এই ঘটনার নেপথ্যে আদানি গোষ্ঠী। লোকসভা ভোটের নির্বাচনী প্রচারে এই শিল্পগোষ্ঠীকে ' করার অভিযোগে মামলা হল মোদি-রাহুলের বিরুদ্ধে। দুই নেতার বিরুদ্ধে ভাষণে নিষেধাজ্ঞা জারির আর্জি জানিয়েছেন মামলাকারী। দিল্লি হাই কোর্টে রাহুল এবং মোদির বিরুদ্ধে ওই মামলা করেছেন সুরজি সিং যাদব। নিজেকে কৃষক এবং শেয়ার বাজারের একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সুরজিতের দাবি, শীর্ষ বিজেপি এবং কংগ্রেস নেতার বক্তব্যের জেরে আদানি গোষ্ঠীর বাজারমূল্যে প্রভাব পড়ছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বিনিয়োগকারীরা। মামলাকারীর অভিযোগ করেছেন, আদানি গোষ্ঠী সম্পর্কিত রাহুলের বক্তব্য বিকৃত। এর জেরে বিভ্রান্ত হচ্ছেন বিনিয়োগকারীরা। প্রায় একই ধরনের অভিযোগ মোদির বিরুদ্ধে। গত মাসে তেলঙ্গানার একটি জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন মোদি। সেখানে রাহুলকে নিশানা করে আক্রমণ শানান তিনি। প্রশ্ন তোলেন, পাঁচ বছর ধরে গলা ফাটিয়ে এখন আদানি আম্বানি নিয়ে রাহুলেরা রাতারাতি চুপ করে গেলেন কেন? আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁর প্রশ্ন ছিল, ভোটঘোষণার পর তিনিও কি এই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন? অন্যদিকে আদানি গোষ্ঠীকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া নিয়ে বারবার মোদিকে তোপ দেগেছেন রাহুলও। এই কাদা ছোড়াছুড়িতে আখেরে ক্ষতি হচ্ছে আদানি গোষ্ঠীতে বিনিয়োগকারীদের, এমনটাই দাবি ওই মামলাকারীর বলে জানতে পারা গিয়েছে।

প্যান-আধার লিঙ্কের সময় সীমা বৃদ্ধি করল আয়কর দফতর

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ সময়সীমা ৩১ মে। অর্থাৎ হাতে আর মাত্র তিনটে দিন। তার মধ্যেই প্যান-আধার লিঙ্ক সম্পূকরণ করতে হবে। না হলেই ঘোর বিপদ। অতিরিক্ত হারে টিডিএসের কাটা হবে। মঙ্গলবার সমাজ মাধ্যমে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আয়কর দফতর। আগামী ৩১ মে তারিখে প্যানের সঙ্গে আধার নম্বর লিঙ্ক করার সুযোগ শেষ হচ্ছে। সকলের কাছে এই ক'দিনের মধ্যে লিঙ্ক করে ফেলার আর্জি জানিয়েছে আয়কর দফতর। এক্সবার্তায় ভারতের আয়কর বিভাগ সকলকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, আগামী ৩১ মে-র মধ্যে প্যানের সঙ্গে আধার নম্বর লিঙ্ক না করা হলে অতিরিক্ত হারে টিডিএস বা ট্যাক্স ডিডাকশন অ্যাট সোর্স কাটা হবে। আয়কর দফতরের তরফে এক্সবার্তায় লিখা হয়েছে যে, 'করদাতাদের কাছে আবেদন। দয়া করে আপনারা ৩১ মে, ২০২৪-এর মধ্যে প্যানের সঙ্গে আধার কার্ডের নম্বর লিঙ্ক করুন। এটা করলে আপনাদের অতিরিক্ত হারে কর কাটা হবে না।' এর আগে গত ২৩ এপ্রিলও করদাতাদের প্যান-আধার লিঙ্ক করার কথা মনে করিয়ে একই কথা জানিয়েছিল আয়কর দফতর।

প্যান অর্থাৎ (পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর) হল আলফানিউমেরিক ১০টি সংখ্যা। যাতে ইংরেজি বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণ এবং কয়েকটি অঙ্কের সংখ্যা থাকে। ভারতের আয়কর দফতরে আবেদনের ভিত্তিতে প্যান কার্ড ইস্যু করা হয়। এর কোনও বয়সসীমা নেই। অন্যদিকে, আধার হল ১২ সংখ্যার একটি পরিচিতি নম্বর। একইভাবে ফর্ম পূরণ করে যে কোনও ভারতীয় বাসিন্দা আধারের আবেদন করতে পারেন ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছে। সেখানে বয়সের প্রমাণপত্র, ছবি, ঠিকানার প্রমাণপত্র দিতে হয়। আয়কর বিভাগ করদাতাদের জন্য প্যান ও আধার সংযোগ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। যাঁরা ৩১ মে-র মধ্যে এই সংযোগ করবেন না, তাঁদের অতিরিক্ত টিডিএস কাটা হবে। এছাড়া সংযোগ না করালে তাঁদের প্যান কার্ড নম্বর নিষ্ক্রিয় হতে পারে। সেক্ষেত্রে ট্যাক্স রিটার্ন দিতে সমস্যা পড়তে হতে পারে। কর রিফান্ডের ইস্যু সঙ্কটময় হতে পারে। বেতন, মেয়াদি জমায় সুদ থেকে উচ্চ হারে টিডিএস কাটা হবে।

নিউটাউন আবাসনের ট্যাঙ্কে বাংলাদেশে সাংসদের দেহাংশ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় নিউটাউনে আবাসনের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হল মাংসের টুকরো। মিলেছে প্রায় সাড়ে তিন কেজি ওজনের টুকরো করা মাংস। গায়ে মাখানো ছিল হলুদ। মিলেছে চুলও। এই মাংস বাংলাদেশ সাংসদদের কিনা তা ফরেনসিক তদন্ত করে দেখা হবে। মঙ্গলবার সকালেই সাংবাদিক বৈঠক করে বাংলাদেশ পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান হারুণ আর রশিদ জানিয়েছিলেন যে ফ্ল্যাটে সাংসদকে খুন করা হয়েছে সেখানকার সোয়ারেজ লাইন এবং সেপটিক ট্যাংক খুলে দেখা হবে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীরা আভাস পেয়েছিলেন যে সাংসদের দেহের টুকরো সেপটিক ট্যাঙ্কে থাকতে পারে।

ভূমিধসে বিধ্বস্ত পাপুয়া নিউ গিনিকে সাহায্যের আশ্বাস মোদির

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ পাপুয়া নিউ গিনিতে ভয়ংকর ভূমিধসে জীবন্ত সমাধি হয়েছে প্রায় ২০০০ জনের। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মঙ্গলবার সাহয্যের আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে সহানুভূতি প্রকাশ করে বার্তা দিলেন, মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত দেশটিকে সবরকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ভারত সরকার। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লেখেন, 'পাপুয়া নিউ গিনিতে ভূমিধসে অসংখ্য প্রাণহানী ও ক্ষয়ক্ষতির খবর শুনে আমি মর্মাহত। এই দুর্ঘটনায় যাঁদের মৃত্যু হয়েছে সেই পরিবারগুলির প্রতি আমার সমবেদনা পাশাপাশি যারা আহত হয়েছেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই দুর্ঘটনায় পাপুয়া নিউ গিনিকে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতায় ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।'

গত শুক্রবার পাপুয়া নিউ গিনির উত্তরাংশে বিরাট ভূমিধস নামে কাওকালাম গ্রামের উপর। যার জেরে রাতের অন্ধকারে মাটির নিচে চাপা পড়ে আস্ত একটি গ্রাম। সেখানকার সমস্ত বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। পাথরের নীচে চাপা পড়েন ২ হাজারেরও বেশি গ্রামবাসী। পাপুয়া নিউ গিনির বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর তরফে রাষ্ট্রসংঘকে চিঠি লিখে এই দুর্ঘটনার খবর জানায়। ধসের জেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফলে ব্যহত হয় উদ্ধারকাজ। রাষ্ট্রসংঘের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায় দেশটি। গত শুক্রবার পর্বতের একটা বিরাট অংশ ভেঙে পড়ে কাওকালাম গ্রামের উপর। সেখানকার সমস্ত বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। পাথরের নীচে চাপা পড়েছেন গ্রামবাসী। এমনকি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ করার রাস্তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে পাথর চাপা পড়ে। এখানেই শেষ নয়। পর্বত ভেঙে ধস ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ফলে ওই এলাকায় যেতে পারছেন না উদ্ধারকারীরা। ধসের নিচে চাপা পড়ে থাকা গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ বেঁচে থাকলেও তাঁদের উদ্ধার করা যাচ্ছে না। মৃতের সংখ্যা বাড়বে বলেই আশঙ্কা স্থানীয় প্রশাসনের। এহেন পরিস্থিতিতে সেনা-সহ একাধিক বাহিনীকে উদ্ধারকাজে শামিল করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও সুরাহা মিলছে না। তাই রাষ্ট্রসংঘের কাছে পাপুয়া নিউ গিনির আবেদন, আন্তর্জাতিক বন্ধুরা যেন এই পরিস্থিতিতে তাদের পাশে থাকেন। উল্লেখ্য, শুক্রবার ভয়াবহ এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানায় অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। কাওকালাম গ্রামটি পাপুয়া নিউগিনির রাজধানী পোর্ট মোরসবি থেকে ৬০০ কিমি উত্তরে অবস্থিত। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ধস নামে ওই গ্রামে। তখন গোটা গ্রামের মানুষ ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। ফলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল। পরে এই সংখ্যা বাড়বে বলেই অনুমান প্রশাসনের।

বিজেপিকে এবার আদালত অবমাননার নোটিশ ধরালো রাজ্যের শাসক দল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ মমতা 'সনাতন বিরোধী'! দলের এক্স হ্যান্ডেল থেকে কেন এখনও সরানো হয়নি বিজ্ঞাপন? বিজেপিকে এবার আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠাল তৃণমূল। সঙ্গে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককেও। স্রেফ ওই পোস্ট সরানো নয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনটাই জানা যায়। তৃণমূলে সূত্রে দাবি, আদালতের নির্দেশে হুঁশ ফেরেনি বিজেপির। দলের এক্স হ্যান্ডেলে মমতা 'সনাতন বিরোধী' বলে যে বিজ্ঞাপনটি পোস্ট করা হয়েছিল, সেই পোস্টটি সরানো হয়নি এখনও। সেকারণেই এই আদালত-অবমাননার নোটিশ। ঘটনাটি ঠিক কী? স্রেফ মিটিং-মিছিল নয়, ভোটের প্রচারে এখন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও দেয় রাজনৈতিক দলগুলি। বিজেপির দুটি বিজ্ঞাপনে আপত্তি জানিয়ে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল তৃণমূল। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে শোকজ করা হয়েছে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। এরপর মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। একটিতে 'দুর্নীতির মূল মানেই তৃণমূল', আর অন্যটিতে 'সনাতন বিরোধী তৃণমূল' স্লোগান ছিল। বিজেপির জোড়া নির্বাচনী বিজ্ঞাপনে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য জানান, যতদিন না পরবর্তী নির্দেশ দিচ্ছে আদালত, ততদিন ওই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না কোনও সাংবাদমাধ্যমে।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে বিজেপি। কিন্তু সেই মামলাটি খারিজ করে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী ও বিচারপরি কে ভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'বিজ্ঞাপনগুলি দেখে মনে হয়েছে তা খুবই অপমানজনক। আপনি বলতেই পারেন আপনি সেরা। কিন্তু তার জন্য আপনি আদালতকে জড়াতে পারেন না। আপনার প্রতিপক্ষ আপনার শত্রু নয়'।

রাজকোটের গেমিং জোন অগ্নিকাণ্ডঃ রাজস্থান থেকে গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত

আহমেদাবাদ, ২৮ মে ঃ গুজরাটের রাজকোটের গেমিং জোনে ভয়াবহ অগ্নকাণ্ডের ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম ধওয়াল ঠক্কর। সোমবার তাঁকে রাজস্থানের আবু রোডে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সেখানে ওই আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল ধওয়াল। গেমিং জোনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এই নিয়ে মোট চার জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।গত শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ইতিমধ্যে ২৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে ন'টি শিশুও ছিল। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই সিট গঠন করা হয়েছে। পুলিশ গেমিং জোনটির অন্যতম মালিক যুবরাজ সিং সোলাঙ্কি, রাহুল রাঠৌড় এবং ম্যানেজার নীতীশ জৈনকে গ্রেফতার করেছে। বাকি অংশীদারদের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাঁদের খোঁজ চলছে।বনসকাঁথার পুলিশ সুপার অক্ষয়রাজ মাকওয়ানা জানিয়েছেন, ধওয়াল কর্পোরেশনের স্বত্বাধিকারী ধওয়াল ঠক্কর, যেটি রেসওয়ে এন্টারপ্রাইজের পাঁচ অংশীদারের সঙ্গে টিআরপি গেম জোন পরিচালনা করেছিল, তাঁকে রাজস্থানের আবু রোড থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই নিয়ে মোট চার জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

মঙ্গলে বাড়লো সোনা-রুপোর দর

কলকাতা, ২৮ মে ঃ সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে কিছুটা বাড়লো সোনা ও রুপোর দাম। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ২০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬৬,৮৫০ টাকায়। আর ২২ ক্যারেট ১০০ গ্রাম সোনার দাম ২০০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬,৬৮,৫০০ টাকায়। অন্যদিকে ২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ২২০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৭২,৯৩০ টাকায়। ২৪ ক্যারেট ১০০ গ্রাম সোনার দাম ২২০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৭,২৯,৩০০ টাকায়। এছা।ও, ১৮ ক্যারেট ১০ গ্রাম সোনার দাম ১৭০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৫৪,৭০০ টাকায়। আর ১৮ ক্যারেট ১০০ গ্রাম সোনার দাম ১৭০০ টাকা বো বিক্রি হচ্ছে ৫,৪৭,০০০ টাকায়।পাশাপাশি, ১০ গ্রাম রুপোর দাম ৩৫ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৯৬৫ টাকায়। এছাড়া ১০০ গ্রাম রুপোর দাম ৩৫০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৯৬৫০ টাকায়।আর এক কেজি রুপোর দাম ৩৫০০ টাকা অবধি বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৯৬,৫০০ টাকায়।

দিল্লিতে চোখের হাসপাতালে আগুন, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ দিল্লির হাসপাতালে আবারও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এবার আগুন লাগলো পশ্চিম বিহার এলাকার একটি চোখের হাসপাতালে। দিল্লি দমকল বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, পশ্চিম বিহারের চোখের একটি বেসরকারি হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। হাসপাতাল থেকে লোকজনকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই।প্রসঙ্গত, এর আগে শনিবার রাতে পূর্ব দিল্লির বিবেক বিহার এলাকায় একটি শিশু হাসপাতালে আগুন লাগে। সেই হাসপাতালের যে ভবনে আগুন লেগেছিল, সেখান থেকে ১২ জন নবজাতককে উদ্ধার করা হয়। তাদের অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, চিকিৎসা চলাকালীন ৬ শিশুর মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক আরও ৬ শিশু।

পরোপকার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মধ্যে একটিঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ জনকল্যাণ অর্থাৎ পরোপকার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবার নতুন দিল্লিতে ব্রহ্মা কুমারীদের উদ্যোগে আয়োজিত একটি স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যকর সমাজের জন্য আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নের জাতীয় সূচনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জনকল্যাণের চেতনায় কাজ করা অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিকতার সামাজিক প্রকাশ।রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আরও বলেছেন, আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়নই প্রকৃত ক্ষমতায়ন। কোনও ধর্ম অথবা সম্প্রদায়ের অনুসারীরা আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হলে তাঁরা ধর্মান্ধতার শিকার হয় এবং অস্বাস্থ্যকর মানসিকতায় ভোগে। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সকল ধর্মের মানুষকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে। রাষ্ট্রপতির কথায়, বিশ্ব ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় ও দেশের ইতিহাস সর্বদা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। বিশ্ব ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষী যে, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র বস্তুগত উন্নতির পথ অবলম্বন করাই শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়কর প্রমাণিত হয়েছে।

হেমন্তের জামিন-আর্জির পরবর্তী শুনানি ১০ জুন, ইডি-কে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ

রাঁচি, ২৮ মে ঃঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের জামিন-আর্জির পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১০ জুন। ১০ জুনের আগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে ঝা।খণ্ড হাইকোর্ট। মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে হেমন্ত সোরেনের জামিনের আবেদনের শুনানি হয়।শুনানির সময় ইডি-র আইনজীবীকে আগামী ১০ জুনের মধ্যে হলফনামা দাখিল করতে বলেছে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১০ জুন ধার্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জমি কেলেঙ্কারি মামলায় অভিযুক্ত ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, এই মামলায় তিনি জামিনের আবেদন করেছেন ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে।

জেএমএম ও কংগ্রেস ঝাড়খণ্ডকে সব দিক থেকে লুট করছেঃনরেন্দ্র মোদী

দুমকা, ২৮ মে ঃঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের দুমকার নির্বাচনী জনসভায় মোদী বলেছেন, জেএমএম, কংগ্রেস, আরজেডি প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে। তাঁরা বলছে, মোদীকে সরাতে হবে। তাঁরা মোদীকে সরিয়ে দিতে চায়, যাতে আবারও দুর্নীতি করার সুযোগ পায়। আমি শুধু আপনাদের কাছে জানতে চাই, আপনারা কি কেলেঙ্কারি হতে দেবেন? জেএমএম এবং কংগ্রেস ঝাড়খণ্ডকে যে কোনও উপায়ে লুট করছে।জনসভায় উপস্থিত জনতাকে আশ্বস্ত করে মোদী বলেছেন, ৪ জুনের পর একটি নতুন সরকার গঠন হবে। নতুন সরকার গঠনের পর, আমি দরিদ্রদের জন্য আরও ৩ কোটি বা। তৈরি করব। মোদী আরও বলেছেন, ঝাড়খণ্ডে এখন অনুপ্রবেশকারীরাই সবথেকে বড় সংকট। আমাদের সাঁওতাল পরগণা অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অনেক এলাকায় আদিবাসীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে এবং অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বাড়ছে। আদিবাসীদের জমি কি অনুপ্রবেশকারীরা দখল করছে নাকি?প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ইন্ডি জোটের লোকজন ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের সংরক্ষণ দেয়... আমি ইন্ডি জোটের লোকজনকে বলতে চাই যতদিন মোদী বেঁচে থাকবে, ততদিন আপনারা আদিবাসী, দলিত, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর সংরক্ষণ ছিনিয়ে নিতে পারবেন না।

দিল্লির শিশু হাসপাতালে অগ্নিকান্ড-পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গেলেন জেলাশাসক

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ দিল্লির শিশু হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর কেটে গেছে দুদিন। অগ্নিকান্ড-পরবর্তী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার দিল্লির বিবেক বিহারের নিউ বর্ন বেবি কেয়ার হাসপাতালে গেলেন শাহদরার জেলাশাসক ঋষিতা গুপ্ত।উল্লেখ্য, শনিবার রাতে দিল্লির দমকল বিভাগের কন্ট্রোল রুমে খবর আসে যে, পূর্ব দিল্লির বিবেক বিহার এলাকায় একটি শিশু হাসপাতালে আগুন লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ১৬টি ইঞ্জিন। শুরু করা হয় উদ্ধারকাজ। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। হাসপাতালের যে ভবনে আগুন লেগেছিল, সেখান থেকে ১২ জন নবজাতককে উদ্ধার করা হয়। তাদের অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, চিকিৎসা চলাকালীন ৬ শিশুর মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক আরও ৬ শিশু। এই ঘটনায় সোমবার হাসপাতালের মালিক ও সেইসময়ে দায়িত্বে থাকা এক চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

স্কুলের শিক্ষকদের টিউশন বন্ধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে ৮ সপ্তাহ সময় দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃস্কুল শিক্ষকরা যে প্রাইভেট টিউশন করাতে পারবেন না কলকাতা হাইকোর্টের সেই নির্দেশ আগেই ছিল। তবে অভিযোগ উঠছে, এখনও স্কুল শিক্ষকরা জেলায় জেলায় প্রাইভেট টিউশন করাচ্ছেন। স্কুল শিক্ষা দফতরকে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবগণনমের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আগামী আট সপ্তাহের মধ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং জেলা স্কুল পরিদর্শককে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুল শিক্ষকেরা প্রাইভেট টিউশন করছেন, এই অভিযোগে ২০২১-এ ‘ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতি’র সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর দাস হাই কোর্টে মামলা করেন। সমিতি জানাচ্ছে, ২০২৩-এর ১ মে মামলার শুনানির পরে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ওই শিক্ষকদের টিউশন বন্ধের জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে তিন মাসের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। স্কুলের শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন করছেন না বলে পর্ষদ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে মুচলেকা চায়। সমিতির অভিযোগ, মুচলেকা দেওয়ার পরেও শিক্ষকরা টিউশন করছেন। গত ডিসেম্বরে ফের আদালত অবমাননা মামলা করেন সমিতি।দীপঙ্কর বলেন, ‘ এ বার আদালত পর্ষদ এবং সমস্ত জেলা স্কুল পরিদর্শকদের নিয়ে একটা কমিটি করতে বলেছে স্কুল শিক্ষা দফতরকে। প্রধান শিক্ষকদের মুচলেখা ঠিক কিনা এবং কী করে এই প্রাইভেট টিউশন বন্ধ হবে সে সম্পর্কে একটা রিপোর্ট আট সপ্তাহের মধ্যে হাই কোর্টকে জমা দিতে হবে।’’সমিতির আইনজীবী এক্রামুল বারি বলেন, ‘ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুল শিক্ষকেরা প্রাইভেট টিউশন করছেন। টিউশন বন্ধ করার জন্য যে পরিকাঠামো দরকার, তা না থাকায় সরকার ব্যবস্থা নিতে পারছে না।’’ সমিতির তরফে অভিজিৎ প্রামাণিক বলেন, ‘ জেলা স্কুল পরিদর্শক ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ছাড়া প্রয়োজনে জেলাশাসকের সাহায্য নিয়ে এই প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করুক স্কুল শিক্ষা দফতর।’’ স্কুল শিক্ষা দফতরের এক কর্তা বলেন, ‘ আদালতের নির্দেশ পেয়েছি। কী ভাবে তাকার্যকর করার রূপরেখা তৈরি করা হবে।’’

সন্দেশখালির বাঁধের বিরাট ক্ষতি করেছেন শাহজাহান!ফের কাঠগড়ায় শাহজাহান শেখ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালির ‘ বাঘ’ শেখ শাহজাহানের (Sheikh Shahjahan) বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ভুরি ভুরি। এর মধ্যে অন্যতম হল বলপূর্বক চাষের জমি নিয়ে নোনা জল ঢুকিয়ে তা মাছের ভেড়ি করে দেওয়া। এর ফলে চরম ক্ষতি হয়েছিল সেখানকার বাঁধের (ত্তজ্বড্ড)। স্থানীয় বাসিঃদারা এই বিষয়ে একেবারে ভালোরকম অবগত ছিলেন। সেই কারণেই ঘূর্ণিঝ। রেমাল আসছে শুনে ভয়ে বুক কেঁপে উঠেছিল তাঁদের।। শেষে ঝড় গতিপথ বদলে ফেলায় আপাতত স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য, আবার কবে যে ঝড় আসবে, আর বাঁধ ভাঙবে, কে জানে! তাঁদের কথায়, কতটা ক্ষতি যে গোটা এলাকার করে গিয়েছে শাহজাহান, সেটা শুধু আমরা জানি।স্প্রান্তিক মানুষজনের মতো ভয়টা লুকিয়ে ছিল স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মনেও। যদি জলের তোড়ে মাটির বাঁধ ভাঙে, তা হলে জবাবদিহি করতে হবে তাঁদেরই। ২০০৯ সালে আয়লার পর থেকে সুন্দরবনে যে কংক্রিটের নদীবাঁধ হওয়ার কথা ছিল, তার কাজ এগিয়েছে সামান্যই। তাই ভোটের মধ্যে বড় বিপর্যয় হলে তার ধাক্কা ভোটবাক্সে কী ভাবে, কতটা পড়বে, তা নিয়ে আশঙ্কা থাকাটা স্বাভাবিক, বলছেন এক স্থানীয় নেতা। বিশেষ করে ভোট যখন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই এলাকাতেই। সুন্দরবনের এক তৃণমূল নেতার কথায়, একেবারে ভোটের মুখে বাঁধ ভেঙে বড় কোনও বিপর্যয় ঘটে গেলে বহু প্রশ্নের মুখে পড়তে হত। তেমন কিছু না ঘটায় খানিকটা নিশ্চিন্ত!স্সঃেদশখালি থানার মণিপুর পঞ্চায়েতের তালতলা এলাকার বাসিন্দা সতীশ সর্দার, বিনয় সর্দার, যদু খামরুদের সঙ্গে। দরিদ্র পরিবারগুলি থাকে রায়মঙ্গল নদীবাঁধের পাশেই। সকলেরই কাঁচা বাড়ি। সতীশের কথায়, বাঁধের অবস্থা সারা বছরই খারাপ থাকে এই এলাকায়। গত রবিবার রাতে যখন জানলাম, বাঁধ ভাঙেনি, কিছুটা স্বস্তি পেলাম। তাঁরা অবশ্য জানালেন, দ্রুত কংক্রিটের বাঁধ তৈরি করা দরকার। স্থানীয় অনেকে জানালেন, তালতলা থেকে গোপালের ঘাট পর্যন্ত বেশ কয়েক কিলোমিটার নদীবাঁধের পাশে গত কয়েক বছর ধরে বহু মানুষ অবৈধ ভাবে মাছের ভেড়ি তৈরি করেছেন। ফলে বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাঁধে মাটি দিতে গেলে সেই মাটি পেতেও সমস্যা হয়।সেচ দফতর সূত্রের খবর, বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জে যত নদীবাঁধ আছে, তার মধ্যে ৬-৭ শতাংশ কংক্রিটের। বাকি সবই মাটির। মণিপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান প্রসেনজি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, প্রায় তিন কিলোমিটার রায়মঙ্গল নদীবাঁধ কংক্রিটের করার কাজ হচ্ছে। তবে এখনও প্রায় ৯ কিলোমিটার রায়মঙ্গল নদী বাঁধ কংক্রিটের করা দরকার। তিনিও বলেন, বাঁধের পাশে বহু মানুষ মাছের চাষ করছেন অবৈধ ভাবে। ফলে বাঁধ দুর্বল হয়ে যায়। প্রশাসনিক ভাবে কা। পদক্ষেপ করে এ সব বন্দ করা দরকার।কর্ণখালি গ্রাম-সহ বিভিন্ন গ্রামে নদীবাঁধের পাশেই গত কয়েক বছর ধরে গজিয়ে উঠেছে মাছের ভেড়ি। জেলিয়াখালি পঞ্চায়েত এলাকার পিঁপড়ে খোলিতেও নদী বাঁধের পাশে কয়েকশো বিঘা জমি জু। মাছ চাষ হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। স্থানীয় মানুষের দাবি, ‘প্রভাবশালীদের এ হেন বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে মুখ খোলে না কেউ। বাঁধের ক্ষতি হচ্ছে জেনেও নড়ে বসে না পুলিশ-প্রশাসন।বসিরহাট সেচ দফতরের আধিকারিক রানা চট্টোপাধ্যায় বলেন, পদক্ষেপ করা হয়। তবে এই নিয়ে এখন বেশি কথা বলা যাবে না, বাঁধ নিয়ে ব্যস্ত আছি।

স্ট্রং রুম থেকে ইভিএম বদলের অভিযোগ,রিপোর্ট তলব করল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ এবারের লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় আকর্ষণীয় যে কেন্দ্রগুলি রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর। এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন- সৌমিত্র খাঁ এবং তাঁর বিপক্ষে তৃণমূলের প্রার্থী হলেন- তাঁরই প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল। দুজনেই জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। গত শনিবার ষষ্ঠ দফায় ভোট হয়েছে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে। ভোট এখানে মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে হলেও এবার এই কেন্দ্রের স্ট্রং রুম থেকে ইভিএম পরিবর্তনের চেষ্টার মতো গুরুতর অভিযোগ উঠল। এমন অভিযোগ করেছেন, খোদ বিজেপি প্রার্থী। তারপরেই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই এবিষয়ে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। সৌমিত্র খাঁ অভিযোগ তুলেছেন, বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের স্ট্রং রুম থেকে ইভিএম মেশিনগুলি বদলানোর চেষ্টা চলছিল। তবে তিনি সেখানে পৌঁছে যাওয়ায় সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। খোদ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং আইসির বিরুদ্ধে এই কাজ করার অভিযোগ তুলেছেন তিনি।ড্ডআগামী ৪ জুন ভোট গণনা। বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের ইভিএম মেশিনগুলি রাখা হয়েছে কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের স্ট্রং রুমে। সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। আর বাইরে রয়েছে রাজ্য পুলিশ। সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া রয়েছে স্ট্রং রুম। তবে সৌমিত্র খাঁ অভিযোগ করেছেন, পুলিশের যেখানে যাওয়ার কথা নয় সেই দরজার কাছে চলে গিয়েছিল তারা। আসলে সিসিটিভি লাগানোর নাম করে ইভিএম বদলানোর চেষ্টা করছিল। এর জন্য সিআইএসএফের এক আধিকারিকের সঙ্গে অনেক লক্ষ টাকার ডিল হয়েছে বলে সৌমিত্র অভিযোগ তোলেন। তাঁর কথায়, ‘ আর ১ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলে খেলা শেষ হয়ে যেত।’এরপরে এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ‘ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর কেন্দ্রে হারের ভয়ে অনৈতিক উপায় অবলম্বন করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।’যদিও তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের পালটা দাবি, রবিবার পর্যন্ত নিজে ছিলেন সৌমিত্র খাঁ । কোনও অভিযোগ করলেন না। আর যখন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন, যে তিনি হারছেন তখন ভয়ে তিনি অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগ

গাঙ্গুলিবাগানে সিপিএম কর্মীকে ‘মার’ টিএমসি-র,অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরলেন সৃজন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত শনিবার নির্বাচন রয়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে। তার আগে আবারও আক্রান্ত সিপিএম। অভিযোগ উঠল, এক সিপিএম কর্মীকে বেধড়ক মারধর করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা। সেই খবর কানে যেতেই অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরলেন সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। তুলে দিলেন পুলিশের হাতে।ভোট দুয়ারে। স্বাভাবিকভাবেই চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেই ব্যস্ততা তুঙ্গে। জানা গিয়েছে, গত সোমবার রাতে এক বামকর্মী পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে খাবার কিনতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় গাঙ্গুলিবাগান এলাকায় তাঁর পথ আটকায় তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা। ওই বামকর্মীকে এজেন্ট হিসেবে বুথে বসতে বারণ করে বলে দাবি। তিনি তা শুনতে রাজি হননি। এর পরই বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। অভিযোগ, সেই সময় ওই বামকর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। আহত অবস্থায় তাঁকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। হাসপাতাল চত্বরে এক অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরেন যাদবপুরের বামপ্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য (Srijan Bhattacharya)। অভিযুক্তের হাত ধরে রেখে থানায় ফোন করেন তিনি। পুলিশের সঙ্গেও বচসায় জড়ান সৃজন। পরবর্তীতে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভোটের মুখে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রবল ক্ষুব্ধ বাম শিবির। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে সৃজন।

অগ্নিপথ প্রকল্প জাতীয় সুরক্ষা জন্য হুমকি

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে অগ্নিপথ প্রকল্প প্রসঙ্গে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানালেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। তাঁর দাবি, অগ্নিপথ প্রকল্প আসলে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি হুমকি। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে এক্স-এ লেখেন, এটি নিয়োগ পদ্ধতিকে সঙ্কুচিত করছে। এই অগ্নিপথ প্রকল্প আগামী দিনে দেশের নিরাপত্তার বিষয় আপস করবে বলে মনে করেন তিনি। এই মিডিয়া রিপোর্টের উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিয়েছেন জয়রাম রমেশ।

পাপুয়া নিউ গিনিতে ভূমিধসে মৃত্যুতে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী, সমর্থন ও সহায়তার আশ্বাস মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ পাপুয়া নিউগিনিতে ভূমিধসে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দুঃসময়ে পাপুয়া নিউগিনির জনগণকে সমর্থন ও সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মঙ্গলবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, পাপুয়া নিউ গিনিতে বিধ্বংসী ভূমিধসে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির জন্য গভীরভাবে ব্যথিত।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও লেখেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ভারত সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা ও সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত। প্রসঙ্গত, পাপুয়া নিউগিনিতে ভয়াবহ ভূমিধসে ২০০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা প্রচুর।

ফের তৎপর ইডি, সল্টলেক ও রাজারহাটে অভিযান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার

কলকাতা, ২৮ মে ঃ ফের তপর হয়ে উঠল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পাটনার একটি ব্যাঙ্ক প্রতারণার মামলায় মঙ্গলবার সকালে অভিযানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সল্টলেক ও রাজারহাটে দু'টি বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।রাজারহাটে ভাটিন্ডা এলাকায় এক হোটেল ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডি। সল্টলেকের মহিষবাথানে সংস্থার ডিরেক্টরের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে খবর, ব্যাঙ্ক প্রতারণায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর পুরী, ভুবনেশ্বর ও দার্জিলিংয়ে একাধিক হোটেল রয়েছে।

এগিয়ে আসছে আত্মসমর্পণের দিন, কেজরির আর্জির জরুরি শুনানিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ ৭-দিন বাড়ানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।জরুরি ভিত্তিতে কেজরিওয়ালের এই আবেদন শুনানির জন্য শীর্ষ আদালতে উল্লেখ করেন তাঁর আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। কিন্তু, কেজরিওয়ালের আর্জির জরুরি শুনানিতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট।উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ ৭ দিন বাড়াতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আবগারি দুর্নীতি মামলায় ধৃত কেজরিওয়ালকে সুপ্রিম কোর্ট পয়লা জুন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছিল এবং ২ জুন তাঁকে আবার আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। কিন্তু, এই অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ আরও ৭ দিন বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন কেজরিওয়াল।

মোদীর বিদায়ের পালা, ৪ জুন আমাদের সরকার গঠন হবেঃলালুপ্রসাদ যাদব

পাটনা, ২৮ মে ঃ আগামী ৪ জুন ইন্ডি জোটের সরকার গঠন হবে দেশে। মঙ্গলবার এমনই দাবি করলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। একইসঙ্গে কটাক্ষ করে লালু বলেছেন, মোদীর এবার বিদায়ের পালা। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লালুপ্রসাদ যাদব বলেছেন, আমরা শীঘ্রই ফলাফল জানতে পারব। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবার বিদায় নেবেন।লালুপ্রসাদ যাদব এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কটাক্ষ করে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলছেন, তিনি জৈবিক নন, তিনি একজন 'অবতার'। লালুকে প্রশ্ন করা হয় ৪ জুন ভোটের ফল ঘোষণার দিন কী হবে, উত্তরে আরজেডি প্রধান বলেন, আমাদের সরকার ৪ জুন গঠিত হবে।

পদ্মশ্রী প্রাপককে প্রাণনাশের হুমকি মাওবাদীদের

নারায়ণপুর, ২৮ মে ঃপদ্মশ্রী প্রাপককে প্রাণনাশের হুমকি দিলো মাওবাদীরা। মাওবাদীদের কাছ থেকে প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে পদ্মশ্রী বৈদ্যরাজ হেমচাঁদ মাঁঝি নিজের পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সোমবারই। এবার বললেন চিকিৎসাও ছেড়ে দেবেন।তিনি বলেন, মাওবাদীরা মনে করে এটা আমি উপঢৌকন হিসেবে নিয়েছি। কিন্তু আমি এটাই বলতে চাই, আমি কোনো উপঢৌকন নিইনি। তিনি আরও বলেন, মাওবাদী হামলায় পরিবারের এক সদস্যকে আগেই হারিয়েছি আমি। মিথ্যা অভিযোগে কোনও কারণ ছাড়াই আমার ভাইপোকে হত্যা করেছিল মাওবাদীরা। পরিবারের কাউকে আর হারাতে চাই না। নতুন করে ফের মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়েছে পরিবারের উপর। যার জেরেই ‘পদ্মশ্রী পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে চাই আমি। পাশাপাশি তিনি বলেন, এমন হলে চিকিৎসাও ছেড়ে দেবেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, মাওবাদীরা প্রশ্ন করছে কীভাবে এই পুরস্কার পেলাম আমি? আমি অবশ্য তাঁদের কাছে বলার প্রয়োজন বোধ করিনি যে আমার কাজের জন্যই এই পুরস্কার।

রেমাল-দুর্যোগের রাতে সুন্দরবনে হাসপাতালে ডাক্তার-অক্সিজেন মেলেনি হাসপাতালে, মৃত্যু শিশুর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ দুর্যোগের দিনই সদ্যোজাতর শ্বাসকষ্ট। তাও আবার সুন্দরবনে। কিন্তু সে সন্তানকে রাখতে পারলেন না মা। নেপথ্যে উঠল সুন্দরবন হাসপাতালের চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ। আর তা নিয়ে শোরগোল। অভিযোগ, সদ্যোজাতর শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছিল। হাসপাতালে ভর্তির পরও শিশুর শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে হাসপাতালে মেলেনি কোন চিকিৎসক। এমনকি বিদ্যুৎ না থাকায় চালানো হয়নি জেনারেটরও। ফলে অক্সিজেন এবং নেবুলাইজার না দিতে পারায় শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে। মৃত শিশুর বাবা লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন হাসপাতাল সুপারের কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অংশুমান বসু বলেন, ‘ ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি তদন্ত করে কেউ যদি দোষী হয়ে থাকেন, তাঁর যথাযথ শাস্তির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাব।’’ ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়ন্ত সুকুল বলেন, ‘ বিষয়টি শুনেছি। বাচ্চাটিকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নেবুলাইজারের গ্যাস দিতে দেরি হয়েছিল শুনলাম। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।’’প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাগরের খানসাহেব আবাদ এলাকার বাসিন্দা শিবশঙ্কর মোহতার মেয়ে তুলিকা। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে এ দিন সকালে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অভিযোগ, হাসপাতালে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে শিবশঙ্কর দেখেন, জরুরি বিভাগে চিকিৎসক নেই। মেয়ের তখন অক্সিজেন প্রয়োজন।শিবশঙ্করের দাবি, হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির এক কর্মী জানান, দুর্যোগের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। ফলে, অক্সিজেন দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি শিবশঙ্করদের বাইরে থেকে নেবুলাইজারের ওষুধ কিনে আনতে বলেন। এও বলেন, বাইরে থেকে কিনে আনলেও তা দিতে সময় লাগবে। শিবশঙ্করের অভিযোগ, হাসপাতালে জরুরি ব্যবস্থা থাকলেও তা ব্যবহার করা হয়নি। আধ ঘণ্টা পরে চিকিৎসক এসে চিকিৎসা শুরু করার আগেই তুলিকা মারা যায় বলে তাঁর দাবি। অভিযোগ, মেয়েটি মারা যাওয়ার পরে জেনারেটর চালু করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।ঘূর্ণিঝড় রেমাল মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফে জরুরি ব্যবস্থায় জেনারেটর থাকার কথা। সেখানে ওই হাসপাতালে জেনারেটর থাকলেও সময়ে তা ব্যবহার করা হয়নি কেন, সেই প্রশ্ন উঠেছে। এর আগেও সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে নানা অভিযোগ সামনে এসেছে। শিবশঙ্কর বলেন, ‘ বিনা চিকিৎসায় মেয়েটা মারা গেল। এর জন্য দায়ী কে? আর কত দিন সাগরের বাসিন্দাদের কপালে এই পরিষেবা জুটবে!’’ তিনি জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সব জানানো হয়েছে। শিবশঙ্করের আক্ষেপ, ‘ আর যেন বিদ্যুতের অভাবে কারও প্রাণ না যায়।’’

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৯ মে মার্ট ঃবুধবার, ১৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ১৫ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৫ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৭শতকরা এবং ৯০শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -৭টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০১মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কাউকে প্রভাবিত করার জন্য বেশী খরচ করবেন না। সংসারে শান্তি। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। শুভদিন **মিথুন রাশিঃ**বাড়ির চিন্তায় আপনি আশঙ্কিত থাকবেন। যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। সন্তান হবে। **কর্কট রাশিঃ**একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। আপনার সন্তানের জন্য কিছু পরিকল্পনা করার পক্ষে সেরা দিন।।। **সিংহ রাশিঃ**যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন।।।**কন্যা রাশিঃ**যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন। **তুলারাশিঃ**আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। বিবাহের যোগ হবে । **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব হবে আজ। **ধনু রাশিঃ**কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। শুভ দিন। **মকর রাশিঃ**আপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। সংসারে শান্তি। **কুম্ভ রাশিঃ**যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। । **মীন রাশিঃ**আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ, আপনাকে এমন বন্ধুরা থেকে দূরে থাকা দরকার যারা আপনাকে অর্থ ঋণ দিতে বলে এবং তারপরে এটি ফেরত দেয় না।

ভোটকর্মীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনে স্পেশাল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৮ মে ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিয়োজিত বিপুল সংখক ভোটকর্মীর যাতায়াতের সুবিধার্থে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন ১লা জুন এবং ২রা জুনের মধ্যরাতে ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং এবং নামখানা থেকে শিয়ালদহ (সাউথ) এর উদ্দেশ্যে কিছু স্পেশাল EMU ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নামখানা - শিয়ালদহ স্পেশাল ১লা জুন রাত ১১,৪৫ মিনিটে নামখানা থেকে ছেড়ে ২রা জুন রাত ০২,২০ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছবে। ডায়মন্ড হারবার শিয়ালদহ স্পেশাল ২রা জুন রাত ০১,০০ টায় ডায়মন্ড হারবার থেকে ছেড়ে রাত ০২,২৭ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছবে। ক্যানিং - শিয়ালদহ স্পেশাল ২রা জুন রাত ০১,০০ টায় ক্যানিং থেকে ছেড়ে রাত ০২,০৫ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনগুলি হল্ট এবং ফ্ল্যাগ স্টেশন সহ সমস্ত স্টেশনেই থামবে। এছাড়াও, ৩৪১৬৫ বজবজ - শিয়ালদহ EMU লোকাল ২রা জুন রাত ১২,০৫ এর পরিবর্তে রাত ১২,৩০ টায় বজবজ থেকে ছাড়বে।

পূর্ব রেলের হাওড়া মেইন লাইনে ব্যাহত ট্রেন পরিষেবা

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,২৮মেঃপূর্ব রেলের হাওড়া মেইন লাইনে ব্যাহত ট্রেন পরিষেবা।ডাউন লাইনে বন্ধ ট্রেন চলাচল।লোকাল ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় বিপত্তি।লিলুয়া স্টেশনের কাছে ঘটনা।পূর্ব রেলের মুখ্য জন সংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান সকাল ৭.১০ নাগাদ শেওড়াফুলি থেকে আসা একটি খালি লোকাল ট্রেনের একটি কামরা লিলুয়া স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়।যার জেরে ট্রেন চলাচল ব্যাহত।ঘটনাস্থলে রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা পৌঁছেছেন।লাইনচ্যুত কামরা তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের প্রভাব পড়ল সবজি চাষের উপর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৮ মে ঃ রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে নাজেহাল ছিল দক্ষিণবঙ্গবাসী। মঙ্গলবার সকাল থেকে বদলেছে পরিস্থিতি। রোদের চওড়া হাসি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু রেমাল গিয়েও যেন যাচ্ছে না। তার প্রভাব এবার পড়ল সবজি চাষের উপর। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সবজি। কমছে জোগান। ফলত, সবজি কিনতে গিয়ে যে মধ্যবিত্তর পকেটে ছেঁকা লাগতে পারে সে কথা অস্বীকার করছেন না কৃষকরা। আগামী একমাস ফলন কমতে পারে সবজির। রেমালের জেরে টানা দু'দিন ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। হুগলিতে মূলত পটল, বরবটি, বিন, কড়লা, ঝিঙে, নোটেশাক,ঢেড়শ চাষ হয়ে থাকে। জেলাজুড়ে প্রায় ১২ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয় সবজি। অন্যদিকে, এই সময় তিল ও বাদামের চাষ হয় জেলায়। তবে টানা বৃষ্টির জেরে সেই সবজিই এবার পচনের মুখে। এক কৃষক বলেন, কচাই গাছের ফুল ঝড়ে গেল ঝড়ের জন্য। পাতা ঝরে গেল। ফলন হল না। তারপর আবার চড়া রোদ হচ্ছে। আর এই রকম হতে থাকলে ফলনের জোগান কমবে।

পুকুর থেকে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধের দেহ, চাঞ্চল্য ছড়াল বারুইপুরে

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৮ মে ঃ অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধের দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে। মঙ্গলবার সকালে বারুইপুর থানা এলাকার কাটাখালে একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয় এক বৃদ্ধের দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বারুইপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বৃদ্ধের পরিচয় জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ কেউ জানিয়েছেন, ওই বৃদ্ধকে আগেও ওই এলাকায় দেখেছেন। অনেকেই তাঁকে খাবার খেতে দিতেন। দু'চার দিন আগেও ওই বৃদ্ধকে এলাকায় দেখা গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। বাইরে থেকে বৃদ্ধের শরীরে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। কোনও ভাবে জলে পড়ে মৃত্যু, না কি অন্য কোনও ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বারুইপুর থানার পুলিশ সূত্রে খবর।

হাসনাবাদে বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করার দাবিতে রাস্তা অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ২৮ মে ঃ মঙ্গলবার সকালে হাসনাবাদের বরুনহাট গৌড়েশ্বর ব্রীজের সম্মুখে, বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। রেমাল চলে গেলেও তার ফল ভুগতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের, রেমালের পর থেকে বিদ্যু পরিষেবা বন্ধ হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা এলাকার বরুনহাট সংলগ্ন এলাকায়। ফলত সমস্যায় পড়েছেন গ্রামের মানুষজন।সমস্যা থেকে নিস্তার পেতে বিভিন্ন আবেদন নিবেদনেও কাজ হয়নি তাই অগত্যা বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন তারা। বিক্ষোভকারীরা বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেই এই ধরনের অচলাবস্থা তৈরি হয়। দ্রুত কোন পদক্ষেপই নেওয়া হয় না হিঙ্গলগঞ্জ পাওয়ার সাপ্লাই এর পক্ষ থেকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও স্বাভাবিক সময়েও এই ধরনের বিদ্যু বিভ্রাটে তাদের ভুগতে হয় বলেই জানান তারা। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল করার দাবি জানান তারা।এদিন বিদ্যু দপ্তরের কর্মীদের গাড়িকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ)দেখান বিক্ষোভকারীরা। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে পরবর্তী ক্ষেত্রে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানান তারা।পাশাপাশি স্থানীয় বাজার এলাকায় জাম্পিং স্টেশান তৈরির ও দাবি করেন গ্রামবাসীরা।

লিলুয়ায় লাইনচ্যুত হল খালি ইএমইউ লোকাল, বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ মে ঃ লিলুয়ায় লাইনচ্যুত খালি ইএমইউ লোকাল। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা। এর জেরে মঙ্গলবার সকালে পূর্ব রেলের হাওড়া মেন লাইনে ব্যাহত হয় ট্রেন পরিষেবা। ডাউন লাইনে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। শেওড়াফুলি থেকে আসা খালি লোকাল ট্রেনের একটি কামরা লাইনচ্যুত হয়। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৭-০৫ মিনিট নাগাদ শেওড়াফুলি থেকে হাওড়া যাওয়ার ওই খালি ইএমইউ লোকাল ট্রেন লিলুয়া স্টেশনে লাইনচ্যুত হয়। ঘটনাটি ডাউন মেইন লাইনে ঘটে বলে জানা গেছে। পিছনের দিক থেকে ট্রেনটির চার নম্বর কামরা লাইনচ্যুত হয়। ওই ট্রেনে কোনও যাত্রী ছিলেন না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেলকর্মীরা। সেখানে পৌঁছায় অ্যাক্সিডেন্ট রিলিফ ট্রেনও। জানা গেছে, হাওড়া অভিমুখে ডাউন লাইনে লাইনচ্যুত হয় ট্রেনটি। ডাউন লাইন থেকে রিভার্স লাইনে যাওয়ার সময়ই একটি বগির চাকা লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনার কারণে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। লোকাল এবং দূরপাল্লার একাধিক ট্রেনকে পাশের লাইন দিয়ে চালানো হয়। এই দুর্ঘটনার জেরে হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় বেশ কিছুক্ষণ ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে একাধিক ট্রেন। বেলুড় পর্যন্ত কর্ড লাইন দিয়ে মেন লাইনের ট্রেন চালিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তিনটি আপ হাওড়া-ব্যান্ডেল লোকাল ও তিনটি ডাউন ব্যান্ডেল-হাওড়া লোকাল এবং কর্ড লাইনে এক জোড়া হাওড়া-চন্দনপুর লোকাল এদিন বাতিল হয়। রেল সূত্রে আরও জানা গেছে, এদিন সকাল ৭.০৫ মিনিট নাগাদ একটা

খালি ইএমইউ রেক শেওড়াফুলি থেকে হাওড়া আসছিল। ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে লিলুয়ার ডাউন মেন লাইন এবং ট্রেন ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়ার লাইনে প্রভাব পড়ে। এছাড়াও আপ মেন লাইন আটকে যায়। ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল সকাল ৮-১৮ মিনিট পর্যন্ত বন্ধ থাকে। আপ হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন ব্যবহার করে আপ মেইন লাইন ট্রেন বেলুড় পর্যন্ত যাচ্ছিল। সেখান থেকে মেন লাইনের ট্রেন স্বাভাবিক পথে যায়। বেলা ১১-০২ নাগাদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শেষ হলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৩০১০ ডাউন দুন এক্সপ্রেস, ১৩০২০ ডাউন বাগ এক্সপ্রেস এবং ১৫৭১২ ডাউন কাটিহার হাওড়া এক্সপ্রেস কিছুক্ষণের জন্য দেরিতে ছাড়া হয়। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, ঘটনার পর দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলে। লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ নির্ধারণের জন্য একটি বিশদ তদন্ত করা হচ্ছে। যাত্রী ও রেল কর্মীদের নিরাপত্তা রেলের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এদিন ট্রেনের গতিবেগ কম থাকায় এবং ট্রেনটি খালি থাকায় বড় ধরনের বিপদ এড়ানো গিয়েছে।

তৃণমূলের ক্ষুব্ধ দম্পতির রাগ ভাঙালেন অভিষেক, ফের নামছেন প্রচারে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ মে ঃ মঙ্গলবার থেকে পুরোদমে তৃণমূলের হয়ে প্রচারে নামছেন মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডল ও তাঁর স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। শেষ পর্যন্ত সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে বরফ গলল। তৃণমূলের অন্দরে বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা আয়োজনের দায়িত্ব তুলে দেওয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই সভায় যাননি দু'জন। সেই প্রেক্ষিতেই দু'জনের বিরুদ্ধে 'বিজেপির ঘনিষ্ঠতা'র অভিযোগ ওঠে। শনিবার হাড়োয়ায় বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের সমর্থনে আয়োজিত জনসভা থেকে মমতা বলেছিলেন, ' বিধায়ক থাকবেন, কিন্তু মিটিংয়ে আসবেন না, তা চলবে না! যতক্ষণ না ক্ষমা চেয়ে পায়ে ধরবে, তত ক্ষণ ঊষারানি মণ্ডলকে আমরা মানি না! মানি না! মানি না! ওর সঙ্গে

আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনাদের মতো লোক চাই না! আপনি স্বামীকে নিয়ে দলটাকে বেচে দেবেন? এটা মানব না!'' মুখ্যমন্ত্রীর ওই বক্তব্যের পর দু'জনেই ভোটের প্রচারপর্ব থেকে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু রবিবার রাতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের দফতর থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সোমবার তাঁদের ডেকে পাঠানো হয় অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের দফতরে। ঊষারানি ও মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন অভিষেক। তৃণমূল সূত্রের খবর, উভয়কেই অবিলম্বে ভোটের প্রচারে নামতে নির্দেশ দেন তিনি। জানিয়ে দেন, কোনও সমস্যা হলে বিষয়টি নিজে দেখবেন। কিন্তু আপাতত সব ' ভুলে মিনাখাঁ বিধানসভা থেকে বসিরহাটের প্রার্থী হাজি নুরুলকে বড় ব্যবধানে এগিয়ে দিতে হবে তাঁদের। সন্ধ্যায় মিনাখাঁ ফিরে নিজেদের অনুগামীদের সঙ্গে কথা বলেন ঊষারানী-মৃত্যুঞ্জয়। সিদ্ধান্ত হয়, মঙ্গলবার থেকেই তাঁরা বিধানসভা এলাকা জুড়ে প্রচারে নামবেন।

বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে লিলুয়ায় প্রাণ গেল তরতাজা এক যুবকের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ মে ঃ 'রেমালে'র বৃষ্টিতে ঘরের সামনেই জমা জলে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ গেল তরতাজা এক যুবকের। হাওড়ার লিলুয়ায় সূর্যনগর ১নং কলোনিতে সোমবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। বিদ্যুস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় প্রসেনজি গুহ (৩০) নামের ওই যুবকের। বাড়ির কলিং বেলের বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ওই বিপত্তি ঘটে। ঘূর্ণিঝারে প্রভাবে হওয়া বৃষ্টির জল ঘরের সামনে জমে থাকায় লোহার গেট বিদ্যুবাহী হয়ে ছিল বলে দাবি পরিবারের। বিদ্যুস্পৃষ্ট অবস্থায় প্রসেনজিকে বাঁচাতে এসে আহত হন তাঁর মা ও বোন। আহত প্রসেনজিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘাষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সূর্যনগর কলোনিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিবেশীরা জানান, প্রবল বৃষ্টিতে বাড়ির কলিং বেলের সুইচ থেকে শর্ট সার্কিট হয়েই ঘটে এই দুর্ঘটনা। সোমবার রাতে বোনকে টিভি চালাতে বলে মুখ ধুতে বাইরের মেন গেট খুলে বেরোতে গিয়ে বিদ্যুস্পৃষ্ট হয় প্রসেনজিৎ। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুসুড়ির টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে আসে লিলুয়া থানার পুলিশ। একটি অস্বভাবিক মৃত্যুর মামলা রজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই বসিরহাট ওঁকে আমরা উপহার দেব'', সভায় অঙ্গীকার প্রার্থী রেখার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৮ মে ঃ তৃতীয়বারের জন্য মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। এই বসিরহাট ওঁকে আমরা উপহার দেব।'' বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র মঙ্গলবার নির্বাচনী সভায় এ কথা বলেন। রেখা সভায় জানান, ' কাছে নতুন করে কিছু বলার নেই। আপনাদের কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। এই বোন দু'হাজার টাকায় বিক্রি হয়নি। হবেও না। সব সময় আপনাদের পাশে থাকবে। এই প্রতিজ্ঞা করছি। মোদীজিকে আবার প্রধানমন্ত্রীকে করতে হবে। বিজেপি প্রার্থী বলেন, তৃণমূলের যারা মিথ্যা অভিযোগ করে আমার ভাই এবং বোনদের হাজতবাস করাচ্ছে, তার জবাব দেব। সেই জন্য এই জনসভা। প্রস্তুতি নিন। মুখ্যমন্ত্রীর পোষা দুষ্টু ছেলেরা যাতে কারও বাড়িতে ঢুকতে না পারে। যেন কারও জমি দখল করতে না পারে। আমি সবসময় থাকব। আমি রং বদলাব না। যা সঃেদশখালিতে হয়েছে, তা পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জেনে গিয়েছে।

শেষ দফার নির্বাচনে বিশেষ ট্রেন চালানো হবে শিয়ালদহ দক্ষিন শাখায়

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৮ মে ঃ আগামী ১ তারিখ দেশে শেষ দফার লোকসভা নির্বাচন। বঙ্গ-সহ মোট ৫৭টি আসনে ভোট হবে। রাজ্যের নটি লোকসভা কেঃেদ্রর ভোটাররা দাঁড়াবেন ভোটের লাইনে। সেই নয়টি আসনে ভোটকর্মীদের বুথে পৌঁছতে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করল পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন। ১ তারিখ দমদম, বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তর এই আসনগুলিতে ভোট রয়েছে। মঙ্গলবার পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, আগামী ১, ২ তারিখ শনিবার ও রবিবার ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, নামখানা থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত বিশেষ ইএমইউ ট্রেন চালাবে তাঁরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার বিশেষ অনুরোধে এই ব্যবস্থা বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়মন্ড হারবার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত একটি বিশেষ ট্রেন চালানো হবে। সেই ট্রেনটি ২ জুন রাত ১ টায় ডায়মন্ড হারবার থেকে ছো রাত ২টো ২৭ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছবে। পাশাপাশি ক্যানিং থেকেও চলবে বিশেষ ট্রেন। ট্রেনটি ২ জুন রাত ১ টার সময় ক্যানিং থেকে ছেড়ে ২.০৫ মিনিটে শিয়ালদহে পৌঁছবে। এছাড়াও, ১ তারিখ নামখানা থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন চলবে। ইএমইউ ট্রেনটি ১ জুন রাত ১১,৪৫ মিনিটে নামখানা থেকে ছেড়ে, ২ জুন রাত ০২,২০ মিনিটে শিয়ালদহ পৌঁছবে।অন্যদিকে,২ তারিখে বজবজ থেকে শিয়ালদহ ইএমইউ (৩৪১৬৫) ট্রেনটি রাত ১২টা ০৫-এর পরিবর্তে রাত ১২টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। ১ ও ২ তারিখ চালানো প্রত্যেকটি বিশেষ ট্রেন হল্ট এবং ফ্ল্যাগ স্টেশন-সহ সব স্টেশনেই থামবে।

এএসসিআই আজ তার বার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে

কলকাতা, ২৮ মে ঃ দ্য অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) আজ তার বার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আপত্তিজনক বলে বিবেচিত বিজ্ঞাপনগুলির একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ সরবরাহ করে। এএসসিআই ১০,০৯৩টি অভিযোগ পরীক্ষা করে এবং ৮২৯৯টি বিজ্ঞাপন তদন্ত করে। বেশিরভাগ লঙ্ঘন ৮১ এ বিভ্রান্তিকর দাবির কারণে হয়েছিল, তারপরে ৩৪ এ ক্ষতিকারক পরিস্থিতি বা পণ্যগুলি প্রচার করে এমন বিজ্ঞাপনগুলি ছিল (একই বিজ্ঞাপনটি একাধিক আপত্তির জন্য প্রক্রিয়া করা যেতে পারে)। ডিজিটাল বিজ্ঞাপনগুলি প্রক্রিয়াজাত বিজ্ঞাপনগুলির ৮৫ এর জন্য দাযী. এবং মুদ্রণ এবং টিভির জন্য ৯৭ এর তুলনায় ৭৫ এর কম সম্মতির হার ছিল। এটি ভোক্তাদের অনলাইন নিরাপত্তা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে, যেমনটি গত বছরও হাইলাইট করা হয়েছিল। যে বিজ্ঞাপনগুলি প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছিল তার ৯৪ এএসসিআই দ্বারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তোলা হয়েছিল । এএসসিআই যে বিজ্ঞাপনগুলি তুলেছে তার ৪৯ বিজ্ঞাপনদাতাদের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়নি। মোট ৯৮ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সংশোধন প্রয়োজন ছিল কারণ তারা এএসসিআই কোড লঙ্ঘন করেছিল। এই বছর, স্বাস্থ্যসেবা সবচেয়ে লঙ্ঘনকারী খাত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, ১৯ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে, তারপরে অবৈধ অফশোর বাজি (১৭), ব্যক্তিগত যত্ন (১৩), প্রচলিত শিক্ষা (১২), খাদ্য ও পানীয় .(১০), এবং রিয়েলটি (৭)। বেবি কেয়ার শীর্ষ লঙ্ঘনকারী বিভাগে একটি নতুন প্রতিযোগী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল, প্রভাবশালী প্রচারগুলি ৮১ বেবি কেয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রক্রিয়াজাত ১৫৭৫টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে ১২৪৯টি ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৪ লঙ্ঘন করেছে এবং খাত নিয়ন্ত্রক কে জানানো হয়েছে। ৮৬ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবা বিজ্ঞাপন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হাজির হয়। অবৈধ বেটিংয়ের জন্য ১৩১১টি বিজ্ঞাপন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। এএসসিআই ব্যক্তিগত যত্নে যে ১০৬৪ টি বিজ্ঞাপন পরীক্ষা করেছে, তার মধ্যে ৯৫ অনলাইনে উপস্থিত হয়েছিল, অর্ধেকেরও বেশি (৫৫) প্রভাবশালী অপ্রকাশ্য মামলা ছিল। সেলিব্রিটিরা এএসসিআই কোড লঙ্ঘন করে এমন বিজ্ঞাপন গুলিতে উপস্থিত হতে থাকে। এএসসিআই সেলিব্রিটিদের বৈশিষ্ট্যযুক্ত ১০১ টি বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রক্রিয়া করেছে, যার মধ্যে ৯১ সংশোধন প্রয়োজন। এই ১০১ টি বিজ্ঞাপনে উপস্থিত ১০৪ জন সেলিব্রিটি সেলিব্রিটি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে কারণ তারা যথাযথ পরিশ্রমের কোনও প্রমাণ সরবরাহ করতে পারেননি। উল্লেখ্য, ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯-এর অধীনে যথাযথ অধ্যবসায় ও একটি প্রযজেনীযতা। সেলিব্রিটিদের আইন লঙ্ঘনের শীর্ষ পাঁচটি বিভাগ হ'ল ব্যক্তিগত যত্ন (২২), খাদ্য এবং পানীয় .(২১), অবৈধ বাজি (২০), স্বাস্থ্যসেবা (৯), এবং টেকসই (৬)। নিজস্ব প্রক্রিযার মাধ্যমে আপত্তিকর বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি এএসসিআই আইন লঙ্ঘনের জন্য সরাসরি বিভিন্ন নিয়ন্ত্রকের কাছে ৩২০০ বিজ্ঞাপন রিপোর্ট করেছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এর কাছে ১৩১১টি অফশোর অবৈধবেটিং বিজ্ঞাপন এবং ১৯৫৪ সালের ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্টের সম্ভাব্য লঙ্ঘনের জন্য আয়ুষ মন্ত্রকের কাছে রিপোর্ট করা ১২৪৯টি স্বাস্থ্যসেবা বিজ্ঞাপন ছাড়া ও, অন্যদের মধ্যে রিয়েলটি (৪৯৩ টি বিজ্ঞাপন), অ্যালকোহল পানীয় (৮২ টি বিজ্ঞাপন) তামাক এবং তামাক ভিত্তিক পণ্য (৬৫ টি বিজ্ঞাপন) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রবণতা গুলি মোকাবেলা করার জন্য, এএসসিআই, এএসসিআই একাডেমিক তত্ত্বাবধানে দ্য এএসসিআই গাইড টু রেসপন্সিবল অ্যাডভার্টাইজিং নামে একটি সার্টিফিকেশন কোর্স চালু করেছে। শিক্ষার্থী এবং পেশাদারদের জন্য ডিজাইন করা এই কোর্সের লক্ষ্য বিজ্ঞাপন বাস্তুতন্ত্র কে সমর্থন করা, নৈতিক বিজ্ঞাপনের মান এবং এএসসিআই কোড এবং বিভিন্ন বিধি বিধানের সাথে সম্মতি অর্জন করা এবং আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন এর ঘটনা হ্রাস করা। সৌগত গুপ্ত, এএসসিআই-এর চেয়ারম্যান, বলেন, ডিজিটাল একটি প্রভাবশালী মাধ্যম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যেখানে বিজ্ঞাপন সমৃদ্ধ হয়, এএসসিআই প্রযুক্তিতে ক্রমাগত বিনিয়োগের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করেছে। আপত্তিকর বিজ্ঞাপন এর স্বচ্ছ ও স্বচ্ছ সমাধান নিশ্চিত করতে আমরা আমাদের প্রক্রিয়া ও দক্ষতার উন্নতি অব্যাহত রাখব। এই জটিল সন্ধিক্ষণে, আমরা নৈতিক বিজ্ঞাপন প্রচার করতে এবং বিজ্ঞাপনগুলি আহ্বান জানাতে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতা করার প্রত্যাশায় রয়েছি যা অবশেষে বিজ্ঞাপনের উপর আস্থা নষ্ট করে। এএসসিআই-এর সিইও ও সেক্রেটারি জেনারেল মনীষা কাপুর বলেন, ২০২৩-২৪ সত্যিই একটি চ্যালেঞ্জিং বছর ছিল এবং এএসসিআই ডিজিটাল আমাদের প্রচেষ্টাকে ফোকাস করে এই দিকে এগিয়ে গেছে। এমআইবি, আয়ুষ এবং মহারেরার মতো বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে ৩২০০ বিজ্ঞাপন সরাসরি আইন লঙ্ঘনের জন্য শেয়ার করা হয়েছিল। আমরা এটিকে ফোকাসের একটি অব্যাহত ক্ষেত্র হিসাবে দেখছি। শীর্ষে উঠে আসা স্বাস্থ্যসেবার মতো খাতগুলি সমস্ত নাগরিকের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের বিষয়। অনলাইনে সর্বাধিক সংখ্যক লঙ্ঘনমূলক বিজ্ঞাপন দেখা যায়, বিজ্ঞাপনদাতা এবং প্ল্যাটফর্ম গুলিকে ভোক্তাদের সুরক্ষিত রাখতে নিয়ন্ত্রক এবং স্ব-নিয়ন্ত্রক এর সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। এএসসিআই একাডেমি সম্প্রতি চালু হওয়া দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপন এবং দায়িত্বশীল প্রভাবের উপর ই-লার্নিং কোর্স গুলো নিয়ন্ত্রক মানগুলির বৃহত্তর বোঝার সাথে বিজ্ঞাপন তৈরির শিল্পের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং ভোক্তারা প্রথম স্থানে আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের মুখোমুখি না হয় তা নিশ্চিত করে।

বাকি থাকা কাজ গুলোকে শেষ করতে চাই , জানালেন প্রতিমা মন্ডল

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৮ মে ঃ ১লা জুন শনিবার ১৮ তম লোকসভার শেষ দফার ভোট। জয়নগর আসনেও ভোট এদিন।এই আসনে গত দশ বছরের সাংসদ তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডল।ছোট থেকে রাজনীতির অঙ্গনে মানুষ হয়েছেন প্রতিমা।প্রশাসনিক পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ২০১৪ সালে জয়নগর আসনে তৃনমূল কংগ্রেসের সৈনিক হিসেবে নেমে পড়েন। এবং প্রথম বার ভোটে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ দিনের বামেদের দখলে থাকা জয়নগর আসনে জোড়াফুল ফোটাতে সক্ষম হন তিনি।প্রতিমার বাবা গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর দীর্ঘদিন দিন কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন। মন্ত্রী ও ছিলেন। পরে তৃনমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বনগাঁ আসন থেকে জিতে সাংসদ হন ও পরে তৃনমূল কংগ্রেসের বিধায়ক ও রাজ্যের মন্ত্রী ও হন। আর ছোটবেলা থেকে রাজনৈতিক পরিবেশে মানুষ হওয়ার কারনে প্রতিমা রাজনৈতিক পাঠটা ভাল পেয়েছেন বাবার কাছে থেকে।মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও সদা হাস্যময় তাঁর কাছে প্লাস পয়েন্ট ভোটের ময়দানে।দীর্ঘ দশ বছর তিনি সাংসদ আছেন। লোকসভার জিরো আওয়ারে সুন্দরবনের সমস্যা তুলে ধরেন নিয়মিত। যেখানে তৃনমূল কংগ্রেসের বহু মন্ত্রী,কর্মীরা দূর্নীতির অভিযোগে জেলে, সেখানে প্রতিমার নামে গত দশ বছরে কোনো দূর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারিনি কোনো বিরোধীরা।আর সেই পুঁজিকে সম্বলকে করে তৃতীয় বার সাংসদ হবার দৌড়ে প্রতিদিন সকালে কলকাতার বাড়ি থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভোটের প্রচার করে বেড়াচ্ছেন তিনি।জয়নগর লোকসভার একটা ব। অংশ সুন্দরবন জুড়ে। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ২৫ কোটি ও তাঁর আগের এস ইউ সি আই সাংসদ ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাজ না করা তিন কোটি টাকা মোট ২৮ কোটি পেয়েছিল প্রতিমা।করোনার কারনে ২০১৯ সাল থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ১৭ কোটি টাকা পেয়েছিল।পুরো টাকাটাই এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নে কাজ করেছে।এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিমা মন্ডল একান্ত সাক্ষাতকারে বলেন,আমার সাংসদ তহবিলের পুরো টাকা খরচের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কথা বলে তাদের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সি এস আর)খাতে স্কুল, হাসপাতাল ও এলাকা উন্নয়নে টাকা খরচ করেছি। গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলতে গোসাবা গ্রামীণ হাসপাতালে আমি প্রথম ধাপে মা ও শিশু চিকিসার হাব তৈরি করতে ১ কোটি টাকা দিয়েছিলাম।কারন,এই দীপাঞ্চলের বহু প্রসূতিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই প্রসব হয়ে যাবার ঘটনা ঘটতো।যথাযথ প্রসব এবং মা নবজাতকের চিকিৎসার জন্য এই বিভাগ গোসাবা গ্রামীন হাসপাতালে চালু করা হয।গোসাবার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হ্যামিলটন বাংলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম কিন্তু ওই বাংলাটি একটি স্বশাসিত ট্রাস্ট পরিচালনা করে বলে টাকা দেওয়া যায়নি।এখন এই পর্যটন কেন্দ্রের চারিদিকে সৌন্দর্যায়ন এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য টাকা দিয়েছি। জয়নগরে একাধিক মন্দিরের চুরির ঘটনার পরে ওই এলাকার নজরদারির জন্য সিসিটিভি বসাতে ১ কোটি টাকা দিয়েছিলাম এবং সেই টাকায় জয়নগর থানায় এলাকায় সিসিটিভি বসানো হয়েছে এবং যার কন্ট্রোল করা হয়েছে জয়নগর থানাতেই।এছাড়া সাংসদ তহবিলের টাকায় ক্যানিং, মগরাহাট এবং কুলতলিতে অসংখ্য সোলার আলো,স্কুল বিল্ডিং এর সংস্কারের কাজ হয়েছে সিএসআর খাতে বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য নিয়ে করোনার সময় আমার লোকসভার অন্তর্গত সাতটিবিধানসভার সব হাসপাতালে মাস্ক, স্যানিটাইজার সহ প্রযজেনীয় সামগ্রী দেওযা. হযেছে।সাংসদ তহবিলের টাকায় বেশ কয়েকটি সেতু নির্মাণ হয়েছে তবে উল্লেখ যোগ্য ভাবে আমার তহবিলের দেওয়া অর্থে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় জয়নগর ১ নম্বর ব্লকে এটি সেতু নির্মাণ হয়েছে। তাছাড়া ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সাতটি অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে।এছাড়া জয়নগর এক নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে একটি রাস্তা এবং জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের রামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে ওপিডি বিল্ডিং করে দেওয়া হয়েছে।আমার সাংসদ তহবিলের টাকায় নির্মিত হয়েছে নাওড়া রামকৃষ্ণ মিশনের বুক ষ্টল .
এবং লাইব্রেরী বিল্ডিং। কুড়ি লক্ষ টাকায় বাসন্তী সেন্ট টেরেজা স্কুলের সংস্কার। কুলতলিতে কৈখালি জেটি ঘাটের সংস্কার হয়েছে।

Leaders in Glass Containers

হিন্দুস্থান ন্যাশানাল গ্লাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

CIN : L26109WB1946PLC013294
রেজি. অফিস ঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১ ফোন ঃ ০৩৩ - ২২৫৪ ৩১০০, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩- ২২৫৪ ৩১৩০
ইমেলঃ cosec@hngil.com, ওয়েব সাইট ঃ www.hngil.com

(লক্ষ টাকা) ইপিএস ডেটা ছাড়া

৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে	
		৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৬২,১৮৪	৬১,৭৪৩	৬৬,১৪৭	২,৫৫,২৩৫	২,৪৫,৭৩৫
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) পূর্ব কর	৬,৭৩৬	৪,৪৬৮	১,৯১৬	২৬,৪০৭	(২৩,২৯০)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) পরের কর	(৩,৩২১)	৪,৪৫৭	১,৮৭৩	১৬,৩৩৭	(২৩,৩৩২)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	(৩,০৫৫)	৪,৪৩৪	১,৪৬০	১৬,৫৩৪	(২৩,৪২৬)
	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য ২ টাকা প্রতি	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১
৫.	নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো অন্যান্য ইক্যুইটি	--	---	--	(৮৫,০২০)	(১,০১,৫৫৪)
৬.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ২ /- টাকা)				(তারিখ ৩১.০৩.২০২৪)	(তারিখ ৩১.০৩.২০২৩)
৭.	মূল ও মিশ্র (ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)	(৩.৭১)	৪.৯৮	২ .০৯	১৮.২৪	(২৬.০৫)

১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ২৮ মে, ২০২৪-এ অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৮ মে, ২০২৪-এ রেজোলিউশন প্রফেশনালের সভাপতিত্বে পরিচালকদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্তটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.hngil.com পাওয়া যায়।
৩. যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধপুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

মুকুল সোমানি (পরিচালক)
DIN: 00124625
স্থান: কলকাতা
তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৪

রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে
গিরিশ শ্রীরাম জুনেজা
(রেজোলিউশন প্রফেশনাল)
স্থান ঃ মুম্বাই
তারিখঃ ২৮ মে, ২০২৪

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৭৯ সংখ্যা, বুধবার, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

বিশ্ব পরিবেশ দূষিত

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে পরিবেশ যত বেশি করে দূষিত হতে থাকবে ততই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তার জন্য পরিবেশ দূষণকারী দেশগুলি দায়ী। পরিবেশকে রক্ষা করতে বহুবার আন্তর্জাতিক স্তরে বৈঠক হয়েছে। জি-৭ থেকে শুরু করে জি-২০ পর্যন্ত সম্মেলন হয়েছে। সেই সব সম্মেলনে পরিবেশকে রক্ষা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও তাকে কার্যকর করা যায়নি। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি পরিবেশ রক্ষা করার ব্যাপারে বেশি নজরদারি করতে অনিচ্ছুক। তাদের কলকারখানা থেকে যে পরিমান কার্বন বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে বহু দেশের নাগরিকেরা পঙ্গু পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। পুঙ্গত্বের পরিমান বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। হৃদ রোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে শুরু করেছে। মানুষ এখন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারছে না। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ পরিবেশকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তার ওপরে এসে উপস্থিত হয়েছে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ। এদিকে প্যালেস্টাইন প্রশ্নে বিশ্ব এখন দ্বিখণ্ডিত। তার ফলে ইজরায়েল এখনই যুদ্ধ বিরতি করছে না। যুদ্ধ চলতে থাকবে। নিষিদ্ধ আস্ত্র ব্যবহার চলতে থাকবে। ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহারের বৃদ্ধি হতে থাকবে। তার ফলে পরিবেশ উত্তপ্ত এবং বিষাক্ত হতে বেশি সময় নেবে না। করোনা মতো বিষাক্ত সংক্রমণ সারা বিশ্বকে আক্রান্ত করে দিয়েছিল। গতিশীল বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল করোনা। করোনা ভ্যাকসিন বের না হলে কত লোক মারা যেত তার কোনও হিসাব থাকতো না। অক্সফোর্ড এবং ফাইজার ঠিক সময়ে করোনা টিকা বের করে মানুষের জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তারপরে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে এবারে এমন সব আজানা ভাইরাস বের হতে থাকবে তা টিকা বের করে তাকে রোধ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেই কারণে এখন লক্ষ্য রাখা উচিত পরিবেশ যেন বিষাক্ত না হয়ে পড়ে। পরিবেশ দূষিত হলেও কিন্তু তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুবই মুশকিল। উত্তর মেরুর বরফ গলতে শুরু করেছে। সেখানকার বরফের জল এখন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিশে জলস্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তার ফলে প্লাবন বা বন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি জমির কাজ ব্যাহত হচ্ছে। শষ্য উৎপাদন হচ্ছে না। বনাঞ্চল ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। বিশ্বকে রক্ষা করতে গেলে সবুজায়নের খুবই প্রয়োজন। গাছ গালাতে হবে। তবেই প্রাণী জগত রক্ষা পাবে। না হলে একটি সময়ে পৃথিবী থেকে প্রাণী লুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের জীবনও রক্ষা পাবে না। 'দাও ফিরে সেই অরণ্য' বলে কবির মতো করে সবার মুখে স্লোগান ফিরিয়ে দিতে হবে। ঘর বাড়ি তৈরি করার সময়ে বা সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে অরণ্যকে রক্ষা করে তার বিকাশ ঘটাতে হবে। নাহলে একটি সময়ে এই পৃথিবী প্রাণী শূন্যে পরিণত হবে। তব তখন আবার নতুন করে কবে প্রাণী সৃষ্টি হবে তা কেউই বলতে পারে না। পৃথিবী একটি মাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণী সম্পদ তৈরি করার মতো পরিবেশ রয়েছে। আর অন্য কোনও গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব মেলেনি এখনও। ফলে ভিন গ্রহে বসবাস করার কথা না ভেবে এই পৃথিবীর পরিবেশকে আগে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করা উচিত।

বেহালার ইতিকথা

বেহালা জায়গাটার অস্তিত্ব কলকাতা শহরের অনেক আগে থেকে রয়েছেউ কতদিন আগে? তা ধরুন আজ থেকে আটশ' বছর আগের কথা লখিন্দরের শবদেহ নিয়ে বেহুলার ভেলা গাঙুড় নদী দিয়ে ভেসে গিয়েছিল সাগরের পথে। সে যুগে নদীগুলোর গতিপথ ছিল অন্যরকম। এখনকার হুগলি নদীর গতিপথ তখন এইরকম ছিল না। আদিগঙ্গা বলে আমরা এখন যাকে চিনি, সেই খাতটি দিয়ে বয়ে যেত পতিতোদ্ধারিনী বিশাল গঙ্গা নদী। আদিগঙ্গা কলকাতার কাছে একটা বাঁক নিয়ে চিৎ পুর, বেতড়, কালিঘাট, বারুইপুর হয়ে গঙ্গাসাগরে গিয়ে মিশতো। শোনা যায় বেহুলার ভেলা আদিগঙ্গা দিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে থেমেছিল এক ঘাটে। সে ঘাটের নাম হয়ে যায় বেহুলার ঘাট। কালক্রমে বেহুলার ঘাট লোকমুখে হয়ে যায় বেহালা। এটা মোটামুটিভাবে বারশ' শতকের কথাঊ পালরাজাদের রাজত্ব চলছে বাংলায়। এসময়েই লেখা হয় মনসামঙ্গল কাব্য। তারও আগে থেকে আরো অন্তত বহু বছর ধরে মুখে মুখে ফেরা মানুষের গান হয়ে বেঁচে ছিল মঙ্গলকাব্যগুলি । এই সময়, অর্থাৎ বারো'শ শতকে বেহালা ছিল সুন্দরবনের অংশ। তখন এই অঞ্চলে বাস করত প্রচুর জেলে এবং মধুকর। এদের জমিদার ছিলেন এক কুলীন কায়স্থ, নাম ধনঞ্জয় মিত্র।বেহালার প্রথম শাসক বা নেতা হিসেবে তাঁর নামই পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন চন্ডীর উপাসক।দেবী চন্ডীর আর একনাম বহুলা। অনেক গবেষকের মতে বহুলা দেবীর নাম থেকে জায়গার নাম হয় বেহালা।কালিঘাট (তখন নাম ছিল কালীক্ষেত্র বা কালিপীঠ) আর গঙ্গাসাগরের পথে পুণ্যলোভাতুরা তীর্থযাত্রীদের ভিড় লেগেই থাকতো। নদীপথে বাণিজ্যের একটা বড় সুবিধা ছিল। ফলে স্বাভাবিক কারণেই এই অঞ্চলটি ধীরে ধীরে বর্ধিষ্ণু হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে একটা জমজমাট অঞ্চল। কলকাতা শহর তো দুরের কথা, জব চার্নকের দাদু-ঠাকুর্দাও তখনো সূর্যের আলো দেখেন নিঊ এসময়ে বেহালা ছিল অনেকগুলো ছোটো ছোটো গ্রাম নিয়ে তৈরী একটা জনপদ। প্রতিটি গ্রামের নামের শেষে -বেহালা কথাটা জোড়া থাকতো।যেমন বাজারবেহালা, বোঁড়শেবেহালা (বড়িশা), সরশুনো বেহালা (সরশুনা) ইত্যাদি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, মানব ধর্মের একটি স্বচ্ছ অবস্থান রয়েছে। এটা যিনি গ্রহণ করতে পারেন তিনি মহান হতে পারেন। তাঁর নাম পরলোকের পরও মানুষ স্মরণে রাখে। আর সেটা যারা করতে পারেন না তারা কিন্তু পরলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভুলে যেতে থাকে। এটাই নিয়ম। তুমি যেটা আজকে দেখাবে সেটা তোমাকেই ফল ভোগ করে যেতে হবে। এর থেকে রেহাই পাওয়ার আর কোনও পথ খোলা নেই। সেই কারণে মানব সেবায় নিজেকে ব্রতী হতে হবে। মহান কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে। জাগতিক শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে এসেছিলেন জীব সেবাকে সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। আসলে মা সারদা চেয়েছিলেন অসহায় নারীদের সেবা করতে। তারা ভগিনী নিবেদিতার মতো একজন সাহসী মহিলাকে কাছে পেলে অবহেলিত অপমানিত নারীরা তাদের জীবনকে সার্থক করতে পারবে। তারা ধন্য হবে ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শ লাভ করলে। ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, মা সারদাই তাঁকে নারী শিক্ষার প্রচলন করতে বলেন। নারী শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা। যে শিক্ষা জীবনের আলো নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। মা তাঁকে সেই মন্ত্র দিলেন যে মন্ত্র উচ্চারিত করে ভগিনী নিবেদিতা ভারত কন্যা রূপে পুজিত হয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা একজন বিদেশি হয়েও তিনি ভারত সন্তান রূপে পরিচিত লাভ করলেন ভারতবাসীর কাছে। তাকে ভারতবাসীরা সাদরে গ্রহণ করে নিল। তাঁর শিক্ষাকে গ্রহণ করলো ভারতের নারী সমাজ। নারী সমাজে শিক্ষার প্রচলন করেন তিনি

বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখ্যার্জি

বিশেষ প্রতিবেদক

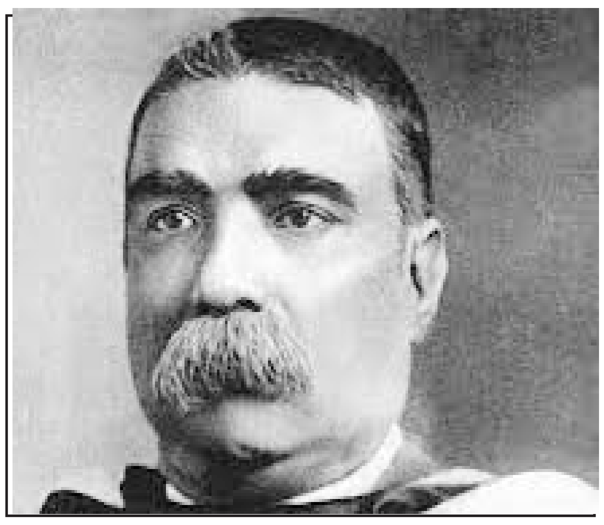

ইংরেজিতে; Intellectual giant — বলে যে শব্দবন্ধটি পাওয়া যায়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই শ্রেণীর একজন বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সমকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষে তাঁর তুল্য প্রতিভাবান ব্যক্তি অন্য কেউ ছিলেন কিনা; সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। একই সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে; রবীন্দ্র-প্রতিভা, বা জগদীশচন্দ্র কিংবা প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা অথবা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বহু ভাষাবিদ হরিনাথ দে ও চন্দ্রশেখর রমণ প্রমুখের প্রতিভা আর আশুতোষের প্রতিভা ঠিক সম গোত্রীয় ছিল না। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার যে ঐতিহাসিক পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, সেসব নিঃসন্দেহে ভারতীয় জাতির কাছে চিরকালের গর্বের বিষয় হয়ে থাকবে। তবে নিজের সমকালীন অনেকের প্রতিভার সঙ্গে আশুতোষের প্রতিভার মূল পার্থক্য এটাই ছিল যে, তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি ক্ষেত্রে দিকপাল ছিলেন আর আশুতোষ সেখানে সত্যিই একজন; 'ইনটেলেকচুয়াল জায়ান্ট' ছিলেন। তাই সেযুগের বা পরবর্তী সময়ের কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তো বটেই, এমনকি অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেও আশুতোষের সেই গগনস্পর্শী প্রতিভার পরিমাপ করাটা নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতিভার একটা লক্ষণ ছিল যে, তিনি তাঁর সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন এবং বর্তমান কালকে দূর-দূরান্ত কালের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দেওয়াটা তখন একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই শিক্ষার কথা ধরা যেতে পারে। শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন শিক্ষা-শিক্ষা-শিক্ষাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। কেমন করিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞান বিস্তার হয়, সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটীরের দীন কৃষকও শিক্ষালাভ করে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা।

ঢাকার জগন্নাথ কলেজের সেক্রেটারি চন্দ্রকুমার দত্ত একবার আশুতোষকে পরীক্ষায় পাশের হার কমিয়ে দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন; পাশ না কমালে তো আর রক্ষা নেই !এর উত্তরে আশুতোষ সেদিন তাঁকে বলে ছিলেন, দশটা কলেজ করুন না।। আমি চাই দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেনি, বাংলা দেশে এমন কেউ যেন না থাকে। আমাদের দেশের ঘরে-ঘরে, পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।এই যে তাঁর চিন্তা, তাঁর সময়ের হিসেবে এটা কিন্তু খুব একটা সহজ চিন্তা ছিল না। সেযুগে দূর কালকে কতটা পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারলে একথা ভাবা এবং বলা সম্ভব ছিল, সেই ক্ষমতা শুধুমাত্র আশুতোষের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যে একজন প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন, এটাই সেটার একটা ঐতিহাসিক নজির। তিনি যদি সত্যিই একজন প্রতিভাধর পুরুষ না হতেন, তাহলে আশুতোষের কল্পনা কখনই এরকম একটা ভাব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনকার্যে প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। বর্তমানে প্রায় সকলেই জানেন যে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরে সেখানে জ্ঞানানুশীলন করবার জন্য পৃথিবীর সর্বজাতির কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং এই দেশের ছাত্রদের মধ্যে নানা বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানা দেশীয় অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেছিলেন। দেশ-বিদেশের সুধিরা তখন আশুতোষের সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন। আশুতোষের আগে ও পরে বহু গুণী এবং যোগ্য ব্যক্তিরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে আসীন হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উত্তুঙ্গতাকে এখনও পর্যন্ত কেউ কি স্পর্শ করতে পেরেছেন? অতীতে এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন; আশুতোষের পূর্বে আরো দু'-চারজন বাঙালী বিশ্ব বিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এমন করিয়া বিশ্ব বিদ্যালযের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি কর্মী ছিলেন। কাল্পনিক ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি শুধু সম্মুখেই ছিল না, বহু দূরে ছিল। আলোক যেমন পলক মধ্যে নিবিড় অন্ধকারকে দূর করিয়া দিয়া সম্মুখের দিকটা দীপ্ত করিয়া তোলে তেমনি আশুতোষের দৃষ্টি; কোন সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি নিবন্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে গঠনকার্যে নিযুক্ত থাকিত। বহুদূর ভবিষ্যতের অন্ধ জগৎও সে দীপ্ত মহিমার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। তাই এহেন ব্যক্তি যদি প্রতিভাধর বলে সম্পূজিত এবং স্বীকৃত না হন, তাহলে সেই গৌরব অন্য কার প্রাপ্য হতে পারে? এছাড়া আশুতোষের প্রতিভার অন্য দিকও রয়েছে। তিনি প্রচণ্ড কর্মীপুরুষ ছিলেন। অতীতে এই প্রসঙ্গে বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন, যিনি কলকাতা হাইকোর্টে আশুতোষের একজন সতীর্থ ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "The daily outturn of Sir Asutoshós work was a moral to others– to one and all." ইংরেজিতে; man of action ;বলে একটা কথা রয়েছে; এই কথাটির নিগূঢ় মর্ম যাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরা অনায়াসেই বুঝতে পারবেন যে, কর্মীপুরুষ হওয়াটা খুব একটা সহজ কথা নয়। অতীতে আশুতোষের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্যম দেখে সাধারণ মানুষ রীতিমত বিস্মিত হতেন। নানা বিচিত্র ও দীর্ঘ কালস্থায়ী কর্মের মধ্যে তিনি, আক্ষরিক অর্থে সর্বদা ডুবে থাকতেন। বর্তমান প্রজন্ম যেহেতু তাঁকে দেখেননি, তাই তাঁরা কিছুতেই ধারণা করতে পারবেন না যে তাঁর কর্মের বহুমুখীনতা, ব্যাপকতা এবং জটিলতা ঠিক কি রকম ছিল। তিনি যেন কর্মের ও ইচ্ছা শক্তির একটি অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন। এই কারণেই তাঁকে নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন, নিবিড় কর্ম-স্রোতের মধ্যে তাঁহার বৃথা অপব্যয় কবিবার যত তিলমাত্র সময় ছিল না। অথচ প্রত্যহ প্রায় অর্ধ শত লোক তাঁহার রসা রোডের বাড়ির বাহিরের ঘরটার বারান্দায় অপেক্ষা করিত। কোন কার্ড দিয়া কাহাকেও ঢুকিতে হইত না। ধনী, দরিদ্র, সাহেব, উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি অনেকেই যাইতেন; এই দর্শন -উৎসবে কাণা, খোঁড়া, গরীব ও সচ্ছল অবস্থার লোকের কোন ভেদ ছিল না। আশুবাবু বাহিরের ঘরটান ঢুকিয়াই যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লইতেন, তারপর বড় চেয়ারে বসিতেন। যাঁহাদের সঙ্গে একটু বেশি কথা কওয়ার দরকার, তাঁহাদিগের প্রতি প্রথমতঃ মনোযোগ দিতেন না। অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি হইলে নিভৃতে লইয়া গিয়া আলাপের পর তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু কাহারও সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলার প্রয়োজন হত না, ঠিক কাজের কথা জানিতে চাহিতেন, দীর্ঘ প্রস্তাবের সুযোগ দিতেন না। তারপর এক-একটি লোককে তাঁহার বড় চেয়ারটার কাছে ডাকিয়া আনিতেন এবং দুই-এক মিনিট মধ্যে ঠিক, কাজের কথা শুনিয়া তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও একান্ত বাহুল্য-বর্জিত উত্তর দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতেন। এইভাবে এক-একটি করিয়া সকলের কথা শুনিতেন এবং সকলেরই কথার জবাব দিয়া তাঁহাদের যাত্রা সার্থক করিতেন। কেহ এমন কিছু বলিবার সুবিধা পাইতেন না যে, আজ বড় ভিড়, কোন কথা পাড়িবার সুযোগ হইল না। তাঁহার গৃহটি ঠিক কর্মক্ষেত্র ছিল; উহা বাজে কাজে বা বাজে কথার আড্ডা ছিল না। বড় চেয়ারটার এত কাছে এবং এত মৃদু স্বরে কথা বলিতেন যে, একজনের সঙ্গে কি কথা হইল, তাহা অপরে জানিতে পারিত না। এইভাবে এতবড় ভিড় তিনি সামলাইয়া লইতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি এত লোকের মধ্যে একটি লোকেরও কথা ভুলিয়া যাইতেন না, যাঁহাকে যাহা বলিতেন, ঠিক সময়ে ঠিক তাহা করিতেন; তাঁহার কথা অব্যর্থ ছিল। তাঁহাকে কখনো বলিতে শুনি নাই, 'মহাশয়, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আর একদিন আসবেন।' যিনি কর্মের মধ্যে একরূপ ডুবিয়াই থাকিতেন, তিনি কতই না অজুহাত দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সেরূপ অজুহাত দিয়া প্রার্থীদিগকে কখনো দ্বিধার মধ্যে রাখিয়া প্রতারিত করিতেন না। মিষ্ট কথা ও ছদ্মবেশী সৌজন্য অপেক্ষা এই আপাত কঠোর অথচ প্রকৃত হিতেচ্ছা ও স্পষ্ট কথার মূল্য যে কত বেশি, তাহা ভুক্তভোগীরা সহজেই বুঝিবেন। এরকমই ছিল স্যার আশুতোষের আম-দরবার। উদ্ধৃতাংশে আশুতোষের যে চিত্র পাওয়া যায়, সেটা সেযুগের একজন প্রথম শ্রেণীর ইন্টেলেকচুয়াল ব্যক্তির নিখুঁত আলেখ্য বলেও ভুল কিছু বলা হয় না। সেকালের ক'জন মানুষ এমন প্রতিভা দেখাতে পেরেছিলেন? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের পরে বাংলার আর কোন জননায়ক সম্পর্কে এই একই ধারণা করা যেতে পারে? তাই আজও যখন আশু তোষের কথা স্মরণ করা (ক্রমশ)

প্রাচীন কলকাতার বারাঙ্গনা পল্লী ও তার ইতিহাস

বিশেষ প্রতিবেদন

একটা আধুনিক শহরের সমস্ত কদর্যতাকে সঙ্গে নিয়েই নগর কলকাতার ক্রমবিকাশ হয়েছিল, আর বৃটিশ শাসনের হাত ধরেই এদেশে বারাঙ্গনাবৃত্তির উদ্ভব ঘটে। ইতিহাস বলে যে, পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই কলকাতার নগরায়ন শুরু হয়েছিল। তখন কোন সংবাদপত্র তো দূরের কথা, ছাপার যন্ত্রের কথাও মানুষের কল্পনায় ছিল না। শৈশবের কলকাতায় লোকসংখ্যাই বা কত ছিল? ১৭১০ সালে কলকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি নামের যে তিনটি গণ্ডগ্রাম নিয়ে কলকাতা নগরীর পত্তন হয়েছিল, সাকুল্যে সেটির লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। ১৭৪০-৫০ সময়কালে বাংলার গ্রামে গ্রামে মারাঠা বর্গী হামলার ফলে আতঙ্কিত বহু মানুষ নিরাপত্তার জন্য কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করে। এরপর থেকে ব্যবসা-বানিজ্যে ও নানা কারণে কলকাতার লোকসংখ্যা ক্রমে বাড়তে শুরু করে। দেখতে দেখতে কলকাতা নিজের গ্রামীণ রূপ থেকে শহরে পরিণত হয়েছিল। ১৭৫২ সালে হলওয়েল সাহেবের হিসেব মত কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ নয় হাজারের কাছাকাছি ছিল। কলকাতায় বিচারালয় স্থাপনের পরে উইলিয়াম হিকি অ্যাটর্নি হয়ে কলকাতা শহরে পদার্পণ করে ছিলেন। ১৭৭৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে শুরু করে ১৮০৮ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন। এরপরে লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার পরে তিনি চারখণ্ডে তাঁর যে স্মৃতিকথা (১৭৪৯-১৮০৯) লিখেছিলেন, সেটি শৈশবের কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত। সেই স্মৃতিকথায় হিকি মিস ডানডাস নামের তৎকালীন কলকাতা শহরের একজন বহুজন পরিচিতা বারাঙ্গনার কথা উল্লেখ করেন। আধুনিক যুগে কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বারাঙ্গনা বৃত্তির সূচনা যে ইংরেজ আমলেই হয়েছিল, সেবিষয়ে কোনও সংশয় নেই। হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় যে সময়কার কলকাতার কথা বলেছিলেন, একটা নগর হিসেবে কলকাতার তখন নিতান্তই শৈশবকাল ছিল। কলকাতার নগরায়ন তখন সবে ক্ষীণ গতিতে শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে কোম্পানির কাজ-কর্ম চালানোর জন্য ইংরেজ ভাগ্যান্বেষীরা তাঁদের নতুন উপনিবেশে আসতে শুরু করে। কলকাতার সেই শৈশবে নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে যেসব ইংরাজরা এসেছিল, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অস্তগামী মধ্যযুগের উচ্ছিষ্টতুল্য প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। তৎকালীন ইংরেজ শাসনের প্রসাদলোভী বেনিয়ানও মুৎসুদ্দিরা তাঁদের দোসর হন। পালকি আর গোরুর গাড়ির যুগের সেই কলকাতায় দেশীয় খবরের কাগজ তো দূরের কথা, ছাপার অক্ষরেরও তখনও পর্যন্ত উদ্ভাবন হয়নি। কিন্তু বারবণিতা বৃত্তির প্রসার বেশ ভালোভাবেই হয়ে গিয়েছিল। ১৭৯৫ সালে রুশ যুবক হেরাসিম লেবেদফ যখন কলকাতায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে প্রথম বাংলা থিয়েটারের সূচনা করেন, তখন সেই নাটকের নারী চরিত্রগুলিতে অভিনয় করবার জন্য তিনি বারবণিতা পল্লীর নারীরা। অর্থাৎ, ১৭৯৫ সালের অনেক আগে থেকেই কলকাতায় বারাঙ্গনা পল্লীর অস্তিত্ব ছিল। তবে তখন শুধু কলকাতা নয়, তৎকালীন বাংলার অন্যান্য সমৃদ্ধ শহরগুলি, যেখানে ইংরেজরা নিজেদের কোর্ট-কাছারি ও দপ্তর খুলে বসেছিলেন, সেখানেই সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে বারাঙ্গনা পল্লী গড়ে উঠে। অতীতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা) আত্মচরিত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কৃষ্ণ নগরের সমকালীন সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করেছিলেন। তাতে দেখা যায় যে, এই প্রসঙ্গে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র লিখেছিলেন- পূর্বে কৃষ্ণনগরের কেবল আমিনবাজারে পতিতালয় ছিলো, গোয়াড়ীতে গোপ, মালো প্রভৃতি জাতির বাস ছিলো। পরে ইংরেজরা যখন এখানে বিচারালয় ইত্যাদি স্থাপন করেন, তখন গোয়াড়ীর পরিবর্তন হইতে থাকে। এরপরে তিনি আরো লিখেছিলেন- বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকিল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। এই কারণেই আজও উত্তর কলকাতার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত লোকবসতি কেন্দ্রের আশেপাশেই প্রাচীন গণিকা পল্লীগুলির অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার গ্রাম-সমাজের কাঠামোটাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। তখন সূর্যাস্ত আইনের প্যাঁচে পড়ে বাংলার বনেদি জমিদারেরা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন, এবং ইংরেজদের আরও বেশি রাজস্ব দেওয়ার অঙ্গীকার করে নিলামে সেইসব জমিদারিগুলি কিনে নিয়ে ভূমি সম্পর্কহীন একটি অর্থলোলুপ মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। তখন দুর্নীতিগ্রস্ত ও উছৃঙ্খল ইংরেজ এবং শিকড়হীন সেই নতুন মধ্যশ্রেণীটির পৃষ্ঠপোষকতায় এক কুৎসিত সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছিল, যেটাকে ইতিহাসে 'বাবু কালচার' বলে অভিহিত করা হয়েছে। সেই সময়েই ইংরেজদের দালালি করা একটি লোভী, দুর্নীতিপরায়ন ও অলস নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। খৃষ্টীয় আঠেরো শতকের কলকাতা মূলতঃ এদেশীয় দালাল, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়াদের কলকাতা আর ঊনিশ শতকের কলকাতা মূলতঃ 'বাবু সংস্কৃতির' কলকাতা ছিল। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে সেই সময়কার কলকাতার সেই বাবুসমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন, ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিছু বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রুপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন স্বরূপ কালিমারেখা। শিরে তরঙ্গায়িত বাবরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে কালোপেড়ে ধুতি। অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনোট করা উড়ানী এবং পায়ে পুরু বাগলস সমন্বিত চিনাবাড়ির জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া বুলবুলের লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাফ আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের মেলা, মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতির সময় কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিয়া থাকিত। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, সমগ্র ঊনিশ শতকে জুড়ে ইংরেজের শাসন-সহায়ক কদর্য বাবু সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার বারাঙ্গনা (ক্রমশ)

'বারাণসী কড়চা' নৃসিংহলীলা কাহিনী

জয়দেব দাস, কাশী

মাতৃ জঠরে থাকাকালীন কয়াধুর মাধ্যমে প্রহ্লাদ নারদের হরিগুণগানে বিভোর থাকতেন। জন্মলাভের পর বাল্যকাল অবধি তিনি নারদের কাছে বিদ্যালাভও করেছিলেন। এর ফলে প্রহ্লাদ শ্রীবিষ্ণুর এক প্রিয় ভক্ত হয়ে ওঠেন। অপরদিকে তার পিতার ভগবানের প্রতি অনীহা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনাস্থার দরুণ প্রহ্লাদ বারবার নিজ পিতার থেকে সাবধানবাণী পান। একাধিকবার এরূপ সতর্কতা উপেক্ষা করেও বিষ্ণুর প্রতি তাঁর বিশ্বাস একটুও কম হয়নি। ফলস্বরূপ হিরণ্যকশিপু পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও বিষ্ণুর কৃপায় বারবার বেঁচে যায় প্রহ্লাদ। তাঁর হাতি দ্বারা পদদলিত করার লীলা শুরু হয়। ঋষিরা শ্রী হরির দর্শনে পৌঁছে গেলেন। শ্রী নৃসিংহ লীলার প্রথম দিনে শনিবার রাতে প্রহ্লাদ ঘাটে ক্ষীর সাগর যাত্রা মঞ্চস্থ হয়। দারোয়ান জয়-বিজয় ঢুকতে বাধা দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ঋষিরা উভয় ভাইকে রাক্ষস হওয়ার অভিশাপ দেন। ঋষিদের অভিশাপের কারণে জয়-বিজয় হিরণ্যক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের আতঙ্কে মানব জাতি আতঙ্কিত হয়েছিল। তখন আকাশ থেকে শ্রী হরির আওয়াজ হল। জানালেন শিগগিরই তিনি নরসিংহের অবতার নেবেন। সবশেষে লীলা কমিটির চেয়ারম্যান অভিজিৎ ভরদ্বাজের আরতির মাধ্যমে প্রথম দিনের লীলা শেষ হয়। ভগবান বিষ্ণুর রূপটি আনমোল ত্রিবেদী

পরিকল্পনাও বিফলে যায়। পরে দৈত্যরাজ নিজ পুত্রকে সর্পসংকুল কক্ষে আবদ্ধ করলে সর্পকুল প্রহ্লাদের জন্য পালঙ্ক নির্মাণ করে দৈত্যরাজের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে। এসবের পরেও প্রহ্লাদকে দৈত্যচেরীগণ নদীতে নিক্ষেপ করলে বিষ্ণুই তাকে উদ্ধার করেন। হিরণ্যকশিপুর ভগিনী হোলিকা বরপ্রাপ্ত ছিলেন যে অগ্নি তাকে ভস্ম করতে পারবে না। হিরণ্যকশিপুর পরিকল্পনায় হোলিকা জ্বলন্ত চিতার ওপর নিজ ভ্রাতুস্পুত্রকে কোলে নিয়ে ঝাঁপ দেয়। প্রহ্লাদের প্রার্থনায় ও বিষ্ণুর ছলনার দ্বারা ঐ আগুনে হোলিকাদহন ঘটলেও প্রহ্লাদ প্রাণে বেঁচে যায়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই ঘটনাটিই হোলিকা দহন বা বাংলায় ন্যাড়াপোড়া নামে পরিচিত। প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর এইরূপ আচরণের পর বিষ্ণু অর্ধনর অর্ধসিংহ তথা নৃসিংহ অবতার গ্রহণ করে দৈত্যপুরীর স্তম্ভ চিড়ে প্রকাশিত হন ও সায়ংকালে ঘরের চৌকাঠে নিজের উরূর ওপর রেখে নৃসিংহ ধারালো নখর দিয়ে হিরণ্যকশিপুর পেট চিড়ে তাকে বধ করেন। এই সব ঘটনাবলী কাশীর প্রহ্লাদ ঘাটে পাঁচ দিন ব্যাপী লীলা অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়।

কাশী শিবের নগরী রূপেই বিশ্ব পরিচিত। কিন্তু আমরা যদি লীলাগুলির ডীকে তাকাই, তবে সবই বিষ্ণুর অবতারের ওপর ভিত্তি কোরে গড়া। রামলীলা, কৃষ্ণ লীলা অথবা নৃসিংহ লীলা। ড. ভানুশঙ্কর মেহতার মতে-কাশীর গুরুত্বপূর্ণ লীলাগুলি থেকে জানা যায় যে, কাশীতে তুলসীর সময় থেকেই রামলীলা ছাড়াও কৃষ্ণলীলা (ব্রজের রাসলীলা থেকে আলাদা), বামনলীলা, নৃসিংহলীলা, দশাবতার এবং ফাগলীলা, ধ্রুবলীলা (বর্তমানে বিলুপ্ত) হয়ে আসছে। কাশীর নৃসিংহ লীলা শতাব্দী প্রাচীন। নিশা একাদশীর সম্মানে, মধ্যরাতে, কাশীর গঙ্গা কিছু সময়ের জন্য দুধসাগরে পরিণত হয়ে। প্রহ্লাদ ঘাটের সামনে গঙ্গাধরের বিশাল বজরাটিকে শেষনাগের রূপ দেওয়া হয়েছিল। ভগবান শ্রী হরি বিষ্ণু ঋষিদের কাছে আবির্ভূত হন। ঋষিদের পীড়াপীড়িতে তিনি বললেন, তোমরা সবাই শান্ত হও। আমি অবতীর্ণ হব এবং তোমরা সকলে অসুর থেকে রক্ষা পাবে।

এই সবই ঘটেছে শ্রী নৃসিংহ লীলার প্রথম পর্বে যা হাজার বছরেরও বেশি পুরনো। ক্ষীরসাগরে ঋষিদের যাত্রার ঘটনার মধ্য দিয়ে শনিবার রাতে দ্বারা, লক্ষ্মীর রূপটি দেবরাজ ত্রিপাঠী দ্বারা, বুদ্ধ সাহনি এবং পাপ্পু সাহনির দ্বারা জয়-বিজয়ের রূপ। লীলা ব্যাস (নির্দেশক) ছিলেন আচার্য শশাঙ্ক ত্রিপাঠী।

লীলার দ্বিতীয় দিন প্রহ্লাদ ঘাটে শ্রী নৃসিংহ লীলায়ে ভক্ত প্রহ্লাদের জন্মের কাহিনী সম্পাদিত হয়। এর আগে বরাহ অবতারের লীলা এবং হিরণ্যক্ষের বধ হয়েছিল। রাত ১০টায় শুরু হওয়া লীলা দেখতে ঘাটে উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক স্থানীয় লীলা প্রেমীরা। ভক্ত প্রহ্লাদের আরতির মাধ্যমে লীলা শেষ করা হয়। লীলার সময় ভক্তরা প্রহ্লাদের জন্য উল্লাস করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কমিটির সভাপতি অভিজিৎ ভরদ্বাজ সকল লীলাপ্রেমীদের ভোট দিতে সচেতন করেন।

শ্রী নৃসিংহ লীলার তৃতীয় নিশায় ভক্ত প্রহ্লাদের দীক্ষা লীলা হয়। দমকা হাওয়ার মধ্যে লীলা সম্পন্ন হয়। রাত সাড়ে বারোটার দিকে গঙ্গার তীরে প্রহ্লাদ ঘাটে লীলা শুরু হয়। স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে গুরুকুলের দৃশ্য উপস্থাপন করেন। গুরুকুলে বেদ পাঠের ক্রম শুরু হওয়ার আগেই প্রহ্লাদ সেখানে উপস্থিত অন্যান্য শিষ্যদের সাথে হরিনাম সংকীর্তন শুরু করেন। সংকীর্তনে এত আবেগ ছিল যে তাঁর গুরু নিজেও সংকীর্তন করতে লাগলেন। লীলার দ্বিতীয় পর্বে হিরণ্যকশিপুর নৃশংসতার দৃশ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। যুবক প্রহ্লাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমন দেখে মানুষের হৃদয় ভেঙে পড়ল কিন্তু হিরণ্যকশ্যপ তার জেদের উপর অনড় রইলেন। সে বারবার বলেছিল যে তাকে ভগবান হিসাবে পূজা করা উচিত, তবে ভক্ত প্রহ্লাদ শ্রী হরি ছাড়া অন্য কাউকে পূজা করবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছিলেন না। প্রহ্লাদকে নানাভাবে অত্যাচার করার পর হিরণ্যকশ্যপ ক্লান্ত হয়ে রাতে বিশ্রামে চলে যান। শেষ হয় তৃতীয় দিনের খেলা। শ্রী নৃসিংহ অবতারের মূল লীলা সম্পন্ন হয়ে ২১ মে মধ্যরাতে। প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর এইরূপ আচরণের পর বিষ্ণু অর্ধনর অর্ধসিংহ তথা নৃসিংহ অবতার গ্রহণ করে দৈত্যপুরীর স্তম্ভ চিড়ে প্রকাশিত হন ও সায়ংকালে ঘরের চৌকাঠে নিজের উরূর ওপর রেখে নৃসিংহ ধারালো নখর দিয়ে হিরণ্যকশিপুর পেট চিড়ে তাকে বধ করেন।

পাঠকের দরবারে

গায়ক কিশোর ও অভিনেত্রী মাধবী

কিশোরকুমার নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। ডিনারের নিমন্ত্রণ,কিশোর মাছ খেতে ভালবাসেন। মাধবী ছোট -বড় মাছের নানা পদ খুব ভাল রান্না করতেন। অভিনয়ের মত তাঁর রান্নার দারুণ খ্যাতি। মাধবী নিজের ডজ গাড়ি পাঠিয়েছেন, পার্ক হোটেল থেকে সেই গাড়িতে উঠে মাধবীর বাড়িতে যাচ্ছেন কিশোরকুমার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভোলা শ্রেষ্ঠ আর একজন সাংবাদিক। ভবানীপুর অঞ্চল দিয়ে গাড়িটা মাধবীর ম্যুর অ্যাভেনিউয়ের বাড়ির দিকে হুহু করে ছুটছে। ড্রাইভারের পাশের আসনে কিশোরকুমার স্বয়ং বসেছেন। হঠাৎ একটা সিগন্যালে গাড়িটা দাঁড়িয়ে যায়। ওই গাড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়ে যায় একটা ট্যাক্সি চালক একজন শিখ। পাশের গাড়িতে কিশোরকুমারকে দেখে তিনি কিছুটা অবাক, তাঁর কাছে বড় সারপ্রাইজ। এভাবে চোখের সামনে সংগীতের কিংবদন্তি গায়ককে দেখতে পাওয়া সত্যিই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হয়। তিনি অবাক চোখে কিশোরকুমারকে দেখছেন।কশোর কুমারের মত দেখতে,তাই না! সত্যি বলছি আমি কিশোরকুমার নই। তবে ধরে নিতে পারো আমি ওই লোকটার ডুপ্লিকেট।কিশোরকুমারের কথা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন শিখ ট্যাক্সি চালক। সেই মুহূর্তে চলন্ত গাড়ি থেকে কিশোর ট্যাক্সিচালককে বললেন সর্দারজি কেমন ঠকালাম। আমিই অরিজিনাল কিশোর কুমার।

-অরুণাভ সেন। কলকাতা।

খন্ডঘোষে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে দুপক্ষের লড়াইয়ে আহত ৩, গ্রেপ্তার ৩

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৮ মে ঃ বিধায়ক বনাম ব্লক সভাপতির দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। লোকসভা নির্বাচনের আগে দুজনকে মাঝে মাঝে একই মঞ্চে দেখা গেলেও লোকসভার ভোট পর্ব মিটতেই ফের প্রকাশ্যে চলে এলো পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষের বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ বনাম ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলামের অনুগামীদের মধ্যে গোষ্ঠীকোন্দল। সোমবার রাতে খণ্ডঘোষের উখরিদের শেরপাড়ায় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় জখম হল ৩ তৃণমূল কর্মী। জখম তিনজনের মধ্যে উখরিদ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ হাবিবুর রহমান, তার ছেলে সেখ মেহবুব রহমান ওরফে আকাশ ও ভাইপো সেখ মাইনুল রহমান আছেন। এদের তিনজনকেই সোমবার রাতে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মেহবুব রহমানের দাবী তারা খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগের অনুগামী। সেই জন্য ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলামের (ফাগুন) নির্দেশে তার অনুগামীরা হঠাৎই আক্রমণ করে। তারা গ্রামের শেরপাড়ায় বসে ছিলেন। সেই সময় হঠাৎই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলামের নির্দেশে একদল লোক মোটরবাইকে এসে আমাদের উপর হামলা চালায়। তাদের হাতে ছিল রড লাঠি ও টাঙ্গি। ব্লক সভাপতির ভাই ও ছেলে ঠিকাদারি করছে। অপার্থিব ইসলামের সঙ্গে অঞ্চল সভাপতির দ্বন্দ্বের কারণ ঠিকাদারি নিয়ে। গোটা ব্লকের সব ঠিকাদারি কাজ করবে অপার্থিব ইসলামের ছেলে ও ভাইপো। সেটা নিয়ে বাধা দেওয়ায় অশান্তির সূত্রপাত। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা আলি হোসেন মণ্ডল বলেন, বিধায়কের গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্লক সভাপতি অনুগামীদের দ্বন্দ্বের জন্যই গ্রামে মারপিট ও অশান্তি হয়। শেরপাড়ায় অতর্কিতে হামলা চালায় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির লোকজন। জখম পাঁচজনকে প্রথমে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় খণ্ডঘোষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। সেখান থেকে প্রথমে তিনজনের আঘাত গুরুতর থাকায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অঞ্চল সভাপতি হাবিবুর রহমানের স্ত্রী তথা খণ্ডঘোষ পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষা আসমাতারা বেগম জানিয়েছেন, সোমবার তার স্বামী ৩০-৩৫ জন লোকজন নিয়ে মিটিং করছিলো বাড়ির সামনেই। মিটিং শেষে তার স্বামী, ছেলে এবং ভাইপো বসে মোবাইল দেখছিলো। ওই সময় হঠাৎ করে বাড়ির পিছন দিয়ে এসে হাতে লাঠি, রড, টাঙ্গি নিয়ে হামলা চালায়। তিনি নামাজ প।ছিলেন, আওয়াজ শুনে আটকাতে গেয়েছিলেন কিন্তু তাদের আক্রমনের হাত থেকে আটকাতে পারেন নি। এমনকি তার মেয়ের বেডরুমে ঢুকে পড়ে দুষ্কৃতীরা। তার মেয়ের হাতে চোট লাগে। তার চিকিৎসা করানো হয়। তিনি সরাসরি অভিযোগ তোলেন ব্লক সভাপতির অপার্থিব ইসলাম ওরফে ফাগুনের অনুগামীদের উপরে। তিনি সোমবার রাতেই খন্ডঘোষ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও তার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম। তার দাবী এই ঘটনায় তিনি বা রাজনীতির কোন ভূমিকা নেই। এই হাতাহাতির ঘটনা সম্পূর্ণ গ্রাম্য বিবাদের কারনেই হয়েছে। প্রশাসন আছে, তারাই তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেবে। খন্ডঘোষের বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগের দাবী, তার এলাকায় কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। তবে তিনি ঘটনার কথা শুনেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখছেন। জেলা তৃণমূলের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে গ্রাম্য বিবাদেই এই ঘটনা বলে তিনি শুনেছেন। তিনি খোঁজ নিচ্ছেন বিষয়টি নিয়ে। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে খন্ডঘোষ থানার পুলিশ।

পুরসভার বোর্ড মিটিং ওয়াক আউট সিপিএমের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ মে ঃ রামকৃষ্ণ মিশনের জমি প্রসঙ্গ তুলতেই শাসক দলের বাধায় পরে বোর্ড মিটিং ওয়াক আউট করলো সিপিএম কাউন্সিলরেরা। পুরসভায় বিরোধীদের বাক রুদ্ধ করার চেষ্টা পুরসভার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের। সেই কারনেই এই মিটিং বয়কট বলে জানালেন সিপিএম কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী। মঙ্গলবার পুরসভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এমাসের বোর্ড মিটিং। মিটিং এর মোশন পর্বে সিপিএম কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী সদ্য ঘটে যাওয়া চর্চিত সেবক রোডের রামকৃষ্ণ মিশন ঘটনা প্রসঙ্গ মিটিং কক্ষে তুলে ধরতেই তাতে বাধা আনেন চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হন সিপিএম কাউন্সিলারেরা। তৎক্ষনাত প্রশ্ন করার আবেদন পত্র সভাকক্ষে ছিঁড়ে সভা বয়কট করেন। তাদের দাবি বিষয়টি ধামাচাপা দিতেই এমন বাকরুদ্ধ করার প্রচেষ্টা শাসক দলের বলে অভিযোগ করেন সিপিএম কাউন্সিলর শরদিন্দু চক্রবর্তী। অন্যদিকে মেয়র গৌতম দেব জানান, মিটিং ওয়াক আউট খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা চাই বিরোধীরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করুক। তবে পুর আইনের উর্দ্ধে গিয়ে সিপিএম বিতর্কিত আলোচনা তোলার চেষ্টা করছিল।

Mathew Easow Research Securities Ltd.

Regd. Off.: 128, Rashbehari Avenue, Rajkamal Building, 1st Floor, Kolkata - 700 029 Email : mers.ltd@gmail.com , Website : www.mersl.co.in
CIN - L74910WB1994PLC064483

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹. in Lacs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended 31.03.24 (Audited)	Quarter Ended 31.12.23 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.23 (Audited)	Year Ended 31.03.24 (Audited)	Year Ended 31.03.23 (Audited)
1	Total Income from operations	1,268.44	61.22	60.59	1,454.19	247.20
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3.38	1.15	1.73	8.22	6.37
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.38	1.15	1.73	8.22	6.37
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.15	1.15	1.06	6.02	4.45
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.15	1.15	1.06	6.02	4.45
6	Equity Share Capital	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)				744.52	738.51
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic: ₹	0.03	0.02	0.02	0.09	0.07
	Diluted: ₹	0.03	0.02	0.02	0.09	0.07

Notes:
1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May, 28, 2024 and the audited results for the year ended March 31, 2024 have been duly audited by the statutory auditor of the company.
2. The Company is engaged in providing assistance to Corporate Bodies through Syndication of loans from various Bodies Corporate/Banks and Financial Institutions. In term of Ind AS 108 "Operating Segment", the Company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. Figures for the last quarter are balancing figures between Audited Figures in respect of full financial year and the un-audited published year to date figures upto the third quarter of the finance year.
4. The financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and the Company's website at www.mersl.co.in.
5. Previous year's/period's figures have been re-grouped / rearranged wherever necessary.

For Mathew Easow Research Securities Limited
Sd/-
Beda Nand Choudhary
Director
(DIN -00080175)

Place : Kolkata
Date : 28.05.2024

দিব্যাঙ্গজনদের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলির ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এলএমজি/ইএনজিজি/৭২ অব ২০২৪·, তারিখ ঃ ২৪-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের সাথে সম্পর্কযুক্ত সিনি. ডিইএন/IV/ লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে লামডিং ও সরুপথার স্টেশনে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি ও শৌচালয় সুবিধার ব্যবস্থার জন্য অবশিষ্ট কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৩৩,৮০,৯২০.২৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৬৬,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে ও খুলবে ২১-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টাপর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল সার্ভিসেস ইঞ্জিনিয়ার, দঃপূঃরেলওয়ে, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা ২০.০৬.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে। ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্যমান; বায়নামূল্য ঃ (১) এডিইই-এফএসিএডিই-২০২৪-৬, তারিখ ২৭.০৫.২০২৪। গার্ডেনরিচ কমপ্লেক্সে মেইন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে ফ্যাসাড লাইটিংয়ের ব্যবস্থার দ্বারা আলোকিতকরণের উন্নতিসাধন; প্রযোজ্যমতো জিএসটি সহ ২,৩০,৫৯,৫০৯ টাকা; ২,৬৫,৩০০ টাকা। (২) এডিইই-এসওএলএআর-২০২৪-৫, তারিখ ২৭.০৫.২০২৪। গার্ডেনরিচে ৫৫টি ১০ কেডব্লুপি, ২১টি ৫ কেডব্লুপি এবং ৪৬টি ২ কেডব্লুপি অন গ্রিড কানেক্টেড রুফ টপ সোলার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা; প্রযোজ্যমতো জিএসটি সহ ৩,৭৩,৩৪,৬২১.৮০ টাকা; ৩,৩৬,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ উভয়ের জন্য নেই (জিসিসি-২০২২ অনুযায়ী ই-টেন্ডারের দরুন)। বন্ধের তারিখ ঃ ক্রঃ নং ১-এর জন্য ২০.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টা এবং ক্রঃ নং ২-এর জন্য ১৯.০৬.২০২৪। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ উভয়ের জন্য এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোনওভাবে এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বি.দ্র. ঃ সব টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-192)

শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড

CIN : L99999WB1982PLC035576
রেজি. অফিস ঃ ৪, এন. এস. রোড, ১ম তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১
ইমেলঃ investors@shreetulsionline.com,
ওয়েবসাইট ঃ www.shreetulsionline.com

৩১ মার্চ ২০২৪ শেষ হওয়া ৪ র্থ ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য অডিটেড স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
[SEBI (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	০.১২০	০.১২০	০.১২০	০.৪৮০	০.৪৮০
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	(৩.৩৬৫)	(৩.১১১)	(৩.৪১৪)	(১৫.৩৫৮)	(১৫.০০৭)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৩.৩৬৫)	(৩.১১১)	(৩.৪১৪)	(১৫.৩৫৮)	(৬৬৬.৮০৮)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৩.৩৬৫)	(৩.১১১)	(৩.৪১৪)	(১৫.৭৯০)	(৬৬৭.২৯২)
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৩.৩৬৫)	(৩.১১১)	(৩.৪১৪)	(১৫.৭৯০)	(৬৬৭.২৯২)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৩৩৬.২৫৬	২৩৩৬.২৫৬	২৩৩৬.২৫৬	২৩৩৬.২৫৬	২৩৩৬.২৫৬
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				(২,০৪৯.৯৮১)	(২,০৩৪.১৯১)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে এবং পরে) (প্রতি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়) মূল এবং মিশ্র	(০.০১৪)	(০.০১৩)	(০.০১৫)	(০.০৬৮)	(২.৭২৮)

মন্তব্য ঃ
উপরে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বছরের শেষ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট এখানে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেমন. viz.www.bseindia.com & www.mesi.in । একই কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন পাওয়া যায়. viz. www.shreetulsionline.com।

শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড
বিনোদ কুমার বড়রা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
DIN No.:00780848

তারিখ ঃ ২৮ মে, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

বাঁধ পারাপারের কাজ সঠিক করার দাবিতে বিক্ষোভ সেচ দপ্তরে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ মে ঃ বাঁধ পারাপারের কাজ সঠিক করার দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন সেচ দপ্তরে। জলঢাকা নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা এদিন সেচ দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করেন। মূলত তাদের দাবি দীর্ঘ কয়েক বছর পর জলঢাকা নদীর বাঁধের পারাপারের কাজ শুরু হলেও সেই কাজে অনিয়ম চলছে। বাঁধ বাধানো হলেও তা একেবারে অনিয়ম। আর এই কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য আজ সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এর কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। তারা বলেন কয়েক বছর আন্দোলন করার ফলেই জলঢাকা এলাকায় বাঁধ পারাপারের কাজ চলছে কিন্তু কাজে অনিয়ম চলছে। কাজের যে সামগ্রী ব্যবহার হচ্ছে তা অনেকটাই নিম্নমানের। তাই সেচ দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হলো।

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেড

CIN - L65993WB1980PLC032908
নিবন্ধিত অফিসঃ পূর্বাশা হাউস, ২৫, পার্ক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোনঃ ২২২৯-২৮৮১, ২২৪৯-৫৫২৪, ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩- ৪০৬২৫২৬৯
ওয়েবসাইট ঃ www.purbasharesources.in
ই-মেইলঃ corporate@purbasharesources.in

৪৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেডের সদস্যদের (''কোম্পানি'') ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''কোম্পানি'') ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে (কোম্পানি) ২০ জুন, ২০২৪ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.০০ টায় (IST) অনুষ্ঠিত হবে। VC বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (''OAVM'') কোম্পানি আইন, ২০১৩ (অ্যাক্ট) এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, এর অধীনে প্রণীত নিয়ম, নিয়ন্ত্রক বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলি এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, ৪৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করার জন্য, প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে, কোম্পানি ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের জন্য ৪৪তম এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে। যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ডিপোজিটরিগুলিতে নিবন্ধিত রয়েছে তাদের ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে এই নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.purbasharesources.in, কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে পাওয়া যায়। www.cse india.com এ এবং www.evotingindia.com এ সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এ। ২৮ মে, ২০২৪ তারিখে ইমেলের মাধ্যমে AGM-এর নোটিশ এবং আর্থিক বছরের ২০২৩-২০২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বুক বন্ধঃ
আইনের ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বুক শুক্রবার, ১৪ জুন, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ২০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয়দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং ঃ
কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এবং SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর বিধি ৪৪ এর সাথে পড়া আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট সুবিধা প্রদান করছে এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে এজিএমের আগে এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এবং এই উদ্দেশ্যে, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধার্থে কোম্পানি সিডিএসএল নিয়োগ করেছে। রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএম-এর নোটিশের অংশ হিসেবে নোটে দেওয়া আছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে -
ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ হবেঃ

রিমোট ই-ভোটিং শুরু	সোমবার, ১৭ জুন, ২০২৪ সকাল ৯.০০ এ
রিমোট ই-ভোটিং শেষ	বুধবার, ১৯ জুন, ২০২৪ বিকাল ৫.০০ মিনিটে

এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা নিস্ক্রিয় করা হবে। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৩ জুন, ২০২৪। দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে। সভা চলাকালীন এবং সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা ইতিমধ্যে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা সভার সময় তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন। একজন ব্যক্তি যার নাম কাট-অফ তারিখে সদস্যদের রেজিস্টার / রেজিস্টার অফ বেনিফিশিয়াল ওনার্সে নথিভুক্ত করা হয়েছে কেবলমাত্র এজিএমের আগে / চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
গ. যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ১৩ জুন, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন তিনি লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাদের ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে secretarial@purbasharesources.in-এ কোম্পানির কাছে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ই-ভোটিংয়ের জন্য। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে AGM-এর নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত।
ঘ) যে সদস্যরা AGM-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা রেজোলিউশন(গুলি)তে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও VC/OAVM-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হবেন কিন্তু এই জাতীয় রেজোলিউশন(গুলি)তে আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ঙ) ডিম্যাট আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং তাদের ইমেল এবং কেওয়াইসি বিশদ আপডেট করেনি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যে সদস্যরা কোম্পানির শেয়ার ধারণ করেছেন এবং তাদের ইমেল এবং কেওয়াইসি বিশদ আপডেট করেননি তাদের ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৭ ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি -এ Niche Technologies Private Limited-এ প্রয়োজনীয় সহায়ক নথি সহ ফর্ম ISR - ১ জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। , কলকাতা - ৭০০০১৭, অথবা ই-মেইল (নাম এবং ফোলিও নম্বর সহ) nichetechpl@nichetechpl.com এ। উল্লিখিত ফর্মটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.purbasharesources.in বা RTA-এর ওয়েবসাইট www.nichetechpl.com থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ই-মেইল লিখতে পারেন বা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।
ডিপোজিটরি অর্থাৎ CDSL এবং NSDL-এর মাধ্যমে লগইন সংক্রান্ত যেকোন প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য হেল্পডেস্কঃ

লগইন টাইপ	হেল্পডেস্ক বিস্তারিত
CDSL-এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটিজ ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার	লগইনে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন সদস্যরা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ অনুরোধ পাঠিয়ে সিডিএসএল হেল্পডেস্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন বা টোল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩।
এনএসডিএল-এর সাথে ডিম্যাট মোডে সিকিউরিটি ধারণকারী ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার	লগইনে কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন সদস্যরা evoting@nsdl.co.in-এ অনুরোধ পাঠিয়ে NSDL হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করতে পারেন বা টেলিফোন নম্বরে কল করতে পারেন। ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০

পূর্বাশা রিসোর্সেস লিমিটেডের পক্ষে,
বিকাশ আগরওয়াল বিংহ্রাজকা
চেয়ারম্যান
DIN:00012978

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮।০৫।২০২৪

আলিপুরদুয়ার জংশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৫৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৪-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নংঃ ২৯-এপি-I-২০২৪; কাজের নাম ঃ বিজি-১ সেকশনে মাইনর ব্রিজ নং. ৭৮, ৭৯, ৯৬, ১৩০ -এর ব্যারেল দৈর্ঘ্য সম্প্রসারণ এবং ব্রিজ নং. ৫৭ -এর হেলে যাওয়া উইং ওয়ালের মেরামতি। টেন্ডার মূল্য: ১,২৪,৪১,৭৮৯.৬১টাকা; বায়না মূল্য: ২,১২,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১৭-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৭.০৫.২০২৪। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/ শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- টেন্ডার নং. টিএন-৩৪-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার /১/ শিয়ালদহ-র আওতাধীনে ওয়েল্ডিং অংশের সরবরাহ ও দেখভাল সমেত অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি পদ্ধতির দ্বারা রেল জয়েন্টসমূহর ওয়েল্ডিং; টেন্ডার মূল ঃ ₹৩,২২,০৫,২৮৩.১০। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ₹৩,১১,০০০.০০; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২১.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ ঃ www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ২১.০৬.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। SDAH-67/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ওমনি হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ ১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51100WB1979PLCO32376 ফোন ঃ ২২৩০ ৯০৯৫, ইমেলঃ omniko11979@gmail.com

৩১ মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের জন্য স্বতন্ত্র অডিটেড আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	১৫৩১০	৮৫২৭	০	১৫৩১০	১৭১৯৮
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	১১৯৩৯	৭৩৫৮	(৮৬৫)	১১৬১৬	১৫৭৪৫
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১১৯৩৯	৭৩৫৮	(৮৬৫)	১১৬১৬	১৫৭৪৫
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১০০৮৩	৪৮৮৬	(৮৬৫)	৯৭৬০	১৩২৭৩
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৫২৫১৩	(৬৯৬৪)	৩৭৪৩৮	৩৪১৪০৫	১১৮২০০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪০০	২৪০০	২৪০০	২৪০০	২৪০০
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	২০২৭৬৪৬	১৬৮৬২৪১	১৬৮৬২৪১	২০২৭৬৪৬	১৬৮৬২৪১
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে এবং পরে) (প্রতি ১ /- টাকা) (বার্ষিক নয়)					
	মূল	৪.১৯	২.০৪	-০.৩৬	৪.০৭	৫.৫৩
	মিশ্র	৪.১৯	২.০৪	-০.৩৬	৪.০৭	৫.৫৩

দ্রষ্টব্যঃ
(ক) উপরেরটি SEBI (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সহ স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল ক্ষেত্রের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওযেবসাইট (www.csindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.omniholdings.in)।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
স্বা /-
অরুণ কুমার লোহিয়া
ডিরেক্টর
DIN: 00613114

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮।০৫।২০২৪

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড

CIN : L17119WB1935PLC046111
রেজি. অফিস ঃ ৯ / ১, আর. এন. মুখার্জী, কলকাতা- ৭০০০০১
টেলিফোন ঃ ০৩৩ - ২২৬২ ৪৪১৩ (এক্সটেন. ৮৬০)
ইমেলঃ rjm.ho@rjm.co.in, ওয়েব সাইট ঃ www.rameshwarajute.com

২৮.০৫.২০২৪ তারিখে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক / বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	অনুরূপ তিন মাস আগের বছরের শেষ হয়েছে ৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	চলতি সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান শেষ ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	পূর্ব সময়ের জন্য বছর থেকে তারিখ পরিসংখ্যান শেষ ৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	১০.৮৫	৩.২৯	১২.২২	৩২.০৩	৩৩.৫৮
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	(৬৯.৪২)	(৭৭.৩৬)	(১৮.৭৮)	(৩০৮.০০)	(২৩৪.৯৮)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৬৯.৪২)	(৭৭.৩৬)	(১৮.৭৮)	(৩০৮.০০)	(২৩৪.৯৮)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(৪২.৩০)	(৭৭.৩৬)	৩১.৭৭	(২৮০.৮৮)	(১৮৪.৪৩)
৫.	সমযকালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৩০.৫৮)	(৯.৮৩)	৬৪৪.৯৪	(৩৪.৫৭)	৩৯৮.৪১
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১	২৬.৬১
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	--	--	--	৮,১২৬.৩৯	৮,১৬০.৯৬
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (বার্ষিক নয়)					
	মূল	(১৫.৯০)	(২৯.০৭)	১১.৯৪	(১০৫.৫৭)	(৬৯.৩৩)
	মিশ্র	(১৫.৯০)	(২৯.০৭)	১১.৯৪	(১০৫.৫৭)	(৬৯.৩৩)

দ্রষ্টব্যঃ
ক) উপরোক্তটি ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ফলাফলগুলি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছেঃ http//rameshwarajute.com/quarterly_results.php
খ) কোম্পানি (ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ম, ২০১৫ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২৪-এর শেষ প্রান্তিক / বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতিতে কোনো ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম সমন্বয় করা হয়নি।

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
আর. পি. পানসারি
(চেয়ারম্যান)
DIN: 00869222

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮।০৫।২০২৪

আগ্রহের অভিব্যক্তি

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইওআই-সিএমএস-২০২৪-২০২৬ তারিখঃ ১২-০৪-২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে সীএমএস, মণ্ডল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত বন্ধ হওয়া নিম্নলিখিত কাজের হেতু নির্ধারিত প্রপত্রে ই-টেণ্ডার আমন্ত্রণ করছেঃ
টেণ্ডারের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নঅনুসার হবেঃ
টেণ্ডার নং. ১ কাজের নামঃ ডিআরএইচ/এনএফআর/কাটিহারের জন্যে খুচরো যোগানের হেতু টেণ্ডার এবং ওষুধ ও শল্য চিকিৎসকীয় সামগ্রীর অনুমোদিত যোগানদাতা রূপে উনাদের পঞ্জীয়নের জন্যে ওষুধ এবং শল্যচিকিৎসকীয় সামগ্রীর যশস্বী সুপ্রতিষ্ঠিত খুচরো বিক্রেতাদের থেকে আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করা হয়েছে। বায়না রাশিঃ ৭,২০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখঃ ২০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়।
নোটঃ (১) উপরোক্ত টেণ্ডারের টেণ্ডার বুকলেট সহিত সম্পূর্ণ তথ্য টেণ্ডার বন্ধ হওয়া ২০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। (২) ই-ডাক ছাড়া উপরোক্ত টেণ্ডারের বিপরীতে অন্য ডাক গ্রহণ করা হবে না। এই উদ্দেশ্যে, আইটি অ্যাক্ট-২০০০ এর অধীনে সীসীএ দ্বারা জারি করা একটি ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রমাণপত্র সহিত আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ভেণ্ডর/ডাককর্তাগণ ওনাদেরকে পঞ্জীয়ন করতে হবে। (৩) বিত্তীয় দর পেজে অন্তর্ভুক্ত এবং যথোপযুক্তভাবে ডিজিট্যালি স্বাক্ষরিত দর বিবেচিত করা হবে। ভেণ্ডর/ডাককর্তাগণ দ্বারা যদি যেকোনো অন্য ফর্ম/লেটারহেডে যেকোনো অন্য বিত্তীয় অস্তিত্ব থাকা দর সংলগ্ন করে, তাহলে সেটা সরাসরি অস্বীকার করা হবে। (৪) সংলগ্ন করা টেণ্ডার প্রপত্রের উপরে টেণ্ডারকর্তা স্বাক্ষর করতে হবে। (৫) এই টেণ্ডার নোটিসটি https://nfr.indianrailways.gov.in এ আপলোড করা হয়েছে। (৬) ই-টেণ্ডারিঙের সন্দর্ভে বায়না রাশি জমা (ইএমডি) পরিশোধ কেবল নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। (৭) যেকোনো অসুবিধার ক্ষেত্রে, আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হেল্পডেস্ক থেকে সাহার্য নিতে পারবেন। (৮) টেণ্ডারকর্তারা আগামী ২০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টা পর্যন্ত অনলাইনে জমা দিতে পারবেন।

মুখ্য চিকিৎসা অধীক্ষক, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

SPANGLE MARKETING LIMITED

CIN: L51311WB1984PLC050209
Regd. Office :P-103, Princeep Street, 3rd Floor,Room No.24, Kolkata-700072 Email:parida.1995@rediffmail.com
Website : www.spanglemarketing.in
Phone: 033 2237 0373 / 5021

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 . IND-AS COMPLIANT

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.24 Audited	Quarter Ended 31.12.23 Unaudited	Quarter Ended 31.03.23 Audited	Year Ended 31.03.24 Audited	Year Ended 31.03.23 Audited
1	Total income from operations	-4.71	-13.65	-0.45	-2.89	-10.05
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-9.05	-16.36	-5.00	-16.09	-19.41
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-9.05	-16.36	-5.00	-16.09	-19.41
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	-9.05	-16.36	-5.00	-16.09	-19.55
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-9.05	-16.36	-5.00	-16.09	-19.55
6	Equity Share Capital	220.22	220.22	220.22	220.22	220.22
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00	132.27	148.36
8	Earning Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-					
	1. Basic :	-0.041	-0.074	-0.023	-0.073	-0.089
	2. Diluted :	-0.041	-0.074	-0.023	-0.073	-0.089

Notes:
1 The above statement of Audited financial results for the quarter and year ended 31st March, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 28th May, 2024
2 The statement of Audited financial results for the quarter and Year ended 31st March, 2024 have been prepared in compliance with the recognition and measurement principle laid down in the Indian Accounting Standard 34 " Interim Financial Reporting "("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 required with relevant rules thereunder and other recognised accounting practices and policies generally accepted in india.
3 The statutory Auditor have carried out a "Limited Review Report" on the Audited financial results for the quarter and Year ended 31st March, 2024 in terms of Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. There are no qualifications in the report issued by the auditors.
4 The Company is engaged in Investment business (i.e. Financial Acitivity) and there is no separate reportable segment as per Ind AS 108.
5 Figure for the previous period have been regrouped/ rearranged whenever considered necessary to confirm to the current period presentation/ classification / disclosure.
6 The Financial Results of the Company are submitted to Metropolitan Stock Exchange of India Limited and are available on company's website at www.spanglemarketing.in
7 This statement is as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
8 There is no Investor complaints received or pending as on quarter ending 31st March, 2024.

For and on behalf of the Board of Directors
For Spangle Marketing Limited

Sd/- (Palash Chandra Karmakar) Director DIN:06514584
Sd/- (S. K. Parida) WTD DIN:00062443
Sd/- Pradosh Ranjan Biswal CFO PAN: CSHPB5555Q
Sd/- Amit Kumar Giri Company Secretary M NO: A65846

Place : Kolkata
Date : 28.05.2024

ভ্রমণ

৯ পর্বত আরোহীর গল্প যারা এভারেস্টে অকালে হারিয়ে গিয়েছে

মাউন্ট এভারেস্টহিমালয় পর্বতমালা তথা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। উচ্চতা ২৯ হাজার ৩২ ফুট। শত বছরের বেশি সময় ধরে পৃথিবীর নানা প্রান্তের দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল সর্বোচ্চ এই শিখরের অহম জয় করতে চেয়েছে। ১৯৫৩ সালের ২৯ মে নিউজিল্যান্ডের এডমন্ড হিলারি ও নেপালের তেনজিং নোরগের বদৌলতে গোটা মানবজাতিই জয় করে 'অজেয়' এই শৃঙ্গ। কিন্তু এত সহজেই কি পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছে মানুষ? প্রতি পদে যেখানে মৃত্যুর হাতছানি, সেখানে হাজার হাজার অভিযাত্রীর মধ্যে ২০২২ সাল পর্যন্ত ভাগ্যবান ৬ হাজার ৯৮ জন এভারেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। অনেকেই আবার হারিয়ে গেছেন এভারেস্টের সাদা বরফের চাদরে। এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে আর কখনোই ফিরে আসেননি, এমন ৯ বিখ্যাত অভিযাত্রী সম্পর্কে জানুন। তার আগে বলে রাখি, এভারেস্ট থেকে না-ফেরাদের দলে একজন বাংলাদেশিও আছেন মোহাম্মদ খালেদ হোসেন (১৯৭৯-২০১৩), সজল খালেদ নামেই যিনি বেশি পরিচিত।

১. জর্জ ম্যালোরি

১৯২১ ও ১৯২২ পরপর দুবছর এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা করেন ইংরেজ পর্বতারোহী জর্জ ম্যালোরি। দুবারই ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয় তাঁকে। সবকিছু গুছিয়ে ১৯২৪ সালে আবার নতুন করে অভিযানে নামেন তিনি। পর্বতারোহী অ্যান্ড্রু আরভিনকে সঙ্গে নিয়ে এভারেস্টের চূড়ায় পা রেখেছিলেন জর্জ ম্যালোরি। কিন্তু ফেরার পথে ৮ জুন দুজনই নিখোঁজ হন। নিখোঁজ হওয়ার ৭৫ বছর পর, ১৯৯৯ সালে আরেক দল অভিযাত্রী ম্যালোরির দেহাবশেষ দেখতে পায়। এভারেস্টের শুভ্র চাদরে ম্যালোরির চিরতরুণ দেহটি পাওয়া গেলেও এখনো পাওয়া যায়নি আরভিনকে। সফলভাবে সমতলে ফিরে এলে ম্যালোরি এবং আরভিনই হতেন এভারেস্ট জয় করা প্রথম মানুষ।

২. হানালুহা শ্মাৎজ

১৯৭৯ সালে স্বামী জেরার্ড শ্মাৎজের সঙ্গে এভারেস্ট অভিযানে নেমেছিলেন হানালুহা। ভিন্ন দুটি দলের হয়ে দুজনই এভারেস্ট জয় করেছিলেন। কিন্তু ফেরার পথে বাধে বিপত্তি। নামতে গিয়ে অক্সিজেনের অভাবে অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়েন হানালুহা। ক্যাম্প-৪ থেকে কিছুটা দূরে বিশ্রামের জন্য থামেন তিনি। নিজের ব্যাকপ্যাকে হেলান দিয়ে বসে মাথাটা ঝুঁকে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিশ্রামরত অবস্থায় ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হয়ে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ৩৯ বছর বয়সী এই জার্মান পর্বতারোহী। ওদিকে তাঁর স্বামী জেরার্ড ভিন্ন আরেকটি দলের সঙ্গে নেমে পড়েন এভারেস্ট থেকে। কয়েক বছর পর যখন হানালুহার দেহ এভারেস্টে আবিষ্কৃত হয়, তখনো তিনি নিজের ব্যাকপ্যাকে হেলান দিয়েই বসে ছিলেন। বাতাসে তাঁর সোনালি চুলগুলো উড়ছিল এলোমেলো শুধু চোখের দৃষ্টি ছিল নিথর।

৩. গ্রিন বুট (সেওয়াং পালজর)

১৯৯৬ সালের মে মাসে ভারতের ইন্দো-তিব্বতীয় সীমান্ত পুলিশের ৬ সদস্যের একটি অভিযাত্রী দল এভারেস্টে ওঠে। স্বাভাবিক গতিতেই চূড়ার কাছে পৌঁছে যায় দলটি। ১০ মে দলটি চূড়া থেকে একটু দূরে মারাত্মক তুষারঝড়ের কবলে পড়ে। ৬ জনের মধ্যে ৩ জন চূড়ায় না উঠে ফিরে আসেন। সুবেদার সেওয়াং স্মানলা, ল্যান্স নায়েক দর্জি মরুপ ও হাবিলদার সেওয়াং পালজরএই তিনজন চূড়ায় ওঠার জন্য এগিয়ে যান। সেদিন বিকেলে রেডিওতে তাঁরা এভারেস্ট জয়ের খবর বেজক্যাম্পে জানান। চূড়ায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে তাঁরা নেমে আসতে শুরু করেন। কিন্তু এরপর ওই ৩ জনের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। সপ্তাহখানেক পর ১৬ মে আরেকটি অভিযাত্রী দল শৃঙ্গের কাছেই নর্থ রিজ এলাকায় সবুজ রঙের বুট পরা এক পর্বতারোহীর নিথর দেহ দেখতে পায়। ধারণা করা হয়, সবুজ বুট পরা ওই মৃতদেহটি হারিয়ে যাওয়া ভারতীয় পর্বতারোহী সেওয়াং পালজরের।

৪. রব হল

রব হল ছিলেন তাঁর সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্বতারোহীদের মধ্যে অন্যতম। নিউজিল্যান্ডে জন্ম নেওয়া অসীম সাহসী এই অভিযাত্রী একে একে পৃথিবীর সাত মহাদেশের সাতটি উঁচু শৃঙ্গ জয় করার পর ১৯৯৬ সালের মে মাসে আবারও এভারেস্ট জয়ের অভিযানে নামেন। ১১ মে তীব্র তুষারঝড়ে আক্রান্ত হন। আরও অনেক অভিযাত্রীর সঙ্গে সেদিন তিনিও প্রাণ হারান।

৫. স্কট ফিশার

১৯৯৬ সালের মে মাসে মাউন্ট এভারেস্টে বয়ে যাওয়া তীব্র তুষারঝড়ে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারানো আরেক জনপ্রিয় অভিযাত্রী হলেন স্কট ফিশার। 'মাউন্টেন ম্যাডনেস' নামের এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তুষারঝড় শুরু হলে দলের অন্য সবার চেয়ে বেশিই ক্লান্ত হয়ে পড়েন স্কট। দলের বাকিদের বাঁচাতে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক সাহসী সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তাঁকে ফেলে রেখে দলের বাকিদের সামনে এগিয়ে যেতে বলেন। এরপরই ধীরে ধীরে ঠান্ডায় জমে যেতে শুরু করেন এই মার্কিন পর্বতারোহী। মৃত্যুর আগে পরার্থে নিজেকে বলি দেওয়ার নায়কোচিত এক আখ্যান লিখে গেছেন স্কট।

৬. ফ্রান্সিস আর্সেন্তিয়েভ (স্লিপিং বিউটি)

অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া এভারেস্টজয়ী প্রথম মার্কিন নারী হয়ে রেকর্ড গড়ার স্বপ্ন ছিল ফ্রান্সিসের। স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যেই ১৯৯৮ সালের মে মাসে স্বামী সের্গেই আর্সেন্তিয়েভকে সঙ্গে নিয়ে এভারেস্ট অভিযানে নামেন ৪০ বছর বয়সী এই নারী। প্রথম মার্কিন নারী হিসেবে অক্সিজেনের সিলিন্ডার ছাড়াই এভারেস্ট জয় করার রেকর্ড গড়েন ফ্রান্সিস। জয়ের গৌরব নিয়ে স্বামী সের্গেইসহ চূড়া থেকে নামতেও শুরু করেন। হঠাৎই ফ্রান্সিসের গতি কমে যায়, স্বামীর থেকে পিছিয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ ফ্রান্সিসের দেখা না পেয়ে সের্গেই তাঁকে খুঁজতে শুরু করেন। অনেক চেষ্টা করেও ফ্রান্সিসের সন্ধান পেতে ব্যর্থ হন তিনি। জীবনসঙ্গীকে হারিয়ে সের্গেই দিশাহারা হয়ে পড়েন। নিজেও বিরূপ আবহাওয়ায় একসময় বরফের চাদরে নিথর হয়ে যান। চূড়ার কাছে ফ্রান্সিসের দেহ দৃশ্যমান হলেও তখন শুধু সের্গেইয়ের কুড়ালটি পাওয়া যায়। এর প্রায় বছরখানেক পর সের্গেইকেও পাওয়া যায় নিথর অবস্থায়। ফ্রান্সিসের স্নিগ্ধ নিথর দেহটি পর্বতারোহীদের কাছে রূপকথার 'স্লিপিং বিউটি' হিসেবে পরিচিত।

৭. বাবু চিরি শেরপা

এভারেস্টে ওঠাটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিলেন বাবু চিরি। ১০ বার এভারেস্ট জয় করেও তিনি ক্ষান্ত হননি। সবচেয়ে দ্রুত সময়ে আরোহণ আর অক্সিজেনের সিলিন্ডার ছাড়া সবচেয়ে দীর্ঘ সময় চূড়ায় অবস্থান করার দুঃসাহসী রেকর্ডটিও তাঁর দখলে ছিল। ২০০১ সালে যখন ১১তম বারের মতো এভারেস্ট জয়ের উদ্দেশ্যে বের হন, ক্যাম্প-২-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার জন্য বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে হুট করে পিছলে খাদে পড়ে যান। অকালে প্রাণ হারান নেপালের ইতিহাসের অন্যতম সাহসী এই অভিযাত্রী।

৮. ডেভিড শার্প

২০০৬ সালে এভারেস্ট জয়ের উদ্দেশ্যে বের হন ইংরেজ পর্বতারোহী ডেভিড শার্প। কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই পুরোপুরি নিজের চেষ্টায় চূড়ায় উঠে পড়েছিলেন। ফেরার পথে চূড়া থেকে কিছুটা নিচে সেওয়াং পালজরের মৃতদেহের পাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বিশ্রামরত অবস্থায় হঠাৎ করে ঠান্ডায় জমে যেতে শুরু করেন ডেভিড। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাঁর পাশ দিয়ে কমপক্ষে ৪০ জন আরোহী নেমে যান। কিন্তু কেউই মুমূর্ষু ডেভিডের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেননি। পরে একসময় বিখ্যাত পর্বতারোহী সেওয়াং পালজরের মৃতদেহের পাশেই নিথর হয়ে যান ডেভিড।

৯. শ্রিয়া শাহ-ক্লোরফিন

২০১২ সালে মাউন্ট এভারেস্টে যে ১২ জন অভিযাত্রী প্রাণ হারান, তাঁদের মধ্যে শ্রিয়া অন্যতম। নেপালি বংশোদ্ভূত এই কানাডীয় নাগরিক ২০১২ সালের মে মাসে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন। চূড়ায় উঠে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি শ্রিয়া। বেশি সময় নিয়ে ফেলেছিলেন সেখানে। ক্যামেরায় এভারেস্টের অপার্থিব ছবি বন্দী করছিলেন। অতিরিক্ত সময় নেওয়ার কারণে তাঁর সিলিন্ডারের অক্সিজেন একসময় ফুরিয়ে যেতে শুরু করে। চূড়া থেকে নেমে আসার পথে ২৬ হাজার ফুট উচ্চতায় অক্সিজেনের অভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন শ্রিয়া। পরে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। সহযাত্রীরা তাঁর দেহাবশেষ পরে বেস ক্যাম্পের কাছে এনে রাখেন।

তথ্যসূত্রঃ হেডেনরু ও উইকিপিডিয়া

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমে রেমেল ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

সাব্রুম, ২৮ মে ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুমে রেমেল ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। গাছ পড়ে বেশ কয়েকটি বিদ্যুতের খুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধস পড়ে বহু রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে। গাছ পড়ে একটি মারুতি গাড়ি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি হলেও বিকাল থেকে আবহাওয়ার কিছু উন্নতি হয়েছে।

এদিকে, ডিসিএম নকুল দাসের নেতৃত্বে বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী ২৪ ঘন্টা কাজ করে চলেছে। এই বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীতে ৯ নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআরের একটি দল, পূর্ত দপ্তর, জল দপ্তরের কয়েকজন আধিকারিক প্রায় ২৪ ঘন্টা কাজ করছে। পুর্ত দপ্তরের দুইটি ড্রজার বিভিন্ন এলাকার ধ্স সরানো থেকে শুরু করে ব্রিজ সংস্কার করার ফলে আজ বিকাল থেকে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

তবে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। শহরের একটা অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে। বাকি বিভিন্ন অংশ এখনো অন্ধকারে রয়েছে। ফলে পানীয় জল সহ হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা, বিভিন্ন জীবনদায়ী ওষুধের সংরক্ষণে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ডিসিএম নকুল দাস জানান, বিপর্যয় মোকাবেলা টিম প্রায় ২৪ ঘন্টা কাজ করে চলেছে। আশা করা যাচ্ছে বুধবারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সহ জনজীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

ত্রিপুরায় অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির খবর সঠিক নয়ঃ সুশান্ত

আগরতলা, ২৮ মে ঃ গন্ডাতুইসা মহকুমায় অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি হয়েছে বলে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী যে অভিযোগ করেছেন তা সঠিক নয় বলে দাবি করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী মুখ্যসচিবকে গন্ডাতুইসা মহকুমায় অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছেন। অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রির ঘটনা নিয়ে বিরোধী দলনেতার অভিযোগ বিভ্রান্তিমূলক ও অসত্য বললেন খাদ্যমন্ত্রী। এদিন সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান খাদ্যমন্ত্রী। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী আরও জানান, গন্ডাতুইসা মহকুমার মোরমারি ত্রিপুরার সদ্যোজাত সন্তান বিক্রির অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নজরে আনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনার তদন্ত করে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এই ঘটনা সঠিক নয়। মোরমারি ত্রিপুরার কিছুদিন পূর্বে স্বামী প্রয়াত হয়েছেন। এর আগেই তার ৫ সন্তান রয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর ষষ্ঠ সন্তান গত ২২ মে, ২০২৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করে। মোরমারি ত্রিপুরা সদ্যোজাত শিশুকে দত্তক দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইনি জটিলতায় তা সম্ভব হয়নি। খাদ্যমন্ত্রী জানান, তার পরিবার গণবন্টন ব্যবস্থায় সব সুবিধা পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই রাজ্য চাইল্ড রাইট প্রটেকশন কমিশনের চেয়ারম্যান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহ প্রশাসনের আধিকারিকগণ মোরমারি ত্রিপুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বর্তমানে মোরমারি ত্রিপুরা ও তার সদ্যোজাত সন্তানের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য কুলাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রেস্তরাঁয় বিরিয়ানি খেয়ে মৃত্যু মহিলার, হাসপাতালে আশঙ্কাজনক ১৭৮ জন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কেরলের রেস্তরাঁয় বিরিয়ানি খেয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার। বমি, ডায়েরিয়ার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ১৭৮ জন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিশূর জেলার পেরিনজানাম এলাকার একটি রেস্তরাঁয়। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়।কেরলের ত্রিশূর জেলার পেরিনজানাম এলাকার একটি রেস্তরাঁ ঢালাও বিরিয়ানি বিক্রি করছিল। বিগত কয়েকদিন ধরে সেখানে ভিড়ও হচ্ছিল খুব। শয়ে শয়ে মানুষ সেই বিরিয়ানি খেয়েছেন। তবে গত শনিবার যে ঘটনা ঘটেছে তা আতঙ্ক ছড়িয়েছে আমজনতার মধ্যে। কারণ এই বিরিয়ানি খেয়েই মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। তাঁর নাম উজাইবা, বয়স ৫৬। পাশাপাশি ডায়েরিয়ার উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ১৭৮ জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।পুলিশ জানিয়েছে, ওই রেস্তরাঁ থেকে বিরিয়ানি খাওয়ার পরই সকলের বমি হয়, পেটের মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। অনেকেই পেটের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যান। তড়িঘড়ি সেই সব গ্রাহকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিষক্রিয়ার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। তাঁদের সঙ্গে খাদ্য সুরক্ষা দফতর এই ঘটনায় তদন্ত করছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, বিষক্রিয়া হল কী করে? আসলে যে খাবারটিকে বিরিয়ানি বলা হচ্ছে তা আদতে বিরিয়ানিই নয়। ইয়েমেনের একটি খাবারের রেসিপি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই ডিস তৈরি করে ওই রেস্তরাঁ যার নাম কুজিমান্থি। দেখতে পুরোপুরি বিরিয়ানির মতো লাগলেও তার স্বাদ, গন্ধ আলাদা। আর এটির সঙ্গে মেয়োনিস দেওয়া হয়। পুলিশের অনুমান, ওই মেয়োনিস থেকেই বিষক্রিয়া হয়েছে। আপাতত ওই রেস্তরাঁ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। রেস্তরাঁয় সার্ভ করা ওই বিরিয়ানির স্যাম্পেল নিয়ে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে ব্যবহৃত বাসনের পরীক্ষাও করা হবে। রেস্তরাঁটি সঠিক পদ্ধতিতে হাইজিন মেন্টেন করেছিল কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে।

রেমালের প্রভাবে বাংলাদেশের অন্তত ২১ জনের মৃত্যু

ঢাকা, ২৮ মে ঃ ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে উপকূলের বিভিন্ন এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের জেরে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত ঢাকা-সহ বাংলাদেশের ১০টি জেলায় অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। যারা মারা গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন এক দমকলকর্মীও। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। অনেক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ার সঙ্গেই কয়েক হাজার কাঁচা ঘরবাড়ি, দেওয়াল এবং গাছপালা ভেঙে পড়ে। জানা গিয়েছে, রেমালের প্রভাবে আলুটিলার বিভিন্ন স্থানে সড়কে গাছ ভেঙে পড়ে। সেগুলো কাটা হচ্ছিল। সেই কাজ করতে গিয়ে ওই দমকলকর্মীর মৃত্যু হয়েছে খাগড়াছড়িতে। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ খাগড়াছড়ির আলুটিলা এলাকায় গাছের ভেঙে পড়া ডাল সরানোর কাজ করছিলেন রাসেল হোসেন (২১)।

সোনামুড়া মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় রেমালের প্রভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত

বক্সনগর, ২৮ মে রেমালের প্রভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা একেবারে স্তব্ধ। সোমবার ভোর থেকে স্তব্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ পরিষেবা। খবর লেখা অব্দি নেই এলাকায় বিদ্যুৎ। অন্ধকারে নিমজ্জিত গোটা এলাকা। টানা ৩৮ ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকার কারণে পানীয় জল সরবরাহ বিঘ্নিত। মোবাইল চার্জ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ব্যাংক, অফিস আদালত সর্বত্র বিদ্যুৎ না থাকার কারণে কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে আছে। ঘটনা সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার বিস্তীর্ন এলাকায়।

এদিকে মহকুমার কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ মহেশপুর কাকরি নদীর দক্ষিণ পাড়ে অর্থাৎ সোনামুড়া- বিলোনিয়া বাইপাস সড়ক থেকে কালী কৃষ্ণনগর যাওয়ার সড়কের উপর বিশাল এক পুরানো আম গাছ ভেঙ্গে পড়ে। সোমবার বিকেল তখন চারটা,দক্ষিণের দমকা হাওয়ায় এবং ভারী বৃষ্টিতে এই ঘটনা ঘটে। সমরজিৎ পালের পরিবার সহ বসত ঘরের ভিতর এই সময় পাঁচজন ছিল। ঠিক ঘরের দেওয়াল ঘেষে বিশাল আম গাছটি পড়ে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সহ চাপা দিয়ে। সমরজিৎ পাল এবং তার স্ত্রী জানান, তাদের বসত ঘরেরও কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে বাথরুমের। তাদের আবেদন সরকার যেন আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেন। এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক রতন দেবনাথ জানান, আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীকে জানিয়েছি, তহশীলদারকেও জানিয়েছি দ্রুত রাস্তা পরিস্কার করে দেওয়ার জন্য।

রতনবাবু জানান, কাঠালিয়া থেকে কালী কৃষ্ণনগর সড়ক পথে যান চলাচল আপাতত গাছ কেটে না সরানো অব্দি এবং বিদ্যুতের তার সরিয়ে নেওয়া না হলে যান চলাচল সম্ভব নয়। তাই এই দুটি দপ্তরকে আমরা জানিয়েছি অতি দ্রুত রাস্তা সারাই করে দেওয়ার জন্য।

কিন্তু দপ্তরের কর্মীরা এখনো আসেনি। গাছ কেটে না সরানো অব্দি কালী কৃষ্ণনগর যাওয়াআসা যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ। এছাড়া, কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকায় একাধিক স্থানে রাবার বাগানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

Name Change
I, Pramila Rai (old name) W/O Bidhubhusan Roy, residing at Thumkati, Matla, Canning, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743329, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pramila Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/05/2024. Pramila Roy (new name) and Pramila Rai (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Bidhubhusan Rai (old name) S/O Akshay Roy, residing at Thumkati, Matla, Canning, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743329, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bidhubhusan Roy (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/05/2024. Bidhubhusan Roy (new name) and Bidhubhusan Rai (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Ghanaswam Das & Ghanshyam Das (old name) S/O Bhupati Das, residing at Vill & P.O.- Jabda, P.S.- Patashpur, Dist.- Purba Medinipur, Pin- 721456, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ghanashyam Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/05/2024. Ghanashyam Das (new name) and Ghanaswam Das & Ghanshyam Das (old name) all are same identical person.

Name Change
I, Pinjara Khatun (old name) W/O Golam Rahaman Mondal, residing at Gorainagar, Aziznagar, North 24 Parganas, North 24 Parganas, 743425, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pinjara Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/05/2024. Pinjara Bibi (new name) and Pinjara Khatun (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Purushottam Agarwala (old name) S/O late Sagar Mal Agarwala, residing at Hamirpur, PO.- Balichak, P.S.- Debra, Dist- Paschim Medinipur, Pin-721124, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Purusottam Agarwala (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/05/2024. Purusottam Agarwala (new name) and Purushottam Agarwala (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Dilip Biswas (old name) S/O Malukanta Biswas, residing at Vill.- Bhayna, P.O.- Bhayna Purbapara, P.S.- Hanskhali, Dist.- Nadia, Pin-741502, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Dilip Kumar Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/05/2024. Dilip Kumar Biswas (new name) and Dilip Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Narayan Chandra Mondal (old name) S/O Khitish Chandra Mondal, residing at Bidhanpally, Bidhan Sarani, P.O. & P.S.- Madhyamgram, Madhyamgram (M), Dist- North 24 Pgs, Pin- 700129, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Narayan Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat on 06/02/2021. Narayan Mondal (new name) and Narayan Chandra Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change
SAMIR AHAMAD KHAN, SON OF AMBIA KHATOON (MOTHER), RESIDING AT G-97/A BATTIKAL 1ST LANE, GARDEN REACH, KOLKATA -700024, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIR AHMED KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024. THAT SAMIR AHAMAD KHAN AND SAMIR AHMED KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
SAMIR AHAMAD KHAN, SON OF AMBIA KHATOON (MOTHER), RESIDING AT G-97/A BATTIKAL 1ST LANE, GARDEN REACH, KOLKATA -700024, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIR AHMED KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024.THAT SAMIR AHAMAD KHAN AND SAMIR AHMED KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ABBASBHAI, SON OF ABDUL HUSAIN, RESIDING AT 29/B, BENTINCK STREET, ORIENT CINEMA, KOLKATA G.P.O, PS-HARE STREET, KOLKATA -700001, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABBASBHAI ABDULHUSAIN ZALOTRAWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024. THAT ABBASBHAI AND ABBASBHAI ABDULHUSAIN ZALOTRAWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, NOOR ALAM S/O Kitabuddin resident of 29, Segun Bagan Lane, P.O. Telinipara, P.S. Bhadreswar, Dist.-Hooghly, Pin-712125 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name NOOR ALAM instead of MAHTAB ALAM, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Chandernagor on 25/01/2017. NOOR ALAM and MAHTAB ALAM both are same and one identical person.

Name Change
I MD HAMIDUL MONDAL, S/O MANIK MONDAL, R/O VILL SARAPPUR, PO DEWLI, PS CHAKDAHA, RANAGHAT, PIN-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAMIDUL MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024, THAT MD HAMIDUL MONDAL AND HAMIDUL MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Previously Called JOSEPHINE SHAZIA PARVEEN (old name) D/o, Alexander Anthony W/o,Md.Irshad R/o,15C,Shah Aman Lane,P.S.Ekbalpore, Kolkata -700023. Have changed my name as SHAZIA PARVEEN (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-28/05/2024.Therefore JOSEPHINE SHAZIA PARVEEN and SHAZIA PARVEEN are same identical persons not two different ones.

Name Change
I MOHAMMAD MOHSIN, S/O SHAIKH MOTIUR RAHMAN, R/O 15, KARAYA ROAD, PS BENIAPUKUR, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MOHSIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024, THAT MOHAMMAD MOHSIN AND MD MOHSIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,SABIHA PARVEEN W/o, SAJID USMAN R/o,13G/1B, Tiljala Lane P.S.Karaya Kolkata -700019.Declare that my minor son SHARIQ SAJID (D.O.B.16.06.2006)have changed his name from MD. SHARIQ SAJID (old name)to SHARIQ SAJID (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-28/05/2024. Therefore MD.SHARIQ SAJID and SHARIQ SAJID are same identical persons not two different ones.

Name Change
I SAMED ALI MALLICK , S/O SADER MALLICK, R/O VILL KHAJUTTY MALLICK PARA, PO KHAJUTTY, PS BAGNAN, HOWRAH -711303, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMED MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024, THAT SAMED ALI MALLICK AND SAMED MALLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Munni Devi (old name) D/O Raj Kumar Shaw, residing at 62/1B Kansaripara Road, Mata Rani Mandir, Bhawanipore, Kolkata 700025, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Munni Devi Shaw (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/05/2024. Munni Devi Shaw (new name) and Munni Devi (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Safakat Khan (old name) S/O Reyasat Khan, residing at 36/1W/1E, Topsia Road East, Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Safkat Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 28/05/2024. Safkat Khan (new name) and Safakat Khan (old name) both are same identical person.

Name Change
I MD JAKIR HOSSAN TARAFDER,S/O AKBAR ALI TARAFDAR,R/O VILL-NATHKURA,BARA BARIA,PO-BARBARIA,NADIA,PIN-741501,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAKIR HOSSAIN TARAFDAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024, THAT MD JAKIR HOSSAN TARAFDER AND JAKIR HOSSAIN TARAFDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I REZWANA IQBAL, W/O MOHAMMAD AKBAR, R/O B/29/A/H/25, PALM AVENUE, PS KARAYA KOLKATA -700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIZWANA AKBAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024, THAT RIZWANA AKBAR AND REZWANA IQBAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KAUSHIK GHOSH, S/O SANTOSH KUMAR GHOSH, R/O SUGAM HABITAT, BL-5, 4TH FLOOR, FL-4C, 158A, NASKARHAT , PICNIC GARDEN ROAD, 39, BUS STOP , TILJALA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAUSHIK SANTOSH GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024, THAT KAUSHIK SANTOSH GHOSH AND KAUSHIK GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I FATEMA ZOHER ATTARWALA, D/O ZOHER HATIMBHAI ATTARWALA, R/O AL ANWAR TOWERS, FLAT -6B3, 16/1F, EAST TOPSIA ROAD, PO GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FATEMAH ZOHER ATTARWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024, THAT FATEMAH ZOHER ATTARWALA AND FATEMA ZOHER ATTARWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DEBASIS KUMAR SAHA, S/O MRINAL KANTI SAHA, R/O MISHRATALA, DHANIAKHALI, HOOGHLY RURAL, PIN-712302, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASIS SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024, THAT DEBASIS KUMAR SAHA AND DEBASIS SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ISHANI AJMERA, D/O BHAVIK CHIMANLAL AJMERA, R/O 2/1D, LALA LAJPAT RAI SARANI, PS BHAWANIPORE, KOLKATA -700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISHANI BHAVIK AJMERA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/05/2024, THAT ISHANI BHAVIK AJMERA AND ISHANI AJMERA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

ভাইঝিকে ডাকতে গিয়েছিলেন, বন্ধ ঘরে তাঁর অবস্থায় মাথায় হাত পিসির

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ২৮ মেঃ সন্ধ্যা দেওয়ার জন্য ডাকতে গিয়েছিলেন ভাইঝিকে। কিন্তু এইভাবে মেয়েটাকে দেখতে হবে ভাবতেও পারেননি কেউ। ঘরে ঢুকে দেখেন মেয়েটির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি ময়নাগুড়িতে। ময়নাগুড়ি বার্নিস গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লা ডাবরি গ্রামের ঘটনা। সেখানেই একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীরে আত্মহত্যার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। মৃতের নাম বর্ষা বারুই (১৯)। জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ বর্ষার পিসি তাকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। এরপরই ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হয় ঝুলন্ত দেহ। পরিবার সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যা দেওয়ার জন্য

ভাইঝিকে ডাকতে যান পিসি। এরপর তিনি লক্ষ করেন তাঁর ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে ওই স্কুল ছাত্রী। পরে বাড়ির লোক তড়িঘড়ি ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে ওই ছাত্রীকে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দাদা লক্ষ্যদ্বীপ বাড়ুই বলেন, ''বোনের এহেন সিদ্ধান্তে অবাক হয়ে গিয়েছি। কোনও অশান্তি বা কোনও বকাবকি কিছুই করা হয়নি। কিন্তু কী কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটাল তা তাদের সকলের অজানা।'' এ দিকে, এই ঘটনার খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠিয়ে দিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

ভোটের মধ্যেই ফের বাংলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির তল্লাশি!

তারিখ জানিয়ে বড় অভিযোগ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ২৮ মেঃ লোকসভা ভোটের মধ্যেই ফের বাংলায় অভিযান চালাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি! প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং বিজেপির নির্দেশেই কেন্দ্রীয় সংস্থা এই অভিযান চালাবে বলে মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবারের রোড শো শেষে পথসভা থেকে অভিযোগ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১ জুন, শনিবার শেষ দফায় রাজ্যের আরও ৯টি আসনে ভোট হবে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতাসহ সংলগ্ন এলাকার আসনগুলি। অভিষেকের দাবি, শেষ দফা ভোটের আগের দিনই বাংলায় ফের অভিযান চালাতে পারে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। ৪ জুন দেশজুড়ে প্রকাশিত হবে লোকসভার ফল। ওই ফল ঘোষণার মাঝেও কেন্দ্রীয় এজেন্সির এই অভিযান চলবে বলে রীতিমতো তথ্য তুলে ধরে অভিযোগ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অভিষেকের দাবি, ''এক জন আয়কর কর্তা আমাকে জানিয়েছেন, যে তাঁকে ৩১ মে এবং ১ জুন পাঁচটি জায়গায় অভিযান চালাতে বলা হয়েছে।'' খানিক থেমে শ্লেষের সুরে যোগ করেছেন, ''এই হল বিজেপির অবস্থা-এজেন্সির, এজেন্সির দ্বারা এবং এজেন্সির জন্য ('অফ দি এজেন্সি, বাই দি এজেন্সি অ্যান্ড ফর দি এজেন্সি'))। কিন্তু আমরা জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য।'' পরে অভিষেকের ওই দাবি টুইট করেছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষও। অভিষেকের এহেন দাবি প্রকাশ্যে আসতে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলার ভোটে পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরেই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ফের তৈরি রেখেছে বিজেপি। যদিও এ ব্যাপারে গেরুয়া শিবিরের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।

পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করার আগে সুইসাইড নোটে শিক্ষকের 'কীর্তি' ফাঁস করে দিল পৌলমী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ মেঃ যুবতীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ এক শিক্ষককে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে সোমবার বিকেলে জলপাইগুড়ি শহরের আদর পাড়া এলাকায় এক যুবতী সুইসাইড নোট নিখে আত্মহত্যা করে। সুইসাইড নোটে দেখা যায় দেবরাজ তলাপাত্র নামে এক শিক্ষকের নাম। স্পষ্ট লেখা, 'আমার মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী দেবরাজ তলাপাত্র। ও আমার মন নিয়ে খেলেছে, আমার মন ভেঙেছে।' ওই সুইসাইড নোটকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। জানা যাচ্ছে দেবরাজ বিবাহিত। তাঁর দুই সন্তানও রয়েছে। পাশাপাশি তিনি একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত। মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেফতার করে

আদালতে তোলে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। সূত্রে খবর, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের সুবাদে পৌলমী বোস নামে বছর একুশের ওই যুবতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় দেবরাজের। গত এক বছরের বেশি সময় ধরে যাতায়াত ছিল। সোমবার নিজের ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে পৌলমী। বর্তমানে সে স্নাতকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছিল। সঙ্গে চলছিল ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতিও। পরিবারে দারিদ্রতার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু, মেধাবী পৌলমীই একদিন চাকরি করে সংসারের হাল ধরবেন, এ আশা ছিল পরিবারের সকলেরই। কিন্তু, আচমকা মেয়ের এই কাণ্ডে হতবাক সকলেই। শোকের ছায়া এলাকায়। মৃতার বাবার প্রবাল বসুও মেয়ের মৃত্যুর জন্য দেবরাজ নামে ওই শিক্ষককেই কাঠগড়ায় তুলছেন। তিনি বলছেন, ''আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী দেবরাজ। মেয়েকে ফিরে পাব না। কিন্তু ওর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।''

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েই উধাও শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২৮ মেঃ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ মালদহের তিন যুবক। তিনটি ভিন্ন ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। দুঃশ্চিন্তায় পরিবার। নিখোঁজদের পরিবার সূত্রে খবর, উত্তর প্রদেশের কানপুর, দিল্লি ও বিহারের পাটনায় কাজে গিয়ে আর সন্ধান মিলছে না তাদের। মালদহর ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রায় পাড়া এলাকার বাসিন্দা শিবাই রায়। বাবা মারা যাওয়ার পর পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। সেই তাগিদেই ভিন রাজ্যে পাড়ি দেন ওই যুবক। গত ১৫ দিন আগে বিহারের পাটনায় কাজে গিয়েছিলেন তিনি। পরিবারের দাবি, সেখানে কাজ করার সময় তাঁর মোবাইল ফোন হারিয়ে যায়। এরপর ১০০ টাকা ধার করে গত শনিবার সকালে বাড়ি ফিরে আসার কথা জানায় সে। যেখানে একদিনে বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার কথা সেখানে চার চার দিন কেটে গেলেও এখনও খোঁজ নেই শিবাইয়ের। এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় গোটা পরিবার।

DHAVAL EXPORTS LIMITED

CIN : L51900WB2005PLC101305

Regd. Office : P-9, Shibtolla Street, 4th Floor, Kolkata-700 007

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTE/YEAR ENDED 31st MARCH, 2024

[See regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(₹ in Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2024	Year to date figures/previous year ended 31.03.2024	Corresponding 3 months ended in the previous year 31.03.2024
1	Total Income from Operations	-	-	9.260
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(0.237)	(6.574)	8.129
3	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#)	(0.237)	(6.574)	8.129
4	Net Profit /(Loss) for the period (after Tax after Exceptional and /or Extraordinary items"#)	(0.235)	(6.572)	7.694
5	The Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(0.235)	(6.572)	7.694
6	Equity Share Capital	99.600	99.600	99.600
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.	186.218	186.218	184.997
8	Earning Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1, Basic :	(0.024)	(0.660)	0.772
	2. Diluted:	(0.024)	(0.660)	0.772

Notes :

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly /Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.

b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

c) #-Exceptional an/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind -AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

FOR DHAVAL EXPORTS LIMITED
Sd/-
Nitesh Jain
Director

Place : Kolkata
Date : 28.5.2024

পঞ্জাব নैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

শাস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট
পোস্ট ঃ বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬, ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময় (হার্ড কপি ও অনলাইনে) ঃ ২৭.০৬.২০২৪ (বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ২৮.০৬.২০২৪ (বেলা ১১.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জামিনদারদের উদ্দেশ্যে যে নিম্ন বর্নিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া রয়েছে ঋণদাতাকে, সংগঠিত / শারিরীক/ প্রতীকি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে, যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে যা আছে'', ''যা কিছু আছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে''** নিম্ন সারণীতে বর্নিত তারিখে, বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে উল্লেখিত গ্রাহক এবং জামিনদারদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং আয়ের মূল্য জমা করতে হবে উল্লেখিত সম্পত্তির ভিত্তিতে নিম্নেবর্নিত সারণীর উল্লেখ অনুসারে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে **www.mstcecommerce.com** লিংক প্রদান করা হয়েছে ওয়েব পোর্টালে (**https://www.ibapi.in**)। জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা অনুমোদিত ব্যক্তি মারফৎ দরপত্র জমা করতে।

লট নং.	ক) অ্যাকাউন্ট নাম (গ্রাহক) গ্রাহকের ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকদাতা / মালিকের নাম (দখলের অবস্থান)	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) দাবী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়ার পরিমান (সঙ্গে পরবর্তী সুদ, দাবী, ব্যয়, মূল্য পুণরুদ্ধার বকেয়া যদি থাকে) গ) অধিগ্রহণ তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি গ) দর বর্ধিত	ক) ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময় গ) নথিপত্র ও সম্পত্তি পরিদর্শন করার তারিখ
১.	ক) ১. **মেসার্স ভৌমিক এন্টারপ্রাইজ এ/সি নং. ০১৩৬২৫০০৬৭৯৯৯ (সিসি)** ২. **শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক** পিতা-গোপাল চন্দ্র ভৌমিক গ্রাম- রামকৃষ্ণপুর, পোস্ট-সুকদেবপুর, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৫০৩। খ) বি.ও.ঃ আমতলা	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ দ্বিতল বাড়ি রয়েছে গোটালাহাট রোড, গ্রাম ও মৌজা-রামকৃষ্ণপুর, জেএল নং. ৭০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৮৩, এল.আর. দাগ নং ১০৮৯, রামকৃষ্ণপুর বোরহানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন, পোস্ট-সুকদেবপুর, থানা-বিষ্ণুপুর, পিন-৭৪৩ ৩৯৮, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **চারদিকে ঘেরাঃ** উত্তরে-পাঁচু জানা ও কার্তিক জানার সম্পত্তি, দক্ষিণে-২০ ফুট প্রশস্ত গোতলহাট রোড, পূর্বে-যুগল খাড়ার সম্পত্তি, পশ্চিমে - পুকুর। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ১৯.০৯.২০২২ খ) টাকা. ৩৪,২৯,৬০১.০০ গ) ২০.০২.২০২৪	ক) টাকা. ২৯,৭৩,০০০/- খ) টাকা. ২,৯৭,৩০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
২.	ক) ১. **মেসার্স রিটাচ্ অ্যাকাউন্ট নং. ০১৩৭২৫০৩০৯১৪১ (সিসি)** **প্রো.ঃ শেখ রফিকুল ইসলাম** পিতা-স্বর্গীয় শেখ ফিরোজ আলি ২/বি, ড. এম.এন. সরকার রোড, ওয়ার্ড নং. ১১, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০১৩৭ খ) বি.ও.ঃ বাটানগর	বাস্তু জমির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ১.৭৫ দশমিক কম বা কম পরিমাপের এবং মৌজা-গড়ভুক্ত নন্দপুর, জেএল নং ৮, আরএস দাগ নং ৮৫৭, আরএস খতিয়ান নং ১০৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৭১১, ৩০৯৪, এলআর দাগ নং ১৩৫১, এ.ডি.এস.আর.-বজবজ, থানা-বজবজ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৌরসভার হোল্ডিং নং ২/ জিবি/ ১, ড. এম. এন. সরকার রোড বজবজ পৌরসভার সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ১১, ২০১২ সালের জন্য দলিল নং ০০৪২৮। **সম্পত্তিটি বেষ্টিতঃ** উত্তরে-সেখ সিরাপের বাড়ি, দক্ষিণ-৮ ফুট চওড়া রোড, পূর্ব-সেখ সইদুলের বাড়ি ও পশ্চিম-সেখ কোচির বাড়ি। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ৩০.০৮.২০২৩ খ) টাকা. ৯৯১,০৩৯.০০ গ) ০৬.০৩.২০২৪	ক) টাকা. ১৪,০৪,০০০/- খ) টাকা. ১,৪০,৪০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৩.	ক) ১. **তাপস দাস এ/সি নং. ৬৯২৭০০এনসি০০০০০০৭৮ (টিএল)** গ্রাম+পোস্ট-শিবনগর আবাদ, থানা-নামখানা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৫৭ ২. **মিঠু দাস** গ্রাম+পোস্ট-শিবনগর আবাদ, থানা-নামখানা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৫৭ খ) বি.ও.ঃ বাটানগর	জমির ইকিএম এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং নির্মিত আবাসিক ভবনের মোট জমির আয়তন ৫ দশমিক ৫ বাস্তু বসতবাড়ির জমি আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৩৭৯৭ / ৪৩২০, মৌজায় অবস্থিত এবং শিবনগর আবাদ, জেএল নং ৫৬, তৌজি নং ২৮৮১, আর.এস. খতিয়ান নং ৫২০ নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ২২৩২ নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত সীমার মধ্যে থানা-নামখানা, জেলা-দঃ ২৪ পরগনা-র অধীনে, ১৯৮৭ সালের জন্য উপহারের দলিল নং ৪০৯৫ এবং **সম্পত্তির বাউন্ডেড এবং সীমানাঃ** উত্তরে-পারিবারিক জমি, দক্ষিণে-পারিবারিক জমি, পূর্বে-পারিবারিক জমি, পশ্চিম-গ্রামের রাস্তা। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ২৭.০৯.২০২৩ খ) টাকা. ১৭,২০,২৯৫.০০ গ) ২১.০২.২০২৪	ক) টাকা. ১৩,৪১,০০০/- খ) টাকা. ১,৩৪,১০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৪.	ক) ১. **নুর ইসলাম মোল্লা এ/সি নং. ৬৯২৯০০এনসি০০০০০১৯৫ (টিএলপিএইএল) এবং ৬৯২৯০০৯৯০০০০০০২০ (ওডিপিআরএইচ)** ২. **শ্রী নুর ইসলাম মোল্লা** পিতা-স্বর্গীয় গোলাম মহম্মদ মোল্লা গ্রাম-রতনপুর, পোস্ট-মীরপুর দৌলতপুর, থানা-বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৪ ৩. **শ্রীমতি রেখা সুলতানা** স্ত্রী-নুর ইসলাম মোল্লা গ্রাম-রতনপুর, পোস্ট-মীরপুর দৌলতপুর, থানা-বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৪৪ খ) বি.ও.ঃ কলকাতা বারুইপুর	জমির ইকিউএম এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং প্রায় ০২ কাঠা এবং ০২ ছটাক ৩২ স্কোঃফিট পরিমাপের আবাসিক ভবন নির্মিত। যা পড়ে আছে এবং মৌজায় অবস্থিত-বারুইপুর, হোল্ডিং নং ৭৫৩ চক্রবর্তী পাড়া, জে.এল. নং ৩১, আরএস খতিয়ান নং ৬৩৯৪, আর.এস. দাগ নং ২৯৭৪, পিএস এর অধীনে তৌজি নং ২৫০-বারুইপুর, জেলা-বারুইপুর পৌরসভার অন্তর্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী রেখা সুলতানা নামে নথিভুক্ত,** স্বামী-মহঃ নুর ইসলাম মোল্লা রেজি. দলিল নং আই-০৮৮৩৩/ ২০১৩ দ্বারা যা ঘেরা উত্তরে-অন্যদের খালি জমি দ্বারা, দক্ষিণ-বলাই হায়দার এবং অন্যান্যদের বাড়ি দ্বারা, পূর্ব-আংশিক সাধারণ পথ দ্বারা এবং বলাই হায়দারের বাড়ির দ্বারা এবং পশ্চিম-সুবল চন্দ্র দাসের বাড়ি। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ২৭.১০.২০২৩ খ) টাকা. ১১,১৫,৫১০.৮১ গ) ১৭.০২.২০২৪	ক) টাকা. ২৪,৩৯,০০০/- খ) টাকা. ২,৪৩,৯০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৫.	ক) ১. **মেসার্স রামকৃষ্ণ ব্রিকস্ এ/সি নং. ০৭৮৫২৫০০২০০৩১ (সিসি) এবং ০৭৮৫৩০৬৮৪৪৯৭৪ (টিএল)** ২. **মঞ্জুরিকা হালদার,** গ্রাম-হালদারপাড়া, গৌরিপুর, পোস্ট + থানা-কুলপি, জেলা- দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৫১ ৩. **মদন মোহন হালদার,** পিতা-সাধন্য হালদার, গ্রাম-হালদারপাড়া, গৌরিপুর, পোস্ট+থানা-কুলপি, জেলা-দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৫১ খ) বি.ও.ঃ কুলপি	১.৮১ কাঠা পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ১৮২৯.৭০ বর্গফুট বিল্টআপ এলাকা সহ ২ তলা ভবন। মৌজা-কুলপি, খতিয়ান নং ৪৬৬, দাগ নং ৩৮২, ৩৮৫, থানা-কুলপি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ২২.০২.২০২৩ খ) টাকা. ২০,৪৭,২৯০.২৮ গ) ১৩.১২.২০২৩	ক) টাকা. ৩৫,৭৪,০০০/- খ) টাকা. ৩,৫৭,৪০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৬.	ক) ১. **মেসার্স বি.এস. গার্মেন্টস্ এ/সি নং. ০১৩৬২৫০০৬৮২৯৯ (সিসিওটিএইচ) এবং ০১৩৬০০০৮৫১৪৪ (টিএলজিসিএল)** ২. **ভবানী সিকদার মাখাল,** স্ত্রী-সুনীল সিকদার, গ্রাম-আমতলা চ্যাটার্জীপাড়া, আমতলা ভোডাফোন মিনি স্টোরের বিপরীত, পোস্ট-কোন্নগর, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৯৮ ৩. **সুনীল সিকদার,** পিতা-মনোরঞ্জন সিকদার, গ্রাম-আমতলা চ্যাটার্জীপাড়া, আমতলা ভোডাফোন মিনি স্টোরের বিপরীত, পোস্ট-কোন্নগর, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দঃ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৯৮ খ) বি.ও.ঃ আমতলা	জমির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং নির্মিত দুই তলা আবাসিক ভবনের মোট জমি রয়েছে ১ কাঠা ৮ ছটাক এবং গ্রাউন ফ্লোর ৯৮০ বর্গফুট। এবং প্রথম তলা ৯৮০ বর্গফুট আরএস নং ১৪ এবং ১৭, আরএস খতিয়ান নং ৬৪৪, ৬২৩ এবং ৬৪২, জেএল নং ৭৩, সাবেক দাগ নং ৯৮, হাল দাগ নং ৪৩০, থানা-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা। মৌজা-আমতলা ও **সম্পত্তি ভবানী সিকদার মাখালের নামে নথিভুক্ত,** স্বামী-সুনীল সিকদার রেজি. দলিল নং আই-০৪১১০/২০১০ এবং **সম্পত্তি ঘেরা** উত্তরে-শ্রী দুলালল পোদ্দারের ডোবা দ্বারা! দক্ষিণ-শ্রী সমীর কুমার দে'র ডোবা দ্বারা, পূর্ব দিকে-১০ ফুট চওড়া রাস্তার পাশে, পশ্চিমে-শ্রী নিরঞ্জন চক্রবর্তীর খালি জমি। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ১১.০৯.২০২৩ খ) টাকা. ১৮,২০,৩৭৩.৩৭ গ) ২০.০২.২০২৪	ক) টাকা. ৩২,৫৬,০০০/- খ) টাকা. ৩,২৫,০০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৭.	ক) ১. **মেসার্স রফিক সর্দার এ/সি নং. ১৯২১২১০০০১৯৫৩ (ওডি)** ২. **মহঃ রফিক সর্দার,** পিতা-মহঃ নূর হুসেন সর্দার, গ্রাম-পাটপুকুর, পোস্ট-বকুলতলা, থানা-জয়নগর, জেলা-দঃ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩৩৮ খ) বি.ও.ঃ প্রিয়ার মোড়	আবাসিক জমির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫২৮৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫২২, এনআর খতিয়ান নং ১৮৯৬, মৌজা-গারদেওয়ানি, থানা-জয়নগর, বৈশাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এবং **সম্পত্তি মোঃ রফিক সরদারের নামে আছে,** রেজি. দলিল নং আই-৫১১৭/২০১৪ এবং **সম্পত্তি ঘেরাঃ** উত্তরে কৃষ্ণ নস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণে-মিলন নস্করের ভূমি ও ভবন, পূর্বে-দাগ নং ৫২৯০-এর খালি জমি দ্বারা, পশ্চিমে-শশাধর পাটোয়ারির খালি জমি দ্বারা। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ২০.১০.২০২২ খ) টাকা. ৩,০০,৮১২.০০ গ) ১৯.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৭,১১,০০০/- খ) টাকা. ৭১,১০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৮.	ক) ১. **মেসার্স বাবুল এন্টারপ্রাইজ প্রোঃ বাবুল গাজি এ/সি নং. ১৯২১৩০০০০১৫৯৫, ১৯২১৩০০০০৩১৬২, ১৯২১২৫০০০০৪৬২, ১৯২১৩০০০০৩১১৭ এবং ১৯২১২৫০০০৬০৬৪** ২. **সেখ বাবুল গাজি,** পিতা-আবু কালাম গাজি, গ্রাম-কারদেওয়ানি, পোস্ট-ঠাকুর চক, থানা-জয়নগর, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), জয়নগর-মাজিলপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৩৩৮ খ) বি.ও.ঃ প্রিয়ার মোড়	আবাসিক জমির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল দাগ নং ১৮৭৩, আরএস খতিয়ান নং ১১৪২, ১১৬৭, এলআর খতিয়ান নং, ৫৯১৫, তৌজি নং ১৫৩৫, জেএল নং ৯১, থানা-জয়নগর, পোস্ট-ঠাকুরচক গারদেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা-নতুন এলআর খতিয়ান নং ৬৫০৭ এর সাথে ৭.৫ দশমিক সঙ্গতিপূর্ণ এবং সম্পত্তি বাবুল গাজীর নামে নথিভুক্ত আছে রেজিড্ দলিল নং আই-৪৮২০/২০১৭ এবং সম্পত্তি ঘিরে রয়েছে-উত্তর-রহিম লস্করের ডাঙ্গা জমি, দক্ষিণ-ছাদেক আলি গাজির সম্পত্তি এবং আবদিন গাজির ডাঙ্গা জমি, পশ্চিম-২০ ফুট চওড়া প্রশস্ত পিডব্লুডি'র রাস্তা, পূর্ব-বাস্তু জমি এবং সাইদুল্লা গাজি এবং মোঃ আবুকালাম গাজির শালি জমি। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ০৫.০৮.২০২৩ খ) টাকা. ২০,০১,২৯০.৮৭ গ) ১৮.১১.২০২৩	ক) টাকা. ৩১,২৮,০০০/- খ) টাকা. ৩,১২,৮০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৯.	ক) ১. **মেসার্স জে.কে. ওটোমোবাইল এ/সি নং. ১৯২১২৫০০০৬০৩৩ (সিসি)** ২. **শ্রী জাকির হুসেন খান,** পিতা-আর্সাদ আলি খান গ্রাম-পাটপুকুর, পোস্ট-বকুলতলাহাট, থানা-জয়নগর, পিন-৭৪৩৩৩৮ খ) বি.ও.ঃ প্রিয়ার মোড়	আবাসিক জমি ও ভবনের ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল (মোট জমির ক্ষেত্রফল-৫.০৩৮ দশমিক) আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫২৯৮ ধারণ করে এবং মৌজা-গারদেওয়ানি, আরএস খতিয়ান নং ১০০৫, ১৬০৮, এলআর খতিয়ান নং ১০০৫, ১৬০৮, এলআর খতিয়ান নং ৫২৯৮-এ অবস্থিত, তৌজি নং ১৫৩৫, জে.এল নং ৯১, পি.এস এর অধীনে-জয়নগর, পোস্ট-বকুলতালাহাট গারদেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েত নতুন এলআর খতিয়ান নং ৬৩৬৬ এর সাথে সম্পর্কিত এবং **সম্পত্তি জাকির হোসেন খান-এর নামে নথিভুক্ত,** পিতা-মহঃ আরসেদ আলী খান গিফট ডিড নং আই-৪০৪৬/২০১৬ এবং **সম্পত্তি বেষ্টিতঃ** উত্তর-আকলিমা খানের সম্পত্তি, দক্ষিণ-পিডব্লুডি রোড, পূর্ব-৮ ফুট কমন প্যাসেজ, পশ্চিম-আয়ান আলী খানের সম্পত্তি। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ১৪.১২.২০২২ খ) টাকা. ১০,১৬,৪৭৫.০০ গ) ১৩.০৭.২০২৩	ক) টাকা. ৫১,৪৮,০০০/- খ) টাকা. ৫,১৪,৮০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
১০.	ক) **শ্রী রাজু দাস,** পিতা-হরিপদ দাস **এ/সি নং. ৬৯২৮০০এনসি০০০০০০৬৬ এবং ৬৯২৮০০৯০০০০০০৫৬১** গ্রাম-কালি নগর, কাঠপোল এবং ধারা মন্দির (বামনীর মোড় হাই স্কুল)-এর কাছে, পোস্ট-কালি নগর, থানা-কাকদ্বীপ (হারউড পয়েন্ট কোস্টাল), জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ), পিন-৭৪৩৩৪৭ খ) বি.ও.ঃ কাকদ্বীপ	জমির ইকিউআর-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এবং আরএস বহনকারী বাণিজ্যিক ভবন নির্মিত। দাগ নং ১৫২০, আরএস খতিয়ান নং ৬৬৯, এলআর দাগ নং ২০৮৮ অনুরূপ এলআর খতিয়ান নং. ৭৪৭৬ এবং ৭৪৯১, মৌজা-কালি বাজার, জেএল নং ১০, রাম ক্রিশিয়ান গ্রাম-পঞ্চালি গ্রামের ভিতর তৌজি নং ২৬৫২-কালিনগর, থানা-কাকদ্বীপ জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা (পশ্চিমবঙ্গ) এবং **সম্পত্তি রাজু দাস এবং সঞ্জয় দাসের নামে নথিভুক্ত,** দু'জনের পিতা-হরিপদ দাস রেজি. দলিল নং ১৬১৪০২০৪৬ বছর ২০১৬ এবং **সম্পত্তি ঘেরা**-উত্তর-পাবলিক কংক্রিট রোড, পূর্ব-নিখিল দাসের সম্পত্তি, পশ্চিম-কানন বালা বায়েন। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ০৫.০৭.২০২৩ খ) টাকা. ১০,৪৭,৭১৩.১৫ গ) ১৩.১২.২০২৩	ক) টাকা. ২৭,১৪,০০০/- খ) টাকা. ২,৭১,৪০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
১১.	ক) ১. **মেসার্স নিউ বিশাল গার্মেন্টস্ (প্রোঃ স্বর্গীয় বিমল দে) এ/সি নং.ঃ ১৫১২৫৩০৮৩৩২৩** **দ্বারা শ্রীমতি মীরা দে,** স্বামী-স্বর্গীয় বিমল দে, শপ নং. ১, সোনারপুর বাজার (হাজারি মার্কেট, পরবর্তী রাস্তা এসবিআই ব্রাঞ্চের কাছে), ঘাসিয়াড়া, থানা-সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৬১৩ ২. **শ্রীমতি মীরা দে, লিগ্যাল হেয়ার এবং স্বামী-বিমল দে (ঋণগ্রহীতা)** সোনারপুর নতুনপল্লী, মিডল্ রোড, পোস্ট + থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০১৫০ ৩. **শ্রী বিশাল দে,** পিতা-স্বর্গীয় বিমল দে সোনারপুর নতুনপল্লী, মিডল্ রোড, পোস্ট + থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০১৫০ ৪. **শ্রী বিক্রম দে,** পিতা-স্বর্গীয় বিমল দে সোনারপুর নতুনপল্লী, মিডল্ রোড, পোস্ট + থানা-সোনারপুর, কলকাতা-৭০০০১৫০ খ) বি.ও.ঃ সোনারপুর	বিমল দে, পিতা-স্বর্গীয় কুমুল লাল দে-এর একতলা বিল্ডিংয়ের নিচতলায় ১ নম্বর দোকানের ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল হোল্ডিং নং ১৭৯২, আরএস দাগ নং ৫৬৪, আরএস নং ৫৩, তৌজি নং ২৫০, আরএস খতিয়ান নং ১২৪, মৌজা-গোরখারা, থানা-সোনারপুর হাজারী মার্কেটে অবস্থিত (গোরখারা) মোট এলাকা ২০২ বর্গফুট. যা দাঁড়িয়ে আছে বিমল বে-এর নামে। **(অধীন শারীরিক দখলে)**	ক) ০১.০৭.২০২১ খ) টাকা. ৩৬,৪৯,২৬১.৮৬ গ) ০৯.০৯.২০২১	ক) টাকা. ২৪,২০,০০০/- খ) টাকা. ২,৪২,২০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)
১২.	ক) ১. **মেসার্স এস.পি. ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোং (প্রোঃ সুদেষ্ণা সামন্ত) এ/সি নং.ঃ ০১৩৬২৫০০৬৮২৭১ (সিসি)** ২. **শ্রীমতি সুদেষ্ণা সামন্ত** স্বামী-সুব্রত সামন্ত গ্রাম-গোবিন্দপুর, গোটালাহাট, রামকৃষ্ণপুর, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৩ ৩. **গ্যারান্টারঃ প্রতীভা সামন্ত,** স্বামী-স্বর্গীয় জহর লাল সামন্ত গ্রাম-গোবিন্দপুর, গোটালাহাট, রামকৃষ্ণপুর, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৩ খ) বি.ও.ঃ আমতলা	মৌজা-রামকৃষ্ণপুর, আরএস ও এলআর দাগ নং ৫২৪, আরএস খতিয়ান নং ৩১১, এলআর খতিয়ান নং ৯৭৫, কারেসপনডিং-রামকৃষ্ণপুর, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫২৪, কমবেশি ১৯ সাতক এবং ৬৩০ বর্গফুটের জন্য দোতলা বিল্ডিং পরিমাপের জমির ইকিউএম-এর সমস্ত অংশ এবং পার্সেল এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪৮, জেএল নং ৭০, তৌজি নং ৪০১, রামকৃষ্ণপুর-বোরেহানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, থানা এবং এডিএসআরও বিশুনপুরে, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পৃষ্ঠা., পশ্চিমবঙ্গ এবং **সম্পত্তি শ্রীমতীর নামে নথিভুক্ত,** প্রতিভা সামন্ত ভিডিও বিক্রয় দলিল নং ৩৭২ তারিখ ২২.০১.১৯৯৩, ২২৭৮ এবং ২২৯৩ তারিখ ১৭.০৬.১৯৯৪ তারিখে এবং **সম্পত্তিটি ঘিরে রয়েছেঃ** উত্তর-শ্রী জহর লাল সামন্তের খালি জমি, দক্ষিণ-খাল ও গোটালাহাট রোড, পূর্ব-প্রভাসচন্দ্র সামন্ত, পশ্চিম-শ্রী জহর লাল সামন্ত। **(প্রতীকী দখলে)**	ক) ০৮.১২.২০২৩ খ) টাকা. ৫০,৯৭,০৭১.৫৪ গ) ২০.০২.২০২৪	ক) টাকা. ৫৬,৩৫,০০০/- খ) টাকা. ৫,৬৩,৫০০/- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ২৮.০৬.২০২৪ (১১.০০ থেকে ৪.০০ ঘটিকা) খ) ২৭.০৬.২০২৪ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৬.০৬.২০২৪ (৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-

১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে **''যেখানে যা আছে এবং সেখানে কি আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে।

২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-**https:// www.mstcecommerce.com**।

৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-**www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in**।

৫. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী ই-নিলাম বিক্রয়ের জানতে দরপত্র জমা করার পূর্বে এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে তথ্য জানতে যোগাযোগের ব্যক্তি -**শ্রী কৌশিক লাহিড়ি, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং.ঃ ৯১২৭০ ৬৫২৭৭।**

৬. সফল দরদাতা (যদি একটিমাত্র দর জমা পড়ে সেক্ষেত্রে একটি বর্ধিত দর রাশি প্রয়োজন থাকবে বিক্রয় সুনিশ্চিত হতে) জমা করতে হবে এফিডেভিট অনুমোদিত অধিকারিকের কাছে শারিরীক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র যাঁচাইয়ের জন্য (যদি প্রয়োজন থাকে)।

৭. সমস্ত বিধিসমন্তত বকেয়া / পরিচারক চার্জ / অন্যান্য বকেয়া সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান চার্জ, স্ট্যাম্প খরচ, কর, পরিবহণ খরচ, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে ক্রেতাকে।

৮. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী সারণীতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত যা সর্বশেষ তথ্যমতে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

৯. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব থাকবে পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হতে নিজেদেরকে সম্পত্তির বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে দর জমার পূর্বে।

১০. নিলামের অর্থ প্রদানের জন্য করতে হবে ডিডি / নগদ/ এনইএফটি/ আরটিজিএস মাধ্যমে যার **অ্যাকাউন্ট নং. ঃ ০৩০০২০৩১৭১১৬০, আইএফএসসি নং. ঃ পিইউএনবি০০৩০০২০ পিএনবি-র, শাখা চৌধুরি বাজার, বারুইপুর, নাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।**

৩০ দিনের বিধিসম্মত বিক্রয় নোটিস অধীন রুল ৮(৬) সারফেইশি আইন, ২০০২

তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৪
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- শ্রী কৌশিক লাহিড়ি, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

টি২০ বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিতে সামনের সপ্তাহেই আমেরিকায় যাচ্ছেন সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মেঃ ফের কমেন্ট্রি বক্সে ফিরছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আমেরিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে। আগামী ২ জুন থেকে টি২০ বিশ্বকাপ শুরু হবে, চলবে ২৯ জুন পর্যন্ত। গোটা টুর্নামেন্টেই সৌরভ ধারাভাষ্য দিতে পারেন। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক শেষ ধারাভাষ্য দিয়েছিলেন গত জুন মাসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে। ওভালের সেই ম্যাচে খেলেছিল ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। ওই ম্যাচে সৌরভের সঙ্গে বক্সে দেখা গিয়েছিল শচীন, শেহ্ওয়াগকেও। এবার অবশ্য টি২০ বিশ্বকাপের যে প্যানেল হয়েছে, তাও তারকাখচিত। সৌরভ শেষ মুহূর্তে তালিকায় এসেছেন। আগে থেকেই ইংরাজি প্যানেলে ছিলেন রবি শাস্ত্রী, হর্ষ ভোগলে, নাসের হুসেন, ইয়ান স্মিথ। স্টার স্পোর্টসের প্যানেলে দেখা যাবে দীনেশ কার্তিককেও, যিনি সদ্য আইপিএল থেকেও অবসর নিয়েছেন। এছাড়াও রয়েছেন রিকি পন্টিং, সুনীল গাভাসকার, ম্যাথু হেডেন, রামিজ রাজা। সৌরভ এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছেন। তাঁর আত্মীয় বিয়োগ হয়েছে। সোমবার সৌরভের বাড়িতে দেখা করতে এসেছিলেন ঋদ্ধিমান সাহা। ভারতের প্রাক্তন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার ত্রিপুরা ছেড়ে বাংলায় যোগ দিয়েছেন। সৌরভের সঙ্গে কথা বলেই তিনি বাংলায় আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সৌরভ আগামী সোমবার আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দেবেন। দাদাগিরির শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছে বলে এই মুহূর্তে তাঁর আর ঠাসা সূচি নেই।

বেতন কমিয়ে বড় দায়িত্ব নিতে চান গৌতম গম্ভীর!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এক দশকের অপেক্ষা। কী ভুল হচ্ছিল, কেকেআর যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সদ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এর আগে দু বার ট্রফি এসেছে গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে। এ বার গৌতম গম্ভীরকে ফেরাতে মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন টিমের কর্ণধার শাহরুখ খান। এমন খবরও প্রকাশ্যে এসেছিল যে, গম্ভীরকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছেন কিং খান! গম্ভীর ফেরায় সমর্থকদেরও প্রত্যাশা ছিল এ বার ট্রফির দীর্ঘ আক্ষেপ মিটবে। সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। তবে গম্ভীরকে নিয়ে চূড়ান্ত জল্পনা, বেতনের কমিয়ে আরও বড় দায়িত্ব নিতে চান! কলকাতা নাইট রাইডার্স চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্যে যে গৌতম গম্ভীরের বিরাট অবদান রয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ম্যাচ শেষে তাঁকে নিয়ে মাতামাতিই যেন সেটা আরও বেশি করে বলে দিচ্ছিল। খোদ টিমের

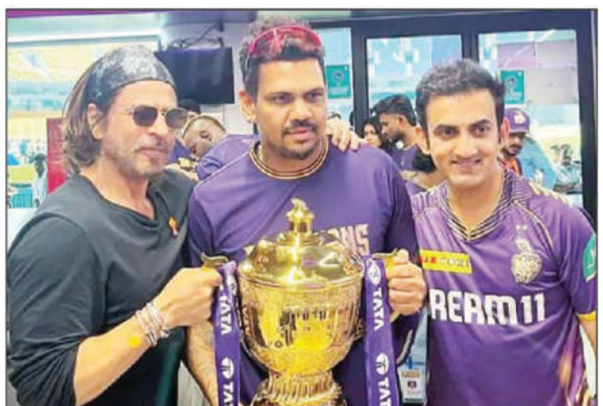

মালিকও গম্ভীরের কপালে চুম্বন করেন উচ্ছ্বাসে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসেবে কত টাকা নিয়েছেন গৌতম গম্ভীর? এই কৌতুহল জাগাটাই যেন স্বাভাবিক। সূত্রের খবর, বেতন হিসেবে ২৫ কোটি টাকা নিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। এটা যে কম অঙ্ক নয়, বলাই যায়। এরপরও নাইটদের মেন্টর হিসেবে থাকতে চান না! ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি খুঁজছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সঙ্গেই ভারতীয় দলের হেড কোচ হিসেবে চুক্তি শেষ হচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়ের। কিছুদিন আগেই ভারতীয় বোর্ড কোচ চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। গতকাল অর্থাৎ সোমবার ছিল আবেদনের সময়সীমা। দ্রাবিড়ের জায়গা কে নিতে পারেন, এই নিয়ে প্রবল জল্পনা। একঝাঁক নাম উঠে এসেছে। এর মধ্যে বিদেশি কোচের নামও রয়েছে। রাহুল দ্রাবিড়ের সিটে কে, এই প্রশ্নের এখনও উত্তর মেলেনি। বিশ্বকাপের পরই হয়তো জানা যাবে। তবে ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরকে অনেকটাই এগিয়ে রাখা যায়। সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গৌতম গম্ভীরকে কোচের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আইপিএল ফাইনালের পর বোর্ড সচিব জয় শাহর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায়ও দেখা যায়। গৌতম গম্ভীর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক, এমনটাই খবর। সেক্ষেত্রে কেকেআরের দায়িত্ব ছাড়তে হবে। বেতন কমে যাবে ৬০ শতাংশ! রিপোর্ট অনুযায়ী গম্ভীর কেকেআরে ২৫ কোটি নিয়েছেন (শুধু আইপিএলের জন্যই)। তেমনই সূত্রের খবর, দ্রাবিড়ের বার্ষিক বেতন ১০ কোটি! এই অঙ্কে বিশাল আর্থিক ক্ষতি গৌতম গম্ভীরের। যদিও টিম ইন্ডিয়ার সম্মানীয় এবং চ্যালেঞ্জিং দায়িত্বের জন্য এমন সিদ্ধান্ত নিতেই পারেন গম্ভীর।

এক দশক পর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কেকেআর

কলকাতায় সেলিব্রেশন কবে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মেঃ রবিবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু সেলিব্রেশন কবে হবে? নাইট সমর্থকদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন। ২০১২ সালে চেন্নাইতে প্রথমবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল কেকেআর। ধোনির চেন্নাইকে সেবার হারিয়েছিল শাহরুখের দল। দু'বছর বাদে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে প্রীতি জিন্টার পঞ্জাবকে হারিয়ে শিরোপা জেতে নাইট রাইডার্স। দু'বারই গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন দেখেছিল শহর কলকাতা। শহরে ফেরার পর হুড খোলা গাড়িতে ট্রফি নিয়ে ঘুরেছিল কেকেআর। ইডেন গার্ডেন্সে হাজার হাজার সমর্থকের সামনে ট্রফি জয়ের উৎসব পালন করেছিলেন গৌতম গম্ভীররা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেবার বলেছিলেন, পরের বার কেকেআর জিতলে ব্রিগেডে সেলিব্রেশন হবে। ১০ বছর পর আবারও আইপিএল জিতল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে সেলিব্রেশন পর্ব এবার অধরাই থাকছে। রবিবার ট্রফি জেতার পর সোমবার ট্রফি নিয়ে শহরে আসার কথা ছিল কেকেআরের। কিন্তু রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে অধিকাংশ বিমান বাতিল হয়। তাই আগেভাগে শহরে ফেরার পরিকল্পনা পিছিয়ে যায়। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় মেটার পর শহরে ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন হতেই পারত। কিন্তু বিধি বাম। নাইট শিবিরের খবর, বছর তুলেই রাখতে হচ্ছে। যে খবরে অবশ্যই মন ভাঙবে নাইট সমর্থকদের। নাইট শিবিরের খবর, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সবুজ সংকেত মিলে গিয়েছিল। সেইমতো সমস্ত পরিকল্পনাও সেরে ফেলেছিল কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু বাধা

নির্বাচনের কারণে এবছর আর ট্রফি নিয়ে উৎসব পালন করতে পারবে না কেকেআর। এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের আওতায় রয়েছে রাজ্য। ১ তারিখ কলকাতা এবং সংলগ্ন জায়গায় নির্বাচন। এই সময় বড় জমায়েতের অনুমতি দিচ্ছে না নির্বাচন কমিশন। আর তাতেই কেকেআরের সেলিব্রেশন পর্ব এ হয়ে দাঁড়াল নির্বাচন কমিশন। তাই চেন্নাই থেকেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ক্রিকেটাররা। সামনেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেইমতো বিশ্বকাপের শিবিরেও যোগ দিতে হবে ক্রিকেটারদের। স্টার্ক, গুরবাজরা যেমন দেশে ফিরে যাচ্ছেন তেমনই নিজেদের বাড়ি ফিরছেন শ্রেয়স আইয়ার, বরুণ চক্রবর্তীরা।

বিশ্বের সেরা বোলিং লাইনআপ পাকিস্তানের শাহিদ আফ্রিদি

ইসলামাবাদ, ২৮ মেঃ টি২০ বিশ্বকাপে এবার পাঁচ পেসারকে নিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। ১৫ সদস্যের দলে রয়েছেন পাঁচ পেসার। তালিকায় রয়েছেন, মহম্মদ আব্বাস আফ্রিদি, মহম্মদ আমির, নাসিম শাহ, শাহিন শাহ আফ্রিদি ও হারিস রউফ। পাক দলের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি দেশের পেসারদের সেরা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, মেগা ইভেন্টে ম্যাচের রং বদলে তাঁর দলের পেসারদের জুড়ি মেলা ভার। আফ্রিদির যুক্তি, বিশ্বকাপ দলে থাকা পাঁচ পেসারের বোলিংয়ে গভীরতা রয়েছে। বোলিং করার দিক থেকে তাঁদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। আইসিসি-র পোস্ট করা একটি ভিডিও বার্তায় শাহিদ আফ্রিদি বলেন, ''আমার মনে হয়, বিশ্বের কোনও ক্রিকেট দলে এমন শক্তিশালী বোলিং লাইনআপ নেই। আমাদের চার পেস বোলারের প্রত্যেকেই অনেক দক্ষ। রিজার্ভ বেঞ্চে থাকা বোলাররা, যেমন আব্বাস আফ্রিদিও বেশ পরিণত। ভাল স্লোয়ার বলার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে।'' আত্মবিশ্বাসী আফ্রিদি মনে করেন, এসব বোলাররা যখন বিশ্ব মানের ব্যাটারদের বিপক্ষে বোলিং করতে আসবে, তখন তারা দুর্দান্ত পারফর্ম করবে।

ইতালির হয়ে খেলবেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার! কারণ জানলে শ্রদ্ধা হবেই

সিডনি, ২৮ মেঃ দেশের হয়ে দীর্ঘ সময় খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার জো বার্নস। অজি জার্সিতে ২৩টি টেস্ট, আধডজন ওয়ান ডেও খেলেছেন। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে অতি পরিচিত নাম। এই ওপেনার অবশ্য অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলে প্রাক্তন হয়ে গিয়েছেন। এ বার তাঁকে খেলতে দেখা যাবে ইতালির হয়ে। হঠাৎ অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে ইতালি ক্রিকেট দলে! ফুটবলের জন্য ইতালি যতটা জনপ্রিয়, ক্রিকেটে তার ৫ শতাংশও হয়তো নয়। অস্ট্রেলিয়ায় থেকে বরং কোনও কোচিংয়ে যুক্ত হতে পারতেন! যদিও জো বার্নসের এই সিদ্ধান্তের কারণ জানলে শ্রদ্ধা হবেই। ক'দিন পরই শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ইতি মধ্যেই ওয়ার্ম শুরু হয়ে গিয়েছে। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নানা দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার মতো নতুন দেশে পাড়ি দিয়েছে বিশ্বকাপ। প্রথম বার আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে আমেরিকা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে যুগ্ম আয়োজক। শুধু তাই নয়, বিশ্বকাপে এ বার খেলবে ২০টি দেশ। এতদিনের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপ। জো বার্নসের লক্ষ্য

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইতালির হয়ে অংশগ্রহণ। এর কারণও রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ৩৪ বছরের জো বার্নস ইনস্টাগ্রামে দাদার মৃত্যুর খবর পোস্ট করে জানিয়েছেন, তাঁর জন্যই ইতালির হয়ে খেলবেন। ইনস্টায় বার্নস লিখেছেন, 'আমার আত্মার একটা অংশ যেন সারাজীবন মিস করব।' জো বার্নসের মা ইতালির। সে দিক থেকে ইতালির হয়ে খেলতে তাঁর অসুবিধে নেই। ইতালির হয়ে দাদার সেই ৮৫ নম্বর জার্সি পরেই খেলবেন প্রাক্তন অজি ওপেনার। বার্নস আরও লিখেছেন, '৮৫ শুধুই একটা নম্বর নয়। যাঁরা জানে, বুঝতে পারবে, এই নম্বরটা পরে আমি গর্বের সঙ্গে মাথা তুলতে পার। দুঃখজনক বিষয় হল, ফেব্রুয়ারিতে আমার দাদার মৃত্যু হয়েছে। জন্মের সাল ধরে ৮৫ নম্বর জার্সি নিয়েছিল। শেষ বার এই জার্সি নম্বর পরেই খেলেছেন ডিস্ট্রিক্ট দলের হয়ে।' দাদার মৃত্যুতে যে প্রচন্ড ভেঙে পড়েছেন, বার্নসের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টেই পরিষ্কার। ইতালি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করলে এবং বার্নস তাতে অংশ নিয়ে দাদার স্বপ্নই পূরণ করতে চান।

আর্জেন্টিনার মহিলা ফুটবলারদের দুর্দশা-ক্যাম্প ছেড়ে গেলেন তিনজন

বুয়েনস আইরেস, ২৮ মেঃ বিস্তারিত পড়ার পর যে কেউ বলবেন, মারাদোনা-মেসিদের দেশের মহিলা ফুটলারদের এ কী হাল! এমনিতেই আর্জেন্টিনার শীর্ষ মহিলা ফুটবলারদের ঠিকমতো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এরপরও সামনে কোস্টারিকার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ থাকায় খেলোয়াড়দের জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডেকে আনা হয়েছে। ক্যাম্পের পরিবেশ ও খাবারের মান ভালো হলে তবু না হয় খেলোয়াড়েরা মেনে নিতেন। কিন্তু কম পারিশ্রমিকের সঙ্গে ক্যাম্পেরও মান যা-তা হওয়ায় জাতীয় দল ছেড়েই গেছেন তিন মহিলা ফুটবলার। তাঁরা আর কখনো আর্জেন্টিনার হয়ে না খেলারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওই তিন ফুটবলার হলেন গোলকিপার লরিনা অলিভেরোস, ডিফেন্ডার হুলিয়েতা ক্রুজ ও মিডফিল্ডার লরেনা বেনিতেজ। তাঁরা তিনজনই আর্জেন্টিনার বিখ্যাত ক্লাব বোকা জুনিয়র্সে খেলেন। দিয়েগো মারাদোনাও বোকা জুনিয়র্সে তিন মরসুম খেলেছেন। অলিভেরোস, ক্রুজ ও বেনিতেজ সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) কর্মকর্তাদের দিকে আঙুল তুলে কড়া ভাষায় পোস্ট দেন। সেখানে তাঁরা লজিস্টিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং ফেডারেশন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারেরও অভিযোগ করেন। এগুলোই যে তাঁদের ক্যাম্প ছাড়ার কারণ, তাও স্পষ্ট করেছেন। ইনস্টাগ্রামে ক্রুজ লিখেছেন, 'আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি, যেখানে প্রতিনিয়ত অন্যায়ের শিকার হচ্ছি, আমাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না, আমাদের কথা শোনা হচ্ছে না, পরিস্থিতির আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। অপমানিত হতে হতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' ক্রুজ আরও লিখেছেন, 'আর্জেন্টিনা মহিলা ফুটবল দলের উন্নয়নে অনেক কাজ করা প্রয়োজন। আমি শুধু অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে বলছি না। অনুশীলন, মধ্যাহ্নভোজ, সকালের নাশতার মান নিয়েও বলছি।' বেনিতেজ লিখেছেন, 'এটা (ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়া) আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমার দেশের জাতীয় দলের সঙ্গে আমার অনেক বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছে। বেশ কিছু দুঃখজনক কারণে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' কোস্টারিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা নারী দল। প্রথমটি ভারতী সময় ১ জুন ভোরে, দ্বিতীয়টি ৪ জুন ভোরে। দুটি ম্যাচই হবে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসে। ম্যাচ দুটি সামনে রেখে গত সপ্তাহে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করেছেন আর্জেন্টিনার মেয়েরা। ২৪ বছর বয়সী মিডফিল্ডার বেনিতেজের দাবি, গত সপ্তাহের মঙ্গল ও বুধবার এএফএ খেলোয়াড়দের সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবার সরবরাহ করেনি। খেলোয়াড়দের কেন খেতে দেওয়া হলো না-এ ব্যাপারে বেনিতেজ জানতে চাইলে ফেডারেশনের শীর্ষ এক কর্মকর্তা বলেন, 'আমাদের কাছে কোনো টাকা নেই।' ক্যাম্পে থাকার সময়েই ক্রুজ ও বেনিতেজ জানান, এক টুকরা শূকরের মাংস, একটি কলা ও পনিরের স্যান্ডউইচ ছাড়া খেলোয়াড়দের আর কিছুই খেতে দেয়নি ফেডারেশন। ভালো পারফর্ম করার জন্য যা একেবারেই অপ্রতুল। এমনকি খেলোয়াড়দের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে যাওয়াআসার জন্য কোনো গাড়ির ব্যবস্থাও করা হয়নি। তাঁরা বলেছেন, 'আমাদের কয়েকজন সতীর্থকে গণপরিবহন ব্যবহার করতে হয়েছে।' ক্রুজ ও বেনিতেজ আরও বলছেন, 'যেহেতু কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচ দুটি নিজেদের মাঠেই হবে, তাই ফেডারেশন আমাদের কোনো

পারিশ্রমিক দেবে না।' ইনস্টাগ্রামের সেই পোস্টে এএফএর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করেছেন বেনিতেজ। জানিয়েছেন, খেলোয়াড়দের পরিবারের সদস্যদেরও টিকিট কিনে মাঠে ঢুকতে হয়, 'দলের শীর্ষ খেলোয়াড়েরা তো পারিশ্রমিক পানই না, উল্টো পরিবারের সদস্যদের ৫ হাজার পেসো (আর্জেন্টিনার মুদ্রার নাম) দিয়ে টিকিট কেটে স্টেডিয়ামে ঢুকতে হয়। এ রকম আরও লাখ লাখ বিষয় আছে, যেগুলোর মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়।' গোলকিপার অলিভেরোস ইনস্টাগ্রামে আর্জেন্টিনার জার্সি পরা বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'আমার হৃদয় ভেঙে গেছে এবং হাজারো স্বপ্ন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। আমার আশা পরবর্তী প্রজন্ম যেন ফুটবল খেলে আনন্দ পায়। যেমনটা আমরা কিছু সময় পাচ্ছিলাম।' অলিভেরোস, ক্রুজ ও বেনিতেজের ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়া নিয়ে এএফএ এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। তর্ক সাপেক্ষে আর্জেন্টিনার সর্বকালের সেরা মহিলা ফুটবলার এস্তেফানিয়া বানিনি অবশ্য প্রাক্তন তিন সতীর্থের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে বানিনি লিখেছেন, 'কাউকে না কাউকে প্রতিবাদ করতেই হতো। তোমাদের অভিনন্দন।' বানিনি নিজেও এএফএর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে গত বছর জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছেন।

রেকর্ড ভেঙে রোনাল্ডো বললেন, 'আমি রেকর্ডের পেছনে ছুটি না'

রিয়াধ, ২৮ মেঃ রেকর্ড ভাঙার মঞ্চটা প্রস্তুতই ছিল। পাশাপাশি কিছুটা উদ্বেগও হয়তো ছিল। সৌদি প্রো লিগে মরসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড ভাঙতে হলে লিগের শেষ ম্যাচেই ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে করতে হতো দুই গোল। নামটা যখন রোনাল্ডো, অসম্ভব কিছুই নয়। লিগের শেষ দিনে আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে আল নাসরের ৪-২ ব্যবধানে জেতা ম্যাচে ঠিকই জোড়া গোল করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। এই দুই গোলের পর সৌদি লিগে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা এখন ৩৫। ২০১৮-১৯ মরসুমে আবদেররাজাক হামাদাল্লাহর করা ৩৪ গোলের রেকর্ড ভেঙে দিলেন 'সিআর সেভেন'। মরক্কোর স্ট্রাইকার হামাদাল্লাহও রেকর্ডটি গড়েছিলেন আল নাসরের হয়ে। হামাদাল্লাহ অবশ্য রেকর্ডটি গড়ার পথে খেলেছিলেন ২৬ ম্যাচ, আর রোনাল্ডো রেকর্ডটি ভেঙেছেন ৩১ ম্যাচ খেলে। রিয়াদে গতকাল রাতে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে হামাদাল্লাহর রেকর্ডটি স্পর্শ করেন রোনাল্ডো। ৬৯ মিনিটে রোনাল্ডো রেকর্ড ভাঙেন জোরালো এক হেডে লক্ষ্যভেদ করে। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ফ্রি ট্রান্সফারে আল নাসরে যোগ দেওয়া রোনাল্ডো সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবটির হয়ে ৬৯ ম্যাচে করেছেন ৬৪ গোল। আর চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৪ ম্যাচে রোনাল্ডো গোল করেছেন ৪৪টি। রেকর্ড ভাঙার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছেন রোনাল্ডো। রোনাল্ডো লিখেছেন, 'আমি রেকর্ডের পেছনে ছুটি না, রেকর্ডই আমার পেছনে ছোটে।' রোনাল্ডোর গোলের রেকর্ডও অবশ্য শেষ পর্যন্ত আল নাসরের লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের জন্য যথেষ্ট হয়নি। শীর্ষে থেকে শিরোপা জেতা আল হিলালের চেয়ে ১৪ পয়েন্টে পিছিয়ে দুই নম্বরে থেকে লিগ শেষ করেছে তারা। ৩৪ ম্যাচ শেষে অপরাজিত থেকে লিগ শেষ করা আল হিলালের পয়েন্ট ৯৬, আর দুইয়ে থাকা আল নাসরের পয়েন্ট সমান ম্যাচে ৮২।

যশস্বীর পরিবর্তে শুভমন! বিশ্বজয়ী অধিনায়কের প্রত্যাশা ছিল এমনই

মুম্বই, ২৮ মেঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দামামা বেজে গিয়েছে। ২ জুন শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। চলছে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। ভারতীয় দলও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গিয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজনই যাওয়া বাকি। ১ জুন ভারতীয় দল একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। এমন পরিস্থিতি, বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক বলছেন, তাঁর কাছে সুযোগ থাকলে, যশস্বী জয়সওয়ালের পরিবর্তে শুভমন গিলকেই নিতেন। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মূল স্কোয়াডে জায়গা হয়নি শুভমন গিলের। ট্র্যাভেলিং রিজার্ভে রয়েছেন শুভমন গিল, রিঙ্কু সিংরা। স্কোয়াডে পরিবর্তনের সময়ও শেষ। মূল স্কোয়াডের কোনও প্লেয়ার চোট পেলে রিজার্ভ থেকে যোগ করা

হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আপাতত এই দুজনের খেলার সম্ভাবনা নেই। ওয়ান ডে বিশ্বকাপ জয়ী ইংল্যান্ডের একমাত্র অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যান তাঁর পছন্দের কথা জানালেন। স্কাই স্পোর্টসে মাইকেল আথারটন, নাসের হোসেনদের সঙ্গে ভারতীয় টিমকে নিয়ে বিশ্লেষণে মর্গ্যান বলেছেন, ''ভারতীয় টিমের একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই আমি হয়তো অন্য ভাবে ভাবতাম। আমি স্কোয়াড বাছলে যশস্বী জয়সওয়ালের জায়গায় শুভমন গিল (মূল স্কোয়াডে) থাকত। এটা হয়তো বড় সিদ্ধান্ত। তবে আমি শুভমনের সঙ্গে খেলেছি (কলকাতা নাইট রাইডার্স)। ও কী ভাবে সেটা জানি। ওর চিন্তাভাবনা, খেলার ধরনও আমার জানা। ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ নেতা শুভমন।''

ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নাদালের

প্যারিস, ২৮ মেঃ গ্র্যান্ড স্ল্যাম ক্যারিয়ারে এর আগে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন একবারই। ২০১৩ উইম্বলডনে। ১১ বছর পর রাফায়েল নাদালের ক্যারিয়ারে ফিরে এল সেই স্মৃতি। সেটাও তাঁর নিজের 'দুর্গ' ফ্রেঞ্চ ওপেনে! রোঁলা গারোর লাল দুর্গে আজ ছেলেদের প্রথম রাউন্ডে আলেক্সান্দার জভেরেভের কাছে ৬-৩, ৭-৬ (৭-৫), ৬-৩ গেমের হারে বিদায় নিয়েছেন নাদাল। ভাবা যায়, এ টুর্নামেন্টে ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন, যেখান থেকে তিনি কখনো দ্বিতীয় রাউন্ডেও বিদায় নেননি-সেই লাল দুর্গে 'রাজা'র পতন হলো অবিশ্বাস্য দ্রুততায়! রোঁলা গারোর এই লাল দুর্গে ২০০৫ সালে শিরোপা জিতে অভিষেক রাঙিয়েছিলেন নাদাল। এই টুর্নামেন্টে খেলা মোট ১১৬ ম্যাচে আজ চতুর্থ হার দেখলেন নাদাল। কেউ কেউ ভেবে নিতে পারেন, এটাই হয়তো শেষবারের মতো! চোটে জর্জরিত কিংবদন্তি জুনে ৩৮-এ পা দেবেন। ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী নিজেই নিজের ক্যারিয়ারের শেষ দেখে ফেললেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কোমর ও মাংসপেশির চোটে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ফ্রেঞ্চ ওপেনের আগ পর্যন্ত মাত্র চারটি টুর্নামেন্টে খেলেছেন নাদাল। র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৭৬তম অবস্থানে থেকে অবাছাই হিসেবে ড্রয়ে প্রথম রাউন্ডে

প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছিলেন চতুর্থ বাছাই জভেরেভকে। শুধু কী তাই, জভেরেভের মুখোমুখি হওয়ার আগে রোম ওপেনে সরাসরি সেটে হারেন পোলান্ডের উবার্ত উরকাৎসের কাছে। জভেরভের মুখোমুখি হওয়ার আগে নাদাল নিজেই তাঁকে নিয়ে বলেছিলেন 'সম্ভাব্য সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ।' শেষ পর্যন্ত তাঁর শঙ্কাই সত্যি হলো। প্রথম দুই সেট হেরে যাওয়ার পর তৃতীয় সেটে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি। ব্রেক পয়েন্টে নিজের সার্ভিসেই ফিরতি শটে বল কোর্টের বাইরে মারায় হার নিশ্চিত হয় নাদালের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুঞ্জন চলছে, ফ্রেঞ্চ ওপেনে এটাই হয়তো নাদালের শেষ শট। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই যে 'এটাই নাদালের শেষ'- এমন গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। চোটের কারণে গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেনে খেলতে না পারার পর নাদাল জানিয়েছিলেন, ২০২৪ সালের টুর্নামেন্টটাই হয়তো তাঁর শেষ ফ্রেঞ্চ ওপেন হবে। অবশ্য কবে কোথায় থামবেন সেটা শুধু নাদালই জানেন। আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর নেই তাঁর কাছে। হারের পর বলেছেন, ''আমি ঠিক জানি না এটাই শেষবারের মতো কি না। আমি শতভাগ নিশ্চিত নই। তবে যদি সেটাই হয় তাহলে আমি এই সময়টা উপভোগ করতে চাই। আজ কেমন লাগছে সেটি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।'' নাদালের অবিশ্বাস্য বিদায় ঘটলেও ফিলিপ শাতরিয়ে কোর্টে যতক্ষণ ছিলেন দর্শকেরা কিন্তু তাঁর নামে স্লোগান দিয়েছেন। 'রাফা! রাফা!' স্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছে গ্যালারি। ৫০ মিনিটের মধ্যে প্রথম সেটটি হারের পরও দর্শকেরা তাঁর পাশেই ছিলেন। রোঁলা গারোয় মাত্র চতুর্থবারের মতো কোনো ম্যাচের প্রথম সেটে হারলেন নাদাল। তাঁকে হারানোর মধ্য দিয়ে জভেরেভ দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পাশাপাশি একটি তালিকায়ও নাম লেখালেন। ফ্রেঞ্চ ওপেনে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে নাদালকে হারালেন জভেরেভ। ২০০৯ সালে রবিন সোডারলিংয়ের পর ২০১৫ ও ২০২১ সালে নাদালকে হারিয়েছেন নোভাক জকোভিচ।

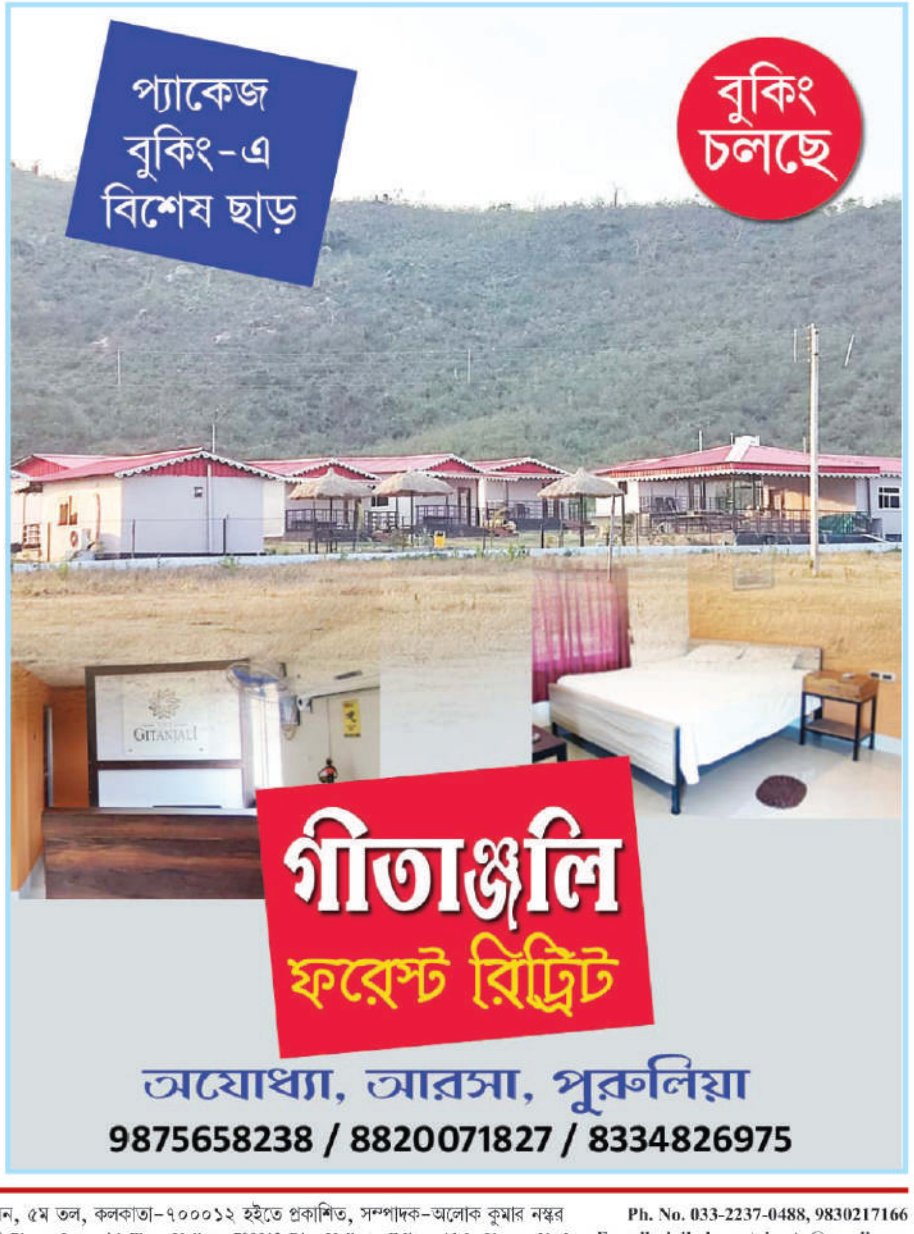

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com